পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1506, Saturday, 31 December, 2022 FREE www.parichoy.com

ল্যানসেটের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় বাংলাদেশের সেঁজুতি সাহা

বিস্তারিত ০৫ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশে বেড়েছে নারীর সংখ্যা, সেই সাথে নির্যাতনও - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ মানসিক রোগী-৫ম পাতায়
- মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত রাশিয়ার জাহাজকে ঢুকতে দেয়নি বাংলাদেশ-৫ম পাতায়
- রিলিয়ন ডলারের ব্যয় বিলে স্বাক্ষর বাইডেনের, ইউক্রেনকে আরো ৪৫ বিলিয়ন, মেডিকেইডে কাটছাঁট - ৬ পাতায়
- এখনও নিখোঁজ বহু মানুষ, বম্ব সাইক্লোনে বিধ্বস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু -৭ম পাতায়
- পানি জমে 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ছবি ভাইরাল! - ৭ম পাতায়
- ন্যাটো দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি দ্বিগুণ, নেপথ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ - ৭ম পাতায়
- বাংলাদেশকে চাপে রাখতে সীমান্ত হত্যা?-৮ম পাতায়
- ত্মির্জা ফখরুলের মুক্তি দাবি করা বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিজীবী বললেন ওবায়দুল কাদের - ৮ম পাতায়
- মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর 'ক্রসফায়ার' কমেছে শতকরা ৯৪ ভাগ-৯ম পাতায়
- অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপ চায় না বাংলাদেশ - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন - ৯ম পাতায়

বিস্তারিত ১৯ পৃষ্ঠায়

বিদায় কিংবদন্তী পেলে, কাঁদছে ফুটবল বিশ্ব

বাংলাদেশ থেকে পাচারের অর্থ ফেরত আনতে তৎপরতা নেই

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

অর্থপাচার রোধে গবেষণা সেল খুলল বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ থেকে পাচারের অর্থ ফেরত আনতে তৎপরতা নেই

পরিচয় ডেস্ক: অর্থ পাচার বিষয়ে ২০১০ সালের মামলা ঝুলে রয়েছে এখনও। শুনানির জন্য বারবার সময় বাড়ানো এবং এক শুনানি থেকে পরের শুনানির মধ্যে অনেক লম্বা সময় দেওয়া হচ্ছে। আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে তথ্য চেয়ে আশানুরূপ সাড়া মিলছে না। প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত শুধু দুদক ৩৪ পাচারকারীর তথ্য চেয়ে অনুরোধ করে একটিও পায়নি। পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য সহায়তা বিষয়ে সাতটি দেশের সঙ্গে চুক্তির অনুরোধ (এমএলএ) দীর্ঘদিন ধরে ঝুলছে। এভাবে পাচার করা অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে নানা সংকট। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর মাধ্যমে এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন বলে মনে করছে পাচার করা অর্থ ফেরত আনা-সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের বৈঠকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাস্টমস গোয়েন্দা এবং বিএসইসির প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বৈঠকে জানানো হয়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে বিএফআইইউ প্রাথমিক গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান করে। তবে এসব তথ্য আদালত বা কোথাও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে দেশের ভেতরে তদন্ত শেষে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সের (এমএলএ) আওতায় তথ্য চাইতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে এমএলএ রয়েছে শুধু ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার। পাচার অর্থ উদ্ধারে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য বেশ *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ল্যানসেটের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় বাংলাদেশের সেঁজুতি সাহা

বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকী ল্যানসেট বিশ্বের ১০ বিজ্ঞানীর প্রোফাইল প্রকাশ করেছে। সেখানে আছেন সেঁজুতি সাহা। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশিকে ল্যানসেট ওয়েবসাইটে দেখা গেলো।

সেঁজুতির প্রোফাইল প্রকাশ করে ল্যানসেট করোনাভাইরাস প্যাথোজেন এবং চিকুনগুনিয়ার জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে তার ভূমিকা বর্ণনা করেছে। সেঁজুতি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

কীভাবে থাইরয়েড ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই সেঁজুতিকে বাংলাদেশে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে তা তুলে ধরেছে *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বেড়েছে নারীর সংখ্যা, সেই সাথে নির্যাতনও

ঢাকা: ষষ্ঠ জনশুমারি ২০২২-এ দেখা গেছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬। এর মধ্যে নারী ৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০৬ জন। প্রথমবারের মতো দেশে পুরুষের চেয়ে নারী বেড়েছে প্রায় ১৬ লাখ। তবে ক্রমাগত নারীর প্রতি সহিংসতাও বাড়ছে। জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে নিজেকে রক্ষায় অনেক নারী নিরাপত্তা চান। চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে জরুরি সেবা দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার ১৩ ভুক্তভোগী নারীকে। গত বছরের চেয়ে এ বছর নারী নির্যাতনের অভিযোগ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

সেরা একশতে ছোঁয়া : বিবিসির জরিপে বিশ্বের প্রভাবশালী ও *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ মানসিক রোগী

ঢাকা: দেশের ১৮ শতাংশ মানুষ (৩ কোটি) মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এ সমস্যা উত্তরণে মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা জরুরি। আক্রান্ত এসব রোগীদের বড় একটি অংশ শিশু। অন্য দিকে মানসিক সমস্যায় বহু লোকের প্রাণহানিও ঘটে। বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় মানসিক রোগে।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকার নানামুখী ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা বলছি না যে, অনেক কিছু করেছি কিন্তু আমরা উপলব্ধি করছি। পাবনা মানসিক হাসপাতালকে আরো উন্নত করার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত রাশিয়ার জাহাজকে ঢুকতে দেয়নি বাংলাদেশ

ঢাকা: মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আছে এমন একটি জাহাজের নাম ও রঙ পাল্টে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পণ্য নিয়ে এসেছে রাশিয়া।জাহাজটিকে বন্দরে পণ্য খালাসের অনুমতি দিতে রাশিয়া চাপ দিলেও বাংলাদেশ জাহাজটিকে বন্দরে ভিড়তে দেয়নি।

বাংলাদেশের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী, উরসা মেজর নামের রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পণ্য নিয়ে ২৪ ডিসেম্বর মোংলা বন্দরে পৌঁছানোর কথা ছিল। এর আগেই ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জানায় যে ওই জাহাজ আসলে 'উরসা মেজর নয়, সেটা মূলত মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা 'স্পার্টা ৩ জাহাজ।

রঙ ও নাম বদল করে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা জাহাজে করে পণ্য আসছে-এটি নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সেটিকে বন্দরে ভিড়তে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জাহাজের একটি নম্বর থাকে, যেটি তারা পরিবর্তন করেনি। ফলে বিষয়টি ধরা পড়ে যায়।

ঢাকার এই অবস্থানকে 'একদম গ্রহণযোগ্য নয়' বলে রাশিয়া কূটনৈতিক চিঠির মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তবে রাশিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে জাহাজটিকে দেশে ফেরত যেতে বলেছে সরকার। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা জাহাজ দেশে প্রবেশ করতে দিলে সেই দেশের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। সেদিক থেকে সরকারের অবস্থান যুক্তিযুক্ত।

এ বিষয়ে এক কর্মকর্তা বলেন, "নিষেধাজ্ঞা বিষয়টি আইনগত। মার্কিন আইন অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে-এমন *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

'আমি ফুটবল খেলার জন্যই জন্ম নিয়েছি'- কিংবদন্তি ব্রাজিল তারকা পেলে

'ফুটবলের বাইরে আর কোনো খেলায় বিশ্বকে এক করা যায় না। এই একটি খেলার জন্য খুব কঠিন অবস্থা থেকে পেলের উঠে আসা শোনার মতো গল্প। আজ তার বিদায়ে আমি এবং আমার পরিবার গভীর শোকপ্রকাশ করছি।' -প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

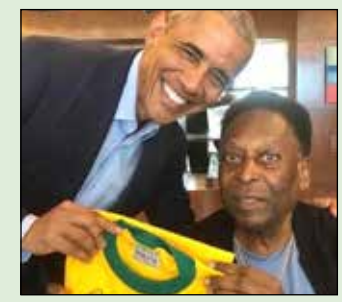

'ফুটবলে পেলে অন্যতম সেরা একজন। খেলাই যে বিশ্বের মানুষকে একসুতোয় বাঁধতে পারে তা তিনি বুঝেছিলেন।'- সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা

তিনি চলে গেছেন। কিন্তু তার সেই ফুটবল ম্যাজিক রয়ে গেছে। থাকবে আজীবন। পেলে তো চিরকালের - ব্রাজিল তারকা নেইমার

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যয় বিলে স্বাক্ষর বাইডেনের, ইউক্রেনকে আরো ৪৫ বিলিয়ন, মেডিকেইডে কাটছাঁট

সেন্ট ক্রয় ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ): প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক দশমিক সাত ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয়ের একটি বিলে স্বাক্ষর করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি এ বিলে স্বাক্ষর করেন।জানা গেছে, আগামী অর্থ বছরজুড়ে এ তহবিল থেকে মার্কিন সরকারের বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের অর্থের যোগান দেয়া হবে। বিশেষকরে এ তহবিলে ইউক্রেন যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আরেকটি বড় প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বিলে নিজের স্বাক্ষর করার একটি ছবি ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সেন্ট ক্রয়েক্সে নববর্ষের ছুটিতে থাকা বাইডেন টুইট করেছেন।

বাইডেন টুইটার বার্তায় বলেন, 'এ তহবিল থেকে চিকিৎসা গবেষণা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ এবং নরীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবেলার কর্মসূচির জন্য অর্থায়ন করা হবে। এ তহবিল থেকে ইউক্রেনকে বড় ধরনের সহায়তা (প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলার) করা হবে।' তবে আমেরিকানদের জন্য মেডিকেইড সহায়তায় ষ্টেটসমুহকে প্রদত্ত বরাদ্দে কাটছাঁট করা হয়েছে। যার ফলে আগামী ৩১ মার্চ এর পর ১৫ মিলিয়ন আমেরিকান নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা মেডিকেইড সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রায় সমানভাবে বিভক্ত কংগ্রেসে রিপাবলিকান সমর্থনে বিলটি পাস হয় এবং এর মধ্যদিয়ে বাইডেন তার মেয়াদের দ্বিতীয় বছরের অফিস শেষ করার সময় আরেকটি আইনসভা জয়ের লক্ষ্য অর্জন করলেন।

এ তহবিলে ইউক্রেনের জন্য জরুরি সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য ৪৫ বিলিয়ন ডলার রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এমন সহায়তায় কিয়েভ রাশিয়ার ব্যাপক আগ্রাসন মোকাবেলা করে চলেছে। এক্ষেত্রে মার্কিন সাহায্য বাড়ানোর আবেদন জানাতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই মাসের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন সফর করেন। সূত্র : এএফপি

বাসভর্তি অভিবাসীদের নামিয়ে দেওয়া হলো ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বাড়ির পাশে

ওয়াশিংটন ডিসি: টেক্সাস থেকে বাসভর্তি অভিবাসী ও শরণার্থীদের এনে ওয়াশিংটন ডিসিতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বাড়ির পাশে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় দিনে এই ঘটনা ঘটেছে। খবরে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপ রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক পদক্ষেপের একটি অংশ হতে পারে। যেমন, টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট অভিবাসী বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন ডেমোক্র্যাট প্রশাসনকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন। সামু ফার্স্ট রেসপন্স নামের ত্রাণ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাতিয়ানা লাবোরডে বলেছেন, প্রায় ১১০-১৩০জন অভিবাসী ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে বাসে তুলে দেন টেক্সাসের কর্মকর্তারা। পরে তাদের ওয়াশিংটনে হিমশীতল তাপমাত্রায় নামিয়ে দেওয়া হয়। লাবোরডে আরও বলেছেন, অভিবাসীদের এই ভ্রমণের বিষয়ে তাদেরকে অবগত করা হয়েছিল এবং শনিবার শেষ রাতে তাদের পৌঁছার অপেক্ষায় ছিলেন তারা। সেখানে অভিবাসীদের কম্বল দেওয়া হয়। এরপর তাদের শহরের একটি গির্জায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাপমাত্রা মাইনাস ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও অনেকের পরনে ছিল টি-শার্ট।

এই বিষয়ে টেক্সাসের গভর্নরের কার্যালয়ের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে গত সপ্তাহে

কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডিসি, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো ও ফিলাডেলফিয়াতে ১৫ হাজারের বেশি অভিবাসীকে পাঠানো হয়েছে।

টেক্সাসের গভর্নর অ্যাবোট ও অ্যারিজোনার গভর্নর ডগ ডুসে রিপাবলিকান গভর্নর। এই দুজন যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসীদের নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের পদক্ষেপের কট্টর সমালোচক। এই সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিদিন হাজারো মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছে। সীমান্তের উভয়পাশের কর্মকর্তারা অভিবাসীদের জন্য আশ্রয় ও সেবা দিতে জরুরি সহায়তা চেয়েছেন। অনেকেই রাস্তায় রাত কাটাচ্ছে। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র আব্দুল্লাহ হাসান বাসভর্তি অভিবাসীদের ওয়াশিংটন ডিসিতে নামিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে 'নির্মম, বিপজ্জনক ও লজ্জাজনক লোক দেখানো প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।লাবোরডে গত সপ্তাহে বলেছিলেন, নয়টি বাসে করে অভিবাসীদের ওয়াশিংটনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চীন থেকে আগতদের নেগেটিভকরোনা টেস্ট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ

ওয়াশিংটন ডিসি:চীনে প্রতিদিনই লাখ লাখ লোক নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হচ্ছেন। এমন বাস্তবতায় সতর্কতার অংশ হিসেবে আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে চীন, হংকং এবং ম্যাকাও থেকে আগত যাত্রীদের জন্য কোভিড পরীক্ষার প্রয়োজন হবে।

মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের জন্য বিমানে ওঠার দুই দিন আগে কোভিড পরীক্ষা করতে হবে। আর যারা ফ্লাইটের ১০ দিন আগে করোনায় পজেটিভ এসেছে, তাদের নেগেটিভ সনদের প্রয়োজন হবে।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, ওয়াশিংটন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাবে এবং প্রয়োজনে সমন্বয় করবে। পাশাপাশি করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত এবং স্বচ্ছ তথ্য সরবরাহ ব্যর্থ হওয়ার জন্য চীনকে অভিযুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রকৃত অর্থে চীনে দৈনিক কতজন মারা যাচ্ছেন এবং শনাক্ত হয়েছেন তার সংখ্যা প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে শি জিনপিং সরকার। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, চীনের হাসপাতালগুলো করোনা রোগীতে পরিপূর্ণ। অনেক বয়স্ক লোক মারা যাচ্ছেন।

যদিও পরিস্থিতিকে এতটা গুরুতর বলতে অস্বীকার করছে বেইজিং। এর জন্য বুধবার (২৮ ডিসেম্বর) পশ্চিমা দেশগুলো অভিযুক্ত করে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখপাত্র ওয়েনবিন বলেন, মূলত পশ্চিমা মিডিয়াগুলো পরিস্থিতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে বলে জানান তিনি।

এদিকে যুক্তরাজ্য এখনই কোনও কঠোর ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা ভাবছে না। তবে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে ইতালি, জাপান, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং ভারত।খবর বিবিস্থির

সম্পদে বেজোসকে টপকে গেলেন ওয়ারেন বাফেট

নিউ ইয়র্ক: সম্পদের দিক থেকে আমাজনের সাবেক প্রধান নির্বাহী জেফ বেজোসকে টপকে গেছেন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের প্রধান নির্বাহী ওয়ারেন বাফেট। বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের চতুর্থ শীর্ষ ধনী বিল গেটসের চেয়ে মাত্র ২ বিলিয়ন ব্যবধান রয়েছে তাঁর। বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ইলন মাস্কের সম্পদের পরিমাণ ১৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্যবসাবিষয়ক ওয়েবসাইট বিজনেস ইনসাইডারের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় বেজোসকে পেছনে ফেলার পর যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনীর তালিকা থেকে বিল গেটসে হঠানো এখন বাফেটের জন্য সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

গত ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ব্লুমবার্গ বিলয়নেয়ার সূচক অনুযায়ী, বাফেটের সম্পদ জেফ বেজোসের চেয়ে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি ছিল। বেজোসের মোট সম্পদের পরিমাণ ১০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ এ বছরের শুরুতে ইলন মাস্কের চেয়ে সম্পদের দিক থেকে ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পিছিয়ে ছিলেন বাফেট। এ সময় বেজেসের চেয়ে ৯০ বিলিয়ন ও গেটসের চেয়ে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পদ কম ছিল তাঁর। কিন্তু বছর না পেরোতেই তিনি বেজোসকে টপকে গেছেন এবং গেটস ও ইলন মাস্ককে ছুঁয়ে ফেলার কাছাকাছি চলে এসেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে বার্কশায়ারের শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে। শেয়ারের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় বাফেটের ৯৯ শতাংশ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে মাইক্রোসফটের শেয়ারের মূল্য কমেছে ৩০ শতাংশ আর আমাজনের প্রায় ৫০ শতাংশ। টেসলার শেয়ারের দাম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে গেছে। অন্যদিকে বার্কশায়ারের শেয়ারের দাম বেড়েছে ২ শতাংশ। এর মধ্যে আবার বাফেট ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাতব্য খাতে ব্যয় করেছেন। তা না হলে তাঁর সম্পদ আরও বাড়ত। ২০০৬ সাল থেকেই বাফেট দাতব্য কাজে সম্পদ দান করছেন। তিনি এখন পর্যন্ত তাঁর শেয়ারের ৫২ শতাংশ দান করেছেন। তাঁর শেয়ার দান না করলে এখন তাঁর সম্পদ দাঁড়াত ২২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বের শীর্ষ ধনী হতে পারতেন তিনি। তবে দান করা স্বত্বেও এখনো বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ ধনীর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে।

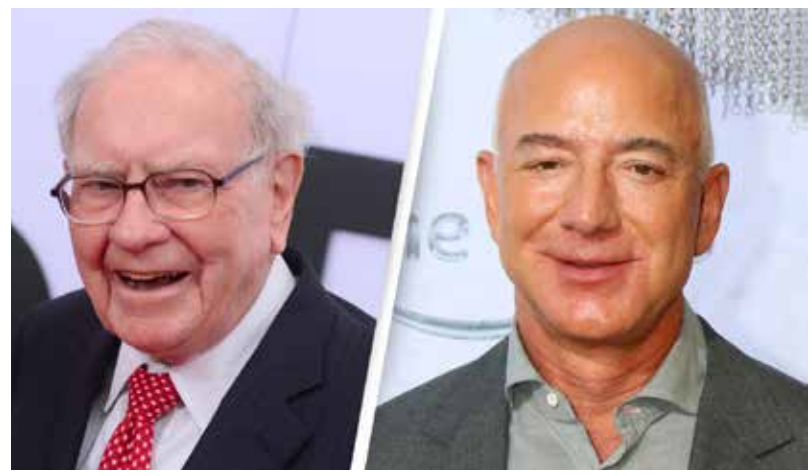

এখনও নিখোঁজ বহু মানুষ, বম্ব সাইক্লোনে বিধ্বস্ত যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু

নিউ ইয়র্ক: ভয়াবহ তুষারঝড় বম্ব সাইক্লোনে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২৩ ডিসেম্বর এই ঝড় আছড়ে পড়ে আমেরিকায়। দেখতে দেখতে কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও পরিস্থিতি ভয়াবহ। খোঁজ মেলেনি বহু মানুষের। এখনও অনেকেই আটকে রয়েছেন কোথাও। অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কাও রয়েছে। অন্তত ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার ঝড়ে বিধ্বস্ত বাফালোর রাস্তাগুলি গাড়ি চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছিল। তুষারঝড়ের কারণে গত কয়েক দিন এই সব রাস্তা ছিল একেবারেই অবরুদ্ধ। শহরের মেয়র বায়রন ব্রাউন এমনই ঘোষণা করেছেন।

একটি সাংবাদিক সম্মেলনে নিউ ইয়র্ক স্টেটের দ্বিতীয় জনবহুল শহরের মেয়র বলেন, 'বরফ সরানোর কাজে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরতলির বহু রাস্তা, গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে এবং নায়াগ্রা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর খুলে দেয়া হয়েছে।' বড়দিনের আগেই তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আমেরিকা ও কানাডার বিস্তীর্ণ এলাকা। বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও বরফের নীচে রয়েছে একাধিক অঞ্চল। প্রতিদিন তুষারপাতের ফলে ঘণ্টায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি বেড়ে যাচ্ছে জমে থাকা বরফের পরিমাণ। বাফেলোর গভর্নর কেথি হোচুল বলেছেন, 'পুরো এলাকা এখন যুদ্ধক্ষেত্রের মতো হয়ে গিয়েছে।'

ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন ১৮ লাখ মার্কিন নাগরিক। প্রায় দেড় লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। শোচনীয় অবস্থা আমেরিকার প্রতিবেশী কানাডাতেও। এক লক্ষের বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। ঝড়ের পরে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়েছে আমেরিকায়। হিমাঙ্কের ৪৩ ডিগ্রি নিচে নামতে পারে দেশের তাপমাত্রা, এমনটাই অনুমান স্থানীয় আবহবিদদের।

সব মিলিয়ে ১৯৭৭ সালের ঐতিহাসিক তুষারঝড়ের পর এমন বিপর্যয় আর দেখা যায়নি বলেই মত আবহাওয়াবিদদের। তবুও এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সম্ভাব্য সব রকম প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। সূত্র: এপি।

বরফ গললে আটকেপড়া গাড়িতে বহু লাশ পাওয়ার শঙ্কা, তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত আমেরিকায় মৃত বেড়ে ৬৫

পরিচয় ডেস্ক : উত্তর আমেরিকা জুড়ে বয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ে এ পর্যন্ত ৬৫ জন মারা গেছে এবং এর মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যেই ৩২ জন মারা গেছে। বেশিরভাগ মৃত্যু ঘটেছে বাফেলোতে। উত্তর আমেরিকা জুড়ে এ তুষার ঝড় শুরুর পর থেকে কয়েক হাজার মানুষ এখনো বিদ্যুৎহীন অবস্থায় আছে। বাফেলো শহরের কর্মকর্তারা বলছেন শহরটিতে গাড়ী চালনা বন্ধ রাখা হয়েছে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে মিলিটারি পুলিশ আনা হয়েছে। তুষার ঝড়ের কারণে দেয়া জরুরি অবস্থার মধ্যেই বেশ কিছু জায়গা থেকে লুটপাটের খবর পাওয়া গেছে।

এর আগে নিউইয়র্ক রাজ্যের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অনেক মানুষ দুদিনের বেশি সময় ধরে তাদের গাড়িতেই আটকে পড়েছিলেন তাদের জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঝড়ের মুখে পড়ার পর। আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, নিউ ইয়র্কে আরো প্রায় নয় ইঞ্চি তুষারপাত হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিউ ইয়র্ক রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সহায়তা দেয়ার জন্য একটি জরুরি ঘোষণা অনুমোদন করেছেন। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, 'যারা এ ছুটির মধ্যে প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা'।

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হচুল এ ঝড়কে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তুষার ঝড় বলে বর্ণনা করেছেন। বাফেলো হচ্ছে ক্যাথি হচুলের নিজের শহর। 'এখানকার অবস্থা এখন যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, রাস্তার ধারে যত গাড়ি আটকে পড়েছে, তা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়'। তিনি বলেন, অনেক জরুরি সেবা সংস্থার গাড়ি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছাতে পারেনি, অথবা নিজেরাই তুষারের মধ্যে আটকে পড়েছে। একটি স্থানীয় পরিবার, *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

পানি জমে 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ছবি ভাইরাল!

নিউ ইয়র্ক:ভয়ানক তুষারঝড়ে বরফ জমে থমকে আছে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের একাংশ। জমে যাওয়া নায়াগ্রার সেই ছবিই এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। বিপুল জলরাশি নিয়ে নিচে আছড়ে পড়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। কিন্তু গত কয়েক দিনের তুষারঝড়ে সেই গতি শ্লথ হয়ে গেছে।

তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় নায়াগ্রা নদীর পানি জমতে শুরু করেছে। পানির ওপর বরফের আস্তরণ পড়েছে। আর সেই বরফ নিয়েই নিচে আছড়ে পড়ছে নায়াগ্রা জলপ্রপাত। নায়াগ্রা জলপ্রপাত কখনওই পুরোপুরি জমে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন নায়াগ্রা পার্ক কর্তৃপক্ষ। কারণ এর বিশাল জলরাশি।

নায়াগ্রা ফলস নিউ ইয়র্ক স্টেট পার্কের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এই জলপ্রপাতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি সেকেন্ডে ৩,১৬০ টন পানি প্রবাহিত হয়। নদীতে বরফ জমে যাওয়ায় সেই গতি কিছুটা কমেছে।

১৯৬৪ সালের আগে বরফের কারণে নায়াগ্রার পানির গতি বাধাপ্রাপ্ত হত। কারণ নদীর উৎসই ঠান্ডায় জমে যেত। নদীর পানির গতি সচল রাখতে স্টিল আইস-বুম লাগানো হয়। যা বরফের চাঁই পানির ওপর জমতে দেয় না।

এ বছরে বম্ব সাইক্লোনে নায়াগ্রা জলপ্রপাত জমে গিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে দেখে মনে হতে পারে সেটি পুরোপুরি থমকে গেছে। কিন্তু আদৌ তা নয়। জলপ্রপ্রাতের উপরিভাগ জমে গেলেও তলে তলে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। এমনটাই জানাচ্ছে নায়াগ্রা পার্কের ওয়েবসাইট।

বম্ব সাইক্লোনে নিউইয়র্ক বিপর্যস্ত হলেও, এই পরিস্থিতিতে নায়াগ্রায় *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

অবশেষে জনসমসক্ষে প্রকাশ হলো ট্রাম্পের আয়কর প্রদানের তথ্য

ওয়াশিংটন ডিসি: ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নিয়ন্ত্রিত যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের একটি কমিটি দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছয় বছরের আয়কর প্রদানের তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার এসব নথি প্রকাশের ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলমান লড়াইয়ের অবসান হলো। এমন সময় এগুলো প্রকাশ হলো যখন আর মাত্র কয়েক দিন পর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে রিপাবলিকানরা।

২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ট্রাম্পের সংশোধিত আয়কর তথ্য প্রকাশ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে কয়েক বছরের লড়াইয়ের সমঝোতা হয় গত মাসে। ৭৬ বছর বয়সী ট্রাম্পের এজন্য এটি বড় আঘাত। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি পরিষদের দুইবার অভিশংসিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত সিনেটে খালাস পান। ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আগে এখন তিনি একাধিক আইনি বাধার মুখে পড়েছেন।

এই মাসের শুরুতে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটলে সহিংসতার ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটি ফেডারেল প্রসিকিউটরদের নির্দেশ দিয়েচে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চারটি ফৌজদারি অভিযোগ আনার জন্য। প্রতিনিধি পরিষদের হাউজ ওয়েইজ ও মিনস কমিটির চেয়ারম্যান রিচার্ড নিল ২০১৯ সালে ট্রাম্পের আয়কর প্রদানের তথ্য চেয়েছিলেন। তিনি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ন্যাটো দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি দ্বিগুণ, নেপথ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ

ওয়াশিংটন ডিসি: ইউক্রেনে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোতে অস্ত্র বিক্রি দ্বিগুন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১ সালে ন্যাটো দেশগুলোতে যে পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি অনুমোদন করা হয়েছিল, ২০২২ সালে তা প্রায় দুই গুণ হয়ে গেছে। ২০২১ সালে মোট ১৪টি বড় পর্যায়ের অস্ত্র বিক্রির চুক্তি সম্পন্ন করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মূল্য ছিল ১৫.৫ বিলিয়ন ডলার। তবে ২০২২ সালে সেটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ বিলিয়ন ডলারে। এরমধ্যে আছে ফিনল্যান্ডের কাছে ১.২৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রিও। ফিনল্যান্ড রুশ সীমান্তবর্তী একটি দেশ এবং ন্যাটোর সম্ভাব্য নতুন সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ম্যাগাজিন ফরেন পলিসিতে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবেই ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে প্রধান অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র। ২০২২ সালেও *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশকে চাপে রাখতে সীমান্ত হত্যা?

ঢাকা : বছর শেষে সীমান্তে আরো দুই বাংলাদেশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএএসএফের গুলিতে নিহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে ডিসেম্বরেই সীমান্তে তিন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হলেন।আর এই বছরে মোট বিএসএফের হাতে ১৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হলেন।

বিশ্লেষক ও মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন,চবাংলাদেশকে চাপে রাখতেই বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করছে বিএসএফ। এখানে টাকার ভাগবাটোয়ার বিষয় আছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এর তেমন কোনো প্রতিবাদ জানানো হয় না।"

বৃহস্পতিবার ভোরে লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা সীমান্তে যে দুই বাংলাদেশি নাগরিক বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন তারা হলেন সাদিক হোসেন(২৩) এবং মংলু (৪০)। এই ঘটনায় আরো দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। বুধবার রাতে কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় বিএসএফ গুলি করলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। তারা গরু আনার জন্য সীমান্তের ওপারে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

চলতি মাসেই ১০ ডিসেম্বর যশোরের বেনাপোল সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশি নাগরিক শাহিনুর রহমান শাহিনকে(২৮) গুলি করে গুরুতর আহত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ। ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই দিন পর মারা গেলেও প্রথমে তার লাশ ফেরত দেওয়া হয়নি। তার পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে আবেদন করলে ২২ ডিসেম্বর লাশ ফেরত দেয়া হয়।

সীমান্ত হত্যা কমছে না: বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসেবে চলতি বছরের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সীমান্তে বিএসএফের হাতে মোট ১৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশই গুলিতে নিহত হন। বাকিদের নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। এই সময়ে অপহরণ করা হয়েছে আটজনকে। আহত

হয়েছেন ১৫ জন। জানুয়ারি মাসে নিহত হয়েছেন একজন, ফেব্রুয়ারিতে এক, মার্চে দুই, জুনে এক, জুলাইয়ে এক, সেপ্টেম্বরে দুই, অক্টোবরে দুই, নভেম্বরে দুই এবং ডিসেম্বরে তিনজন নিহত হয়েছেন।

২০১৭ সাল থেকে এপর্যন্ত ছয় বছরে সীমান্তে মোট ১৬৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে আহত হয়েছেন ১৪০ জন । অপহৃত হয়েছেন ১১৯ জন। এর মধ্যে ২০২১ সালে হত্যা করা হয় ১৯ জনকে। ২০২০ সালে হত্যা করা হয় ৪৯ জনকে। ২০১৯ সালে ৪৩ জনকে হত্যা করা হয়। ২০১৮ সালে হত্যা করা হয় ১৪ জনকে। ২০১৭ সালে ২৪ জনকে হত্যা করা হয়।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না ভারত: ভারত সব সময়েই দাবি করে আসছে সীমান্তে যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তারা অপরাধী। তার গরু চোরাচালানিসহ নান ধরনের পাচার ও অবৈধ কর্মকান্ডে যুক্ত। কিন্তু দুই দেশ অনেক আগেই সীমান্তে মারনাস্ত্র (লেথাল ওয়েপন) ব্যবহার না করার কথা বলে আসছে। কিন্তু সীমান্তে বিএসএফের হাতে হত্যার শিকার ৯০ ভাগই গুলিতে নিহত হয়েছেন। সীমান্ত হত্যা শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিও তারা দিয়েছে বারবার। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতিই রাখছে না তারা।

গত জুলাইয়ে ঢাকায় সীমান্ত সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে দুই দেশ একমত হওয়ার পরেও এপর্যন্ত নয় জন বাংলাদেশি বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

ওই সম্মেলনে বিএসএফ মহাপরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং দাবি করেন, "সীমান্ত এলাকায় সব গুলির ঘটনাই রাতে ঘটে এবং যেসব হতাহতের ঘটনা ঘটে তারা সবাই অপরাধী।"

বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি প্রধান মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ অবশ্য তখন বলেন, "বৈঠকে বাংলাদেশ সীমান্ত হত্যা শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে জোর দিয়েছে। বিএসএফ এনিয়ে এক যোগে কাজ করতে রাজি।"

সীমান্ত হত্যার নেপথ্যে কী? ভারতের মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের (মাসুম) সচিব কিরীটি রায় ডয়চে ভেলেকে বলেন, "দুই মাস আগেও বলা হয়েছে সীমান্ত হত্যা কমানো হবে। কিন্তু কমছে না। ভারতের সরকার বলছে বিএসএফ তাদের কথা শুনছে না। এটা কীভাবে সম্ভব!"

তার কথা,চএই সীমান্ত হত্যার পিছনে যে গল্প ফাঁদা হয় তাও ঠিক না। তারা বলে সীমান্ত দিয়ে গরু চোরাচালান হয়। চোরাচালনিদের হত্যা করা হয়। মনে হয় যেন সীমান্তে গরু জন্ম নেয় আর তা বাংলাদেশে পাচার করা হয়। বাস্তবে এইসব গরু আনা হয় ভারতের অভ্যন্তরে দুই-আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে। গরুগুলো হাঁটিয়ে, ট্রাক, ট্রেনে করে আনা হয়। তখন কেউ দেখে না! তারা আটকায় না। কারণ তারা ভাগ পায়। এখানে আসল কথা হলো দুর্নীতি, ভাগ-বাটোয়ারার মাধ্যমে সব করা হয়। যখন ভাগ-বাটোয়ারায় মেলেনা তখন বিএসএফ হত্যা করে।"

তিনি বলেন, "বাংলাদেশও এটা নিয়ে কিছু বলে না। কোনো জোরালো প্রতিবাদ করেনা। তারা জো হুজুর জি হুজুর করে। এভাবে করলে তো পরিস্থিতির কোনো *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মতিউর রহমান চৌধুরীসহ ১০ সাংবাদিককে বিএসপিএ'র সম্মাননা

ঢাকা: 'সাংবাদিকতা আমার পেশা। ফুটবল নেশা। ক্রিকেটেও ভালোবাসার কমতি নেই'- এমন উক্তি বাংলাদেশের সব্যসাচী সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীর। ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস এসোসিয়েশনের (বিএসপিএ) বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হয়ে প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। গত ৩০ নভেম্বর নগরীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে দৈনিক মানবজমিন-এর প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখকদের প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস এসোসিয়েশনের (বিএসপিএ) ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এ অনুষ্ঠানের। সংগঠনের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসের দশ সেরা ক্রীড়াবিদকে পুরস্কৃত করা হয়। একই সঙ্গে দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দশ ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখককে হীরক জয়ন্তী সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল। দেশের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- এআইপিএস এশিয়ার সভাপতি হি-দং-জং এবং বসুন্ধরা কিংস ক্লাবের সভাপতি জনাব ইমরুল হাসান।

পুরস্কৃত ক্রীড়াবিদরা হলেন- সাবেক ফুটবলার কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ও প্রয়াত ফুটবলার মোনেম মুন্না, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা ও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান, দক্ষিণ এশিয়ার দুইবারের দ্রুততম মানব শাহ আলম, ৮৫ এসএ গেমস সাঁতারে পাঁচটি সোনাজয়ী মোশাররফ হোসেন খান, এশিয়াডে পদকজয়ী বক্সার মোশাররফ হোসেন, দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ, কমনওয়েলথ গেমস ও সাফের সোনাজয়ী শুটার আসিফ হোসেন খান এবং দু'টি এশিয়ান ট্যুরজয়ী গলফার সিদ্দিকুর রহমান।

ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দশ ক্রীড়া সংবাদিক ও লেখককে হীরক জয়ন্তী সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন- প্রয়াত আব্দুল হামিদ, প্রয়াত তওফিক আজিজ খান, প্রয়াত বদি-উজ্-জামান, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, আব্দুল তৌহিদ, প্রয়াত আতাউল হক মল্লিক, মতিউর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মির্জা ফখরুলের মুক্তি দাবি করা বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিজীবী বললেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মুক্তির দাবিতে যেসব বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দিয়েছেন তাদেরকে বিবৃতিজীবী আখ্যায়িত করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। একইসাথে তিনি মন্তব্য করেছেন, মহাসচিবের মুক্তির জন্য বিএনপি বুদ্ধিজীবী নামিয়েছে।

গত ৩০ ডিসেম্বরশুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শ্যামলী স্কয়ার প্রাঙ্গণে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপি-জামায়াতের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ও অপপ্রচারের প্রতিবাদে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

গত ১০ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে ৭ ডিসেম্বর নয়াপল্টনে দলটির নেতা-কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিএনপি কার্যালয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। সেদিন মধ্যরাতে উত্তরার বাসা থেকে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যায় দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে। পরের দিন তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৯ ডিসেম্বর) প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ ৬০ বিশিষ্ট নাগরিক ফখরুলের মুক্তি চেয়ে বিবৃতি প্রদান করেন।

ওই বিবৃতির সূত্র ধরে 'বিএনপি বুদ্ধিজীবী নামিয়েছে' দাবি করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'ফখরুলের মুক্তি চায়। ভালো। ফখরুল তাদের বন্ধু। তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি অসুস্থ আমরা জানি না।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এই বুদ্ধিজীবীরা এই বিশিষ্টজনেরা এই বাংলায় যখন ১৫ আগস্টে জাতির পিতার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পাঁচ বছরে সৌদিতে আত্মহত্যা করেছেন ৫০ বাংলাদেশী নারীকর্মী - রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

ঢাকা: গত পাঁচ বছরে (২০১৭-২০২১) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৫ হাজার ৩৬৮ বাংলাদেশি অভিবাসী মারা গেছেন। তাদের মধ্যে শুধু সৌদি আরবেই আত্মহত্যা করেছেন ৫০ নারী অভিবাসী।

বৃহস্পতিবার (২৯ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। সংস্থাটি জানায়, গত পাঁচ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৫ হাজার ৩৬৮ বাংলাদেশি অভিবাসী নারী-পুরুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে শুধু কর্মী নেওয়া দেশগুলো থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৫৪৮ নারীকর্মীর মরদেহ। শুধু সৌদি আরবে আত্মহত্যা করেছেন ৫০ নারী অভিবাসী। যাদের গড় বয়স ৩৩ বছর। এছাড়া মৃত্যুসনদ অনুযায়ী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৪ নারী অভিবাসী। যাদের গড় বয়স ৩৭ বছর।

'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২২ : সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরেন রামরুর ফাউন্ডিং চেয়ার ড. তাসনীম সিদ্দিকী।

সংস্থাটির ভাষ্য, বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা মরদেহের সঙ্গে আসা মৃত্যুসনদে অনেক সময় অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর কারণগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। বাংলাদেশসহ কর্মী পাঠানো অন্য দেশগুলোর সরকারদের বিদেশে সন্দেহজনক অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী অভিবাসীর মৃতদেহ পুনরায় ময়নাতদন্ত, সময় মতো অভিযোগ জানানো এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আইনি সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

রামরু বলছে, চলতি বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষ অভিবাসন প্রবাহ যে মাত্রায় বেড়েছে সে মাত্রায় নারী অভিবাসন বাড়েনি। এ বছর মোট আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মাত্র ১০ শতাংশ নারী। তবে, চলতি বছরের নভেম্বর *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর ‘ক্রসফায়ার’ কমেছে শতকরা ৯৪ ভাগ

ঢাকা : গত বছরের ডিসেম্বরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর এক বছরে বাংলাদেশে ‘ক্রসফায়ারের’ ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। চলতি বছরের ১২ মাসে তিনটি ক্রসফয়ারের ঘটনা ঘটেছে বলে মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। এর আগের বছর ২০২১ সালে ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হন ৫১ জন। চলতি বছরের সঙ্গে গত বছরের তুলনা করলে ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধে’র ঘটনা শতকরা ৯৪ ভাগ কমে গেছে।

অবশ্য চলতি বছরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে মোট ১৮ জন মারা গেছেন। ‘ক্রসফায়ার’ এর তিনজন বাদে বাকি ১৫ জন নির্যাতনসহ আরো কয়েকটি কারণে মারা গেছে বলে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানায়। আর যারা মারা গেছেন তারা সবাই র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন বলে জনানো হয়েছে। এই তিনজনের মধ্যে দুইজন গ্রেপ্তারের আগে এবং একজন গ্রেপ্তারের পরে নিহত হন।

নিষেধাজ্ঞার আগে-পরে : গত বছরের (২০২১) ১০ ডিসেম্বর পুলিশ ও র‍্যাবের সাত শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞারচার মাস পর চলতি বছরে প্রথম ‘ক্রসফায়ার’এর ঘটনা ঘটে। গত ১৭ এপ্রিল রাতে কুমিল্লার সদর আদর্শ উপজেলার গোলাবাড়ি এলাকায় র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে রাজু নামে একজন নিহত হন। তিনি সাংবাদিক মহিউদ্দিন সরকার নাঈম হত্যার আসামি।

মহিউদ্দিন সরকারকে গত ১৩ এপ্রিল রাত ১০টার দিকে ডেকে নিয়ে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার সীমান্ত এলাকায় দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করে।

এরপর গত ১৯ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে কক্সবাজারের টেকনাফে র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ মোহাম্মদ মুবিন নামে একজন ‘মাদক কারবারি’ নিহত হন। র‍্যাবের দাবি, নিহত যুবক একজন মাদক কারবারি। ঘটনাস্থল থেকে দুই লাখ ২০ হাজার ইয়াবা, একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও চারটি গুলি উদ্ধার করা হয়। আর গত ১০ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার চনপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্রে র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ শাহীন মিয়া ওরফে সিটি শাহীন নামে এক ‘‘তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী’’ নিহত হন। ওই দিন দুপুরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর বিকেলে ঢাকার মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আসক বলছে, ২০২১ সালে ‘ক্রসফায়ারে’ মোট নিহত হন ৫১ জন। তাদের মধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ ৩০জন নিহত হন। তাদের ২৮ জন নিহত হন গ্রেপ্তারের আগে এবং দুই জন গ্রেপ্তারের পরে। পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ মারা যান পাঁচজন। এরা সবাই গ্রেপ্তারের আগে নিহত হন। ডিবির সঙ্গে চার জন। তিনজন গ্রেপ্তারের আগে এবং একজন গ্রেপ্তারের পরে। বিজিবির সঙ্গে ১২ জন। এরা সবাই গ্রেপ্তারের আগে নিহত হন।

২০২০ সালে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মোট ১৮৮ জন নিহত হন। তাদের মধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হন ৬০ জন। পুলিশের সঙ্গে ৯০ জন। ডিবির সঙ্গে ১৩ জন এবং বিজিবির সঙ্গে ২৫ জন। ২০১৯ সালে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ মোট নিহত হন ৩৫৬ জন। তাদের মধ্যে র‍্যাবের সঙ্গে ১০১ জন, পুলিশের সঙ্গে ১৭২ জন, ডিবির সঙ্গে ৩০ জন, যৌথ অভিযানে একজন, কোস্ট গার্ডের সঙ্গে একজন এবং বিজিবির সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে ৫১ জন নিহত হন। কিন্তু চলতি বছরে র‍্যাব ছাড়া অন্য কোনো বাহিনীর সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ কেউ মারা যাননি।

‘ক্রসফায়ার’ কমার নেপথ্যে কী? মানবাধিকার কর্মী এবং আইন ও সালিস কেন্দ্রের (আসক) সাধারণ সম্পাদক নূর খান মনে করেন, ‘‘গত ডিসেম্বরে র‍্যাব ও র‍্যাবের যারা পরে পুলিশে কর্মরত ছিলেন তাদের কয়েকজনের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কারণে ক্রসফায়ার বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এটা এক বছরে তিন জন বলা হলেও চার বা পাঁচজনও হতে পারে। সেটা হলেও অনেক কমে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো আমরা মানবাধিকার কর্মীরা যখন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই তখন তা আমলে নেয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত যেতে হলো। এটা আমাদের নিজেদেরই বন্ধ করা উচিত ছিলো। তা না করে বিদেশি চাপে করা হলো।’’

তার কথা, ‘‘শুধু ক্রসফায়ার নয়। গুম, অপহরণসহ আরো যেসব অপরাধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জড়িয়ে পড়েছিলো তাও কমে আসছে। কেউ নিখোঁজ হলে ছয়-সাত দিনের মধ্যেই তাকে আবার পাওয়া যাচ্ছে।’’

তবে তিনি মনে করেন, ‘‘আইনশৃঙ্খলা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপ চায় না বাংলাদেশ

- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো দেশের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। গত সোমবার (২৬ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, তারা তাদের বক্তব্য দেবেন প্রসিডিউর আছে বা রুলস অব এনগেজমেন্ট অনুযায়ী। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী। কোনো বিষয়ে কোনো ইস্যু থাকে অবশ্যই তা তারা আমাদের জানাবেন। বন্ধু রাষ্ট্রগুলো কোনো প্রস্তাব দিলে আমরা তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি। তিনি আরো বলেন, ‘আমাদের দেশ পরিপক্ব। আমাদের সার্বভৌমত্ব আছে। আমরা স্বাধীন দেশ। তার এই বার্তা সব দেশের জন্য কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ যেই হোক না কেন?

মোমেন বলেন, এদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বিচার বিভাগ এসব নিয়ে মাতব্বরি করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আমরা একমাত্র দেশ পৃথিবীর মধ্যে যে দেশের প্রায় ত্রিশ লাখ লোক রক্ত দিয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য, বিচারের জন্যে, মানবাধিকার রক্ষার জন্য, মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য। আমাদের মজ্জার মধ্যে, প্রতিটি রক্তের কণিকায় মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বদ্ধপরিকর।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি চাই না রাশিয়ান, আমেরিকান কোনো দেশে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা ঘামাক। ঢাকা মেট্রো রেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মোমেন বলেন, হলি আর্টিজান হামলায় জাপানি নাগরিকসহ ২০ জনের বেশি বিদেশী নাগরিক নিহত হওয়া সত্ত্বেও জাপানের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তার জন্য সরকার কৃতজ্ঞ। সূত্র : ইউএনবি

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ছুটলো ঢাকার মেট্রোরেল

ঢাকা: আনুষ্ঠানিকভাবে মেট্রোরেলের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর এক সুধী সমাবেশে অংশ নিয়ে বক্তব্য দেন তিনি। পরে প্রথম যাত্রী হিসেবে সঙ্গীদের নিয়ে মেট্রোযাত্রা শুরু করেন।

গত বুধবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে টিকিট কেটে মন্ত্রী, সচিব, জাইকা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মেট্রোযাত্রা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী।

এবার মেট্রোরেলের জন্য অপেক্ষা চট্টগ্রামে

চট্টগ্রাম: রাজধানী ঢাকায় বহু প্রত্যাশিত মেট্রোরেল উদ্বোধনের পর বন্দরনগরী চট্টগ্রামেও মেট্রোরেল নির্মাণ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ শহরে আধুনিক গণপরিবহনব্যবস্থা বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মেট্রোরেল করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৪ জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। এছাড়া গত ৪ ডিসেম্বর নগরীর পলোগ্রাউন্ড ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায়ও প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের মেট্রোরেল নির্মাণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার জন্য ট্রান্সপোর্ট মাস্টার প্ল্যানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এজন্য ‘ট্রান্সপোর্ট মাস্টারপ্ল্যান অ্যান্ড প্রিলিমিনারি ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর আরবান মেট্রোরেল ট্রানজিট কন্সট্রাকশন অব চিটাগাং মেট্রোপলিটন এরিয়া’ শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে একনেকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ নভেম্বর মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ৭০ কোটি ৬৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে একনেক। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ১৩ কোটি ৬৩ লাখ টাকা এবং প্রকল্প সহায়তা থেকে ৫৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ গত ৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে মেট্রোরেলসংক্রান্ত এক মতবিনিময় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মেট্রোরেল উদ্বোধনের জন্য বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিনন্দন

ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস দেশের প্রথম মেট্রোরেল উদ্বোধনের জন্য বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছে।নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে মিশন বলেছে, ‘আমরা মরিয়ম আফিজাসহ ছয় নারী মেট্রোরেল অপারেটরের উদ্দেশে একটি বিশেষ ধ্বনিসহকারে সাধুবাদ দিতে চাই।’ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ছয় মাসের মধ্যেই, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে আরেক মাইলফলক স্থাপন করে, আজ দেশের প্রথম এলিভেটেড মেট্রোরেল উদ্বোধন করেছেন। তিনি শহরের দিয়াবাড়িতে মেট্রোরেল প্রকল্পের ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬-এর ‘দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও’ পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার অংশের ফলক উন্মোচন করেছেন।

‘রাজনৈতিক সহনশীলতা আশা করতে পারি, ভরসা পাই না’- অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল চালুর মধ্য দিয়ে বিদায়ী বছরে বড় দু’টি প্রকল্প দৃশ্যমান হয়েছে। রাজনৈতিক সহনশীলতার মধ্যে বছরের শেষে এসে হঠাৎ করে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে রাজনৈতিক অঙ্গন।

আর এক বছর পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সবকিছু মিলিয়ে বিদায়ী বছরটি কীভাবে পর করলাম, আর নতুন বছরে প্রত্যাশাই বা কী? এসব নিয়ে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

প্রশ্ন : বিদায়ী বছরটি থেকে আমরা নতুন কী অর্জন করেছি?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বিদায়ী বছরে দু’টি জিনিস হয়েছে, এক. পদ্মা ব্রিজের উদ্বোধন হলো। আর দুই. মেট্রোরেল চালু। এছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনটা তপ্ত হল। বিরোধী দল হিসেবে বিএনপির একটা আত্মপ্রকাশ দেখলাম। বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, যানবাহনের খরচ বেড়েছে এগুলো ঘটেছে।

প্রশ্ন : বিদায়ী বছরে সামাজিক কোন পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করেছেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : সামাজিক পরিবর্তন তো হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। কিন্তু যেটা আমি বুঝতে পারছি, এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা খুব বিপদে পড়েছে। মানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে গেছে। আরেকটা অংশ কোনমতে টিকে আছে কষ্ট করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা অনেক কষ্টে আছে। আর গরীব মানুষের যে কী হাল সেটা আমরা ধরতেও পারছি না। গরীব মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের যে যোগাযোগ সেটা অনেক কমে গেছে। সামাজিকভাবে মেরুকরণ ঘটছে। এটা আগেও ছিল কিন্তু সেটা বিদায়ী বছর অনেকটা বেড়েছে।

সামাজিক পরিবর্তন তো হঠাৎ করে চোখে পড়ে না। কিন্তু যেটা আমি বুঝতে পারছি, এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা খুব বিপদে পড়েছে। মানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে গেছে। আরেকটা অংশ কোনমতে টিকে আছে কষ্ট করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা অনেক কষ্টে আছে। আর গরীব মানুষের যে কী হাল সেটা আমরা ধরতেও পারছি না। গরীব মানুষের সঙ্গে মধ্যবিত্তের যে যোগাযোগ সেটা অনেক কমে গেছে। সামাজিকভাবে মেরুকরণ ঘটছে। এটা আগেও ছিল কিন্তু সেটা বিদায়ী বছর অনেকটা বেড়েছে।

প্রশ্ন : সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা ছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বিশ্ব মন্দায় বাংলাদেশও পড়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ খুব একটা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পড়েনি। এর মূল কারণ হচ্ছে এখানকার যে মেহনতি মানুষের শ্রম। তারা এর মধ্যেও বিদেশে গেছে, বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠিয়েছে। তারা গার্মেন্ট খাতটাকে চালু রেখেছে, শুধু চালু রাখেনি, ভালোভাবেই চালু রেখেছে। মেহনতি মানুষের শ্রমের জন্যই কোন বড় বিপর্যয় ঘটেনি। কিন্তু মানুষের জন্য যেটা হয়েছে, দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়েছে। সমস্ত কিছুরই দাম বেড়েছে। চিকিৎসার দাম অনেক বেড়ে গেছে। ওষুধের দাম বেড়েছে। শুধু বিপর্যয় হয়নি মেহনতি মানুষের শ্রমের জন্য।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক কোন পরিবর্তন কী আপনি লক্ষ্য করেছেন? ইতিবাচক বা নেতিবাচক?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ইতিবাচক একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, বিরোধী দল তাদের কর্মসূচি পালন করতে পারবে। তার মধ্যেও তাদের উপর নানান ধরনের চাপ ছিল। পরিবহন ধর্মঘট হয়েছে। পরে দেখা গেল, সরকারের দিক থেকে সহনশীলতাটা কমে গেছে। যেটা আশা করা গেছিল, যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা উন্নত হবে সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না।

প্রশ্ন : বিদায়ী বছরে আমাদের ব্যর্থতা কী ছিল?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : মূল ব্যর্থতা ছিল, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। দ্রব্যমূল্যটা মানুষকে খুবই বিপন্ন করেছে বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন : শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা এগুতে পেরেছি, নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা মোটেই এগুতে পারিনি। অনেক ছেলে মেয়ে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারিনি। আবার যে ফল প্রকাশ হয়েছে সেটা দেখেও বোঝা যাচ্ছে না যে, শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা এগুতে পারিনি।

প্রশ্ন : পরের বছরই তো জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনি সংস্কৃতিতে কি কোনো পরিবর্তন আপনি আশা করেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আমরা সবসময় আশা করি। আমি নিজেও আশা করি পরিবর্তন হবে। কিন্তু কোন ভরসা করতে পারি না। আশা করতে পারি পরিবর্তন হবে, রাজনীতিতে সহনশীলতা আসবে এবং সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নির্বাচন হবে। কিন্তু সেটা ভরসা করতে পারি না। যারাই ক্ষমতায় থাকে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। পরাজয় মানতে চায় না। পরাজয় হতে পারে সেই সম্ভাবনাটাও কেউ মানতে চায় না। এটা না মানলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রটাও কাজ করে না। নির্বাচন তো গণতন্ত্রের একটা অংশ মাত্র। নির্বাচনটা কাজ করে না তখন যখন ক্ষমতাসীনরা মনে করে ক্ষমতায় থাকতেই হবে।

প্রশ্ন : নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যে কূটনীতিকদের কিছু তৎপরতা আমরা দেখছি, এই তৎপরতাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : এই তৎপরতা তো ভেতরের দূর্বলতার কারণেই। কূটনীতিকরা তো সব সময়ই প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে তাদের নিজেদের স্বার্থে। তারা পরছে বা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে, ভেতরে যে রাজনীতি চলছে সেটা তাদের প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। সেই সুযোগটা তারা নিচ্ছে নিজেদের স্বার্থে। বাংলাদেশের স্বার্থে না।

প্রশ্ন : আমাদের মূল্যবোধের যে অবক্ষয় হচ্ছে, নতুন বছরে এ থেকে বের হওয়ার কোন পথ আপনি দেখেন কিনা?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আমাদের যে নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে সেটা অর্থনৈতিক কারণে। এর মূল কারণটা অর্থনৈতিক। এটা থেকে বের হয়ে আসতে হলে, যে ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি উন্নয়নের এই ধারাটা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না। এই ধারাতে যত উন্নতি হবে, ততই বৈষম্য বাড়াবে। উন্নয়নের এই ধারাকে পরিত্যাগ করে, যে উন্নয়নের ধারাটা সার্বজনীন হয়, উন্নয়ন যাতে সবার কাছে পৌঁছায় সেই চেষ্টা করা দরকার। এই চেষ্টাটাই আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : আমরা যে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে দেখছি, সেটা কি উন্নয়নের ধারা?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বড় বড় যে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে সেটাকে উন্নয়ন বলা যাবে না। দৃশ্যমান এগুলো দেখে মনে হয় উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের ফলটা তো পাওয়া যায় না। যেমন পদ্মা ব্রিজ চালু হল, এতে তো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলো না। রাজধানী থেকে যে লোক বাইরে যাবে তা নয়, বরং বাইরের লোকই ঢাকায় বেশি করে আসছে। যে কারণে উন্নয়নটা মানুষের উপকারে লাগানোর জন্য যে ধরনের দুরদৃষ্টি দরকার সেটার অভাব দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন : নতুন বছরে আপনার প্রত্যাশা কী হবে?

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : একটা হল, রাজনীতিতে যেন সহিংসতা না বাড়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেন সহনশীলতা দেখা দেয়। রাজনীতি হল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। সেখানে যদি সহনশীলতা দেখা দেয় সেটা আমাদের জন্য সুখকর হবে। এই সহনশীলতা সৃষ্টির জন্য উদ্যোগটা কিন্তু সরকারকেই নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে যাতে সহনশীলতা বাড়ে। যাতে সবার বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ ঘটে। যেসব রাজনৈতিক দল আছে তারা যেন প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারে এবং তাদের যেন সেই সুযোগ থাকে। -সমীর কুমার দে, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

নতুন বছর বয়ে আনুক
অফুরান আনন্দ, শান্তি এবং সাফল্য

সকল গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু, কমিউনিটি লিডার
ও ইলেক্টেড অফিসিয়ালদের জানাই
নতুন বছরের শুভেচ্ছা

মোঃ খলিলুর রহমান
সিইও, খলিল'স ফুড

Happy New Year

Khalil Biryani House

BRONX
1457 UNIONPORT RD,
THE BRONX, NY 10462, UNITED STATES

JAMAICA
167-20 HILLSIDE AVENUE,
QUEENS, NY 11432, UNITED STATES

Khalil Halal Chinese

BRONX
2062 MCGRAW AVE,
THE BRONX, NY 10462, UNITED STATES

Khalil Catering

khalilsfood.com
সুস্বাদু খাবার | স্বাস্থ্যসম্মত খাবার | সার্টিফাইড শেফ

DINE IN | DELIVERY | CATERING
+1 646-763-5073

এক বছরে বাংলাদেশের রিজার্ভ কমেছে ১১৯৬ কোটি ৩৩ লাখ ডলার

ঢাকা: ডলার সংকটে টালমাটাল অবস্থা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। রপ্তানি আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে রেমিট্যান্স। এতে আরও বেশি চাপ পড়েছে রিজার্ভে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, বুধবার (২৮শে ডিসেম্বর) দিন শেষে রিজার্ভ দাড়িয়েছে প্রায় ৩৩.৩৮ বিলিয়ন (৩ হাজার ৩৮৩ কোটি ৮৯ লাখ) ডলার। এক বছর আগের একই দিনে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৫.৮০ বিলিয়ন (৪ হাজার ৫৮০ কোটি ২২ লাখ) ডলার। অর্থাৎ এক বছরে রিজার্ভ কমেছে প্রায় ১১.৯৬ বিলিয়ন (১ হাজার ১৯৬ কোটি ৩৩ লাখ) ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন মাস শেষেও দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় ৪১.৮২ বিলিয়ন (৪ হাজার ১৮২ কোটি ৬৭ লাখ) ডলার। গত বুধবার (২৮শে ডিসেম্বর) দিন শেষে রিজার্ভ দাড়িয়েছে প্রায় ৩৩.৮৩ বিলিয়ন (৩ হাজার ৩৮৩ কোটি ৮৯ লাখ) ডলার। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এই ছয় মাসে রিজার্ভ কমেছে প্রায় ৭.৯৮ বিলিয়ন (৭৯৮ কোটি ৭৭ লাখ) ডলার।

জানা গেছে, চলতি বছরের শুরু থেকেই দেশে ব্যাপকহারে ডলার সংকট দেখা দেয়। চাপ সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের আমদানি দায় পরিশোধে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করা হয় প্রায় ৬.০৫ বিলিয়রন (৬০৫ কোটি) ডলার। এর আগে ২০২১-২২ অর্থবছরে রেকর্ড প্রায় ৭.৬২ বিলিয়ন (৭৬২ কোটি ১৭ লাখ) ডলার বিক্রি করেছিল আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে রির্জাভের হিসাব পদ্ধতিতে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলসহ কয়েকটি তহবিলে বিনিয়োগ করা প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার বাদ দিতে হবে। এটি বাদ দিলে রিজার্ভ প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের আশেপাশে থাকবে। যা দিয়ে বর্তমানে চার মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। অর্থাৎ খরচ করার মতো এখন প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের আশে পাশে রিজার্ভ রয়েছে।

সূত্র জানায়, ডলার সংকট প্রকট আকার ধারণ করলে আমদানি ব্যয় কমানোয় মনযোগী হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এ লক্ষ্যে মোটরকার, হোম অ্যাপ্লায়েন্স হিসেবে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আমদানি ঋণপত্র (এলসি) খোলার ক্ষেত্রে নূনতম ৭৫ শতাংশ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে অতি জরুরি পণ্য ছাড়া অন্য সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নগদ মার্জিন সংরক্ষণ করতে বলা হয়।

আমদানির চেয়ে রপ্তানি আয় কম হওয়ায় চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের শুরু থেকে বড় অঙ্কের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। গত অক্টোবর মাস নিয়ে টানা চার মাস বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়তে হয় দেশকে। অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) মোট বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯.৫৮ বিলিয়ন (৯৫৮ কোটি ৭০ লাখ) ডলার। এ ছাড়া অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই ও আগস্ট) টানা প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে। এর পরের মাস সেপ্টেম্বর থেকে টানা তিন মাস প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলারের ঘরে আসে রেমিট্যান্স। সবশেষ সদস্য বিদায়ী নভেম্বর মাসে রেমিট্যান্সন এসেছে প্রায় ১.৫৯ বিলিয়ন (১৫৯ কোটি ৪৭ লাখ) ডলার।

এদিকে চলতি মাসের প্রথম ২৩ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ১.২৮ বিলিয়ন (১২৮ কোটি ৪১ লাখ) ডলার। এসব কারণে চাপ বাড়তে থাকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে।

পারমাণবিক রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন পেছাচ্ছে এক বছর

ঢাকা : রূপপুরে নির্মিত দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ছয় মাস থেকে এক বছর দেরি হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের শুরুতে সরকারের পরিকল্পনা ছিল দুই ইউনিট বিশিষ্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আনা।

আজ বৃহস্পতিবার রূপপুরে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী জানান ২০২৪ সালের শেষ দিকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট বাণিজ্যিক উৎপাদন আসতে পারে।

নির্ধারিত সময়ে উৎপাদনে না আসার কারণ ব্যাখ্যা করে নসরুল হামিদ বলেন, করোনা মহামারির কারণে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। ফলে কাজ সময়মতো শেষ করা যায়নি। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের কাজও শুরু করতে দেরি হয়েছে। এই সব কারণে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন একটু দেরিতে হবে।

এর আগে গত অক্টোবরে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের পারমাণবিক চুল্লি উদ্বোধনের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান বলেছিলেন, আগামী বছরের মধ্যেই রূপপুরের প্রথম ইউনিট উৎপাদনে আসবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাব পড়েছে তার প্রভাব পড়েছে রাশিয়ার কারিগরি সহায়তায় নির্মিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। যার কারণে কাজ মাঝখানে অনেকটা গতি হারায়। পরে সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দেনদরবার করে কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়।

বাণিজ্যিক উৎপাদন দেরিতে আসলেও নসরুল হামিদ সামগ্রিক কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করে বলেন, ‘ এই দেরির কারণে কোনো অসুবিধা হবে না। প্রথম ইউনিটের কাজ ৮৭ শতাংশ শেষ হয়েছে।’

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার কারণে রূপপুরের কাজে দেরি হচ্ছে কি না জানতে চাইলে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সব কাজ ঠিকমতো হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সমন্বয় করেই কাজ চলছে।’

রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি নিয়ে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট এলেক্সান্দার দেইরি। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণেই জার্মান কোম্পানি সিমেন্স এজি রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

রাশিয়ার জাহাজ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি এনেও খালাস করতে না পারার কারণ জানতে চাইলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক মো. শওকত আকবর বলেন ‘এটা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়। তারা এটা দেখছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে ভালো বলতে পারবে।’

১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট নির্মাণ করছে রাশিয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট। খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকা। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ আছে। সুত্র আজকের পত্রিকা

গত ১১ মাসে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রফতানি বাড়লেও কমেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ

ঢাকা: চলতি বছরের ১১ মাসে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রফতানি বাড়লেও কমেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে ব্যাংকের ওপর অভিবাসীদের আস্থা ফেরাতে হবে। এজন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা।

সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২২: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে রামরু। এতে বলা হয়, চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে ১০ লাখ ২৯ হাজার ৫৪ জন বাংলাদেশী বিভিন্ন দেশে কাজে যোগ দিয়েছেন। গত বছর যা ছিল ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন। সে হিসেবে এ বছর জনশক্তি রফতানি বেড়েছে ৮১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

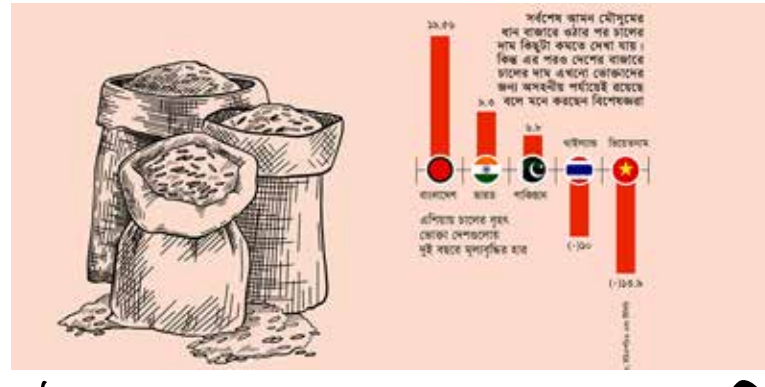

দুই বছরে চালের দাম সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছে বাংলাদেশে

শাহাদাত বিপ্লব : দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে চালের বাজারে বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা দেখা যাচ্ছে। কভিডের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর থেকে গত দুই বছরে দেশে চালের দাম ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। এমনকি প্রতিবেশী ভারতসহ এশিয়ায় চালের অন্যান্য বৃহৎ ভোক্তা দেশের চেয়েও এ বৃদ্ধির হার কয়েক গুণ বেশি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসব দেশের কোনো কোনোটিতে গত দুই বছরে চালের দাম কমেছে। আবার যেসব দেশে বেড়েছে, সেগুলোয়ও এ বৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ ছিল ১০ শতাংশের নিচে, যেখানে বাংলাদেশে প্রধান খাদ্যশস্যটির দাম বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

Utshob Group

Happy New Year

The balance of passion and sincerity can lead to greatness and achieving anything one aspires. These were the driving factors behind Utshob Group and our years of success. As we embark upon another new year I would like to express my gratitude for staying by our side all these years. I hope we dive into the new year with renewed support as we take on new challenges.

Raihan Zaman

CHAIRMAN, UTSHOB GROUP

utshob.com YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE · INFINITE COMMUNICATIONS LTD. · GLOBAL PROCESS POINT · MANAGEOLOGY HOLDINGS · Utshob Agro · Khubsurat · FASHION · BLITZS · DESHBIDESHE · ÉNERVÉ BY UTSHOB · utshob courier · UTSHOB FOUNDATION · Utshob HEALTH CARE · NEXT · STYLING 21 · ÉLAN

বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল

গত ২৮ ডিসেম্বর বুধবার উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল। উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মেট্রোরেলটির ১১.৭৩ কিলোমিটারের যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এটি পিলারের মাধ্যমে মাটির উপরে নির্মাণ করা হয়েছে-যাকে বলা হয় ওভারগ্রাউন্ড এলিভ্যাটেড এক্সপ্রেস। এছাড়া অনেক শহরে মাটির নিচ দিয়েও মেট্রোরেল চলাচল করে, যা আন্ডারগ্রাউন্ড, সাবওয়ে বা টিউব নামে পরিচিত।

১. সাংহাই মেট্রো : চীনে অবস্থিত সাংহাই মেট্রো পৃথিবীর দীর্ঘতম মেট্রো। ১৯৯৩ সালে ৮৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেট্রো নির্মাণ করা হয়। পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত এই মেট্রোরেলে ৫০৮টি স্টেশন আছে। বছরে প্রায় তিন হাজার ৭০০ কোটি যাত্রী এই মেট্রো ব্যবহার করেন।

২. বেইজিং সাবওয়ে : পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম মেট্রোরেলের তালিকায় আছে চীনের আরেকটি মেট্রো লাইন, বেইজিং মেট্রো। মাটির নিচ দিয়ে চলাচল করা ৭৮৩ কিলোমিটারের এই সাবওয়ের স্টেশন সংখ্যা ৪৬৩টি। পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো এই সাবওয়েটি ১৯৭১ সালে উদ্বোধন করা হয়। চীনে এই সাবওয়েটি 'আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রাগন' নামেও পরিচিত।

৩. গুয়াংঝো মেট্রো : দীর্ঘতম মেট্রোরেলের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে চীনের আরেক মেট্রোরেল, গুয়াংঝো। ৬০৭.৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই মেট্রো ১৯৯৭ সালে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২৯৪টি স্টেশনের এই মেট্রোতে প্রতিদিন প্রায় ১ কোটি মানুষ যাতায়াত করে থাকে।

৪. লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড : শহরের বাসিন্দাদের যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্য নিয়ে লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড পৃথিবীর প্রথম মাটির নিচে নির্মিত মেট্রো। ১৮৯০ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে চতুর্থ অবস্থানে থাকা ৪০২ কিলোমিটারের এই মেট্রো স্থানীয়ভাবে 'টিউব' নামে পরিচিত। ২৭০টি স্টেশনের এই মেট্রোতে দৈনিক ৫০ লাখেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করে।

৫. নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে : নিউ ইয়র্ক সাবওয়ে দীর্ঘতম মেট্রোলাইনের দিক থেকে পঞ্চম অবস্থানে আছে। ৩৯৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সাবওয়েটিতে ১৯০৪ সালে চালু হয়। নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে সিস্টেমে রয়েছে ৪২৪টি স্টেশন। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্টেশন নিয়ে গড়ে ওঠা মেট্রো সিস্টেম। এ ছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে লাইন বা রুটের সংখ্যা হলো ২৪টি যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। ১১৮ বছরের পুরনো সাবওয়েটি প্রতিদিন ৫০ লাখের ওপরে যাত্রী ব্যবহার করে থাকে।

বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-১. সাংহাই মেট্রো

৬ দিল্লী মেট্রো : পৃথিবীর ষষ্ঠ দীর্ঘতম মেট্রোটি রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেই। ৩৯০.১৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দিল্লী মেট্রোতে ২৮৬টি স্টেশন রয়েছে। ২০০২ সালে এর উদ্বোধন হয়। গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সহায়তার জন্য বিশ্বের প্রথম কোন মেট্রো রেল এবং রেল ভিত্তিক সিস্টেম হিসেবে এটি জাতিসংঘ সনদ পেয়েছে।

৭. মস্কো মেট্রো : দীর্ঘতম মেট্রোরেলের তালিকায় সপ্তম স্থানে আছে মস্কো মেট্রো। ৩৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেট্রোর বর্তমানে স্টেশন সংখ্যা ২২৩টি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এই মেট্রো ১৯৩৫ সালে চালু হয়। এই মেট্রোর 'পার্ক পোবেডি' স্টেশনটি মাটির ৮৪ মিটার গভীরে অবস্থিত, যা পৃথিবীর তৃতীয় গভীরতম স্টেশন।

৮. উহান মেট্রো : করোনার প্রথম রোগী শনাক্তের শহর হিসেবে চীনের উহানের নাম অনেকেরই পরিচিত। এই উহান শহরেই আছে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম দীর্ঘ মেট্রো। ৩৩৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই মেট্রোতে ২২৮টি স্টেশন আছে। ২০০৪ সালে স্টেশনটির উদ্বোধন হয়। এলিভ্যাটেড ও আন্ডারগ্রাউন্ড দুইভাবেই এটি পরিচালিত হয়।

৯. সোল মেট্রোপলিটন সাবওয়ে : দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীতে অবস্থিত সোলে মেট্রোপলিটন সাবওয়ে দীর্ঘতম মেট্রোর তালিকায় নবম অবস্থানে রয়েছে। ৩১৯.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সাবওয়ে ১৯৭৪ সালে চালু হয়। এর স্টেশন সংখ্যা ২৯৩টি।

১০. মাদ্রিদ মেট্রো : দশম অবস্থানে থাকা স্পেনের রাজধানীতে অবস্থিত মাদ্রিদ মেট্রোর দৈর্ঘ্য ২৯৪ কিলোমিটার। ৩০২ স্টেশনের এই মেট্রো ১৯১৯ সালে চালু হয়। বছরে প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ মেট্রো ব্যবহার করে থাকে।

এছাড়া ফ্রান্সের প্যারিস, চীনের তিয়ানজিন ও সিঙ্গাপুর মেট্রো দীর্ঘতম মেট্রোর তালিকার ওপরের দিকে রয়েছে। সূত্র: বিবিসি

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-২. বেইজিং সাবওয়ে

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৩. গুয়াংঝো মেট্রো

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৪. লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৫. নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৬ দিল্লী মেট্রো

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৭. মস্কো মেট্রো

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৮. উহান মেট্রো

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-৯. সোল মেট্রোপলিটন সাবওয়ে

চরী-বিশ্বের দীর্ঘতম দশটি মেট্রোরেল-১০. মাদ্রিদ মেট্রো

জার্মান ভায়রোলজিস্ট বললেন, ‘করোনা মহামারি শেষ’

চীনে আবার দেখা দিয়েছে করোনার প্রকোপ। আরো কিছু দেশেও নতুন করে শুরু হয়েছে সংক্রমণ। তবে জার্মানির স্বনামধন্য এক ভায়রোলজিস্ট মনে করেন, করোনা নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই, মহামারি আসলে শেষ হয়ে গেছে।

তার এমন মন্তব্য শুনে জার্মানির বিচার মন্ত্রী মার্কো বুশমান খুব খুশি। খুশি হয়ে সারা দেশ থেকে স্বাস্থ্যবিধির কড়াকড়ি পুরোপুরি তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভায়রোলজিস্ট ক্রিস্টিয়ান ডরস্টেন অবশ্য করোনা একেবারে বিদায় নিয়েছে, আর কেউ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হবেন না- এমন আশার কথা শোনাননি। সোমবার জার্মানির টাগেসশিপল সংবাদপত্রকে তিনি বলেন, ‘‘এই শীতে আমরা সার্স-কোভিড-২-এর প্রথম এনডেমিক ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

আমার ধারণা, মহামারি শেষ হয়ে গেছে।’’ বার্লিনের চারিটে বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ভায়রোলজি বিভাগের প্রধান মনে করেন, মানুষের গড় ইম্যুনিটি এখন খুব ভালো বলে আগামী গ্রীষ্মে করোনা আর মহামারির রূপ নিতে পারবে না, বর্তমানের মতো এনডেমিক বা নিতান্ত স্থানীয় একটি রোগের পর্যায়ে থেকে যাবে।

ডরস্টেন মনে করেন, চীনে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার প্রধান কারণ সর্বস্তরে টিকা দেয়ায় ব্যর্থতা

জার্মানির আরেক করোনা-বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টিয়ান কারাগিয়ানিডিসও ডরস্টেনের সঙ্গে একমত। তবে তিনি মনে করেন, করোনা মহামারি খুব দুর্বল হয়ে গেলেও এখনো পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। তার মতে, আগামী গ্রীষ্মে এটি এনডেমিক, অর্থাৎ স্থানীয় রোগের পর্যায়ে চলে যাবে। রেডাক্টসিয়সনেটসভের্গ ডয়েশলান্ড (আরএনডি)-কে এমন আশাবাদের কথাই শুনিয়েছেন কারাগিয়ানিডিস ।

সব কৃতিত্ব টিকা এবং স্বাস্থ্যবিধির : ভায়রোলজিস্ট ক্রিস্টিয়ান ডরস্টেন করোনা পরিস্থিতি এতটা নিয়ন্ত্রণে আসার সমস্ত কৃতিত্ব দিয়েছে টিকাদান কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্যবিধির কড়াকড়িকে।

তার মতে এসব ব্যবস্থা না নিলে জার্মানিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিতো, ‘‘কিছুই না করা হলে ডেল্টার স্রোতে জার্মানিতে হয়ত ১০ লাখ বা তার চেয়েও বেশি মানুষ মারা যেতো।’’ ডরস্টেন মনে করেন, চীনে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার প্রধান কারণ সর্বস্তরে টিকা দেয়ায় ব্যর্থতা, টিকাদান কর্মসূচি ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে এমন পরিস্থিতি হতো না।

জার্মানিতে করোনা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া সু চি-কে দুর্নীতির মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ড

অং সান সু চি-র বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মেনে নিয়ে তাকে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলো সামরিক আদালতের। পাঁচটি দুর্নীতির অভিযোগে সু চি-র সাত বছর জেল হয়েছে। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তা আইন ভঙ্গ করা, করোনার বিধিভঙ্গ করা-সহ একগুচ্ছ অভিযোগ আনা হয়েছিল। এর আগেও একাধিক মামলায় তার কারাদণ্ডের নির্দেশ হয়েছে। এবারও হলো। সবমিলিয়ে সু চি-র ৩৩ বছরের কারাদণ্ড হলো। আদালতে রুদ্ধদ্বার শুনানি হয়েছে। আইনজীবীদেরও বলে দেয়া হয়েছিল, তারা বাইরে কোনো কিছু বলতে পারবেন না। এই বিচার নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারান সু চি। তারপরই তার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনা হয়। সমালোচকদের দাবি, এইসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া সু চি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল, তিনি সরকারি ওয়াকি টকি নিজের কাছে রেখেছেন, সরকারি গোপনীয়তা আইন ভঙ্গ করেছেন, কোভিড কড়াকড়ি মানেননি। সু চি এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবেন।

সু চি-কে বর্তমানে আদালতের কাছেই একটি

জেলে রাখা হয়েছে। তার জন্য আলাদাভাবে একটা জায়গা তৈরি করে দেয়া হয়েছে।

অভ্যুত্থানের পরে : ২০২১ সালের জুলাইতে সামরিক শাসকরা ঘোষণা করে, ২০২০ সালের ভোটের ফল অবৈধ। কারণ, তাতে প্রচুর জালিয়াতি হয়েছিল। স্বাধীন পর্যবেক্ষকরা অবশ্য এই দাবি মানতে চাননি।

সু চি এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তারা নির্বাচনের আগে ইলেকটোরাল কমিশনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে আদালত জানায়, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছে।

১৯৮৯ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সু চি রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন। তাকে ১৫ বছর গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। অহিংস পথে তিনি যেভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন, তার জন্য তাকে ১৯৯১ সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। - এপি, এফপি, রয়টার্স

ছোট ভাইকে প্রাসাদ থেকে তাড়ালেন রাজা চার্লস

অবশেষে ছোট ভাই প্রিন্স অ্যান্ড্রুকে রাজপ্রাসাদ থেকে চিরতরে বের করে দিলেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ সূত্রের বরাতে শুক্রবার (২৩ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য সান।

দ্য সানের প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬২ বছর বয়সী প্রিন্স অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ ছিল। মানবপাচারে অভিযুক্ত জেফ্রি এপস্টিন ও গিলেইন ম্যাক্সওয়েল দম্পতির সঙ্গে সম্পর্কের জেরে তিন বছর আগে ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি।

প্রাসাদ সূত্র দ্য সানকে জানায়, প্রিন্স অ্যান্ড্রু নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে এখন থেকে তাঁর জন্য বাকিংহাম প্যালেসে কোনো কক্ষ বা কার্যালয় বরাদ্দ থাকবে না। বাকিংহাম প্যালেসকে তিনি তাঁর ঠিকানা হিসেবে ব্যবহারও করতে পারবেন না। প্রাসাদে তাঁর সকল ধরনের উপস্থিতি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয়েছে। রাজা তৃতীয় চার্লস বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন। প্রিন্স অ্যান্ড্রু এখন রাজকীয় আর কোনো দায়িত্বে নেই।

নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজপ্রাসাদ থেকে পদত্যাগ সত্ত্বেও রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সময় প্রিন্স অ্যান্ড্রু সীমিত পরিসরে কর্মীদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে তাঁর অবস্থান ধরে রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত, গত ৮ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্কটল্যান্ডের বালমোরালে নিজের প্রাসাদে ৯৬ বছর বয়সে মারা যান। পরে ব্রিটেনের রাজা হিসেবে দায়িত্ব নেন ৭৩ বছর বয়সী তৃতীয় চার্লস। রানি এলিজাবেথের স্থলাভিষিক্ত হন তিনি।

মানুষের ‘সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষুধাকে’ নিন্দা জানিয়ে বড়দিনে পোপের বার্তা

ইউক্রেন যুদ্ধ ও বিশ্বজুড়ে অন্যান্য সংঘাতের কথা উল্লেখ করে পোপ ফ্রান্সিস মানুষের সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষুধার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা কত যুদ্ধ দেখছি। এর ভুক্তভোগী মূলত দুর্বল ও অসহায় মানুষ।’

ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে বলেছে, পবিত্র বড়দিন উপলক্ষে ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় দেওয়া এক ভাষণে পোপ ফ্রান্সিস এসব কথা বলেন। তিনি বলেছেন, ‘সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও অবিচারের শিকার হচ্ছে আমাদের শিশুরা।’

৮৬ বছর বয়সী ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস হুইলচেয়ারে করে গির্জায় প্রবেশ করেন। এরপর উপাসকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ‘মানুষের সম্পদ অর্জন ও ক্ষমতার ক্ষুধা তার মা-বোন-আত্মীয়-স্বজন এমনকি

প্রতিবেশীকেও গ্রাস করে ফেলে।’

বিবিসি বলেছে, আজ রোববার পোপ ফ্রান্সিস সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার ব্যালকনি থেকে সারা বিশ্বের ক্যাথলিকদের আশীর্বাদ ও বার্তা পাঠাবেন।

এ বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রুশ বাহিনী হামলা শুরু করলে পোপ ফ্রান্সিস রাশিয়াকে দোষারোপ না করে সতর্ক করেছিলেন। এ জন্য তিনি ইউক্রেনের জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। তবে গত জুনে তিনি রুশ বাহিনীর নৃশংসতার নিন্দা করেছিলেন।

এরপর গত অক্টোবরেও আর্জেন্টাইন ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বেনজির শিকদার এর কবিতা

কাঙ্ক্ষিত নির্বাসন

আমার ভালোলাগে না; আমি নির্বাসন চাই।
ভাতের লাগি নয়, একখান কাপড়ের লাগিও নয়
ব্যথিত বৈশাখ, খোঁয়ারি-স্বপ্নগ্রস্ত এইসব ভ্রূণহীন দিন
বিবর্ণ অনুভবে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া জীবনদৃশ্যাবলী
আমার ভালোলাগে নাড় আমি নির্বাসন চাই।

বিবেকের করিডোরে দীর্ঘশ্বাস পুড়ে যায় ব্যক্তিগত বোধ;
হিমঘরে শায়িত দুহিতা'র দেহ; ভীতু সেনাপতির মতো
দূরে বহুদূর, পালিয়ে যায় খোয়াবি ভোর! নাকছাবি প্রেম
প্রিয়তম আকাশ, বেহুলা বাতাসেড় কাঁপে থরথর।

যেন চম্পকনগর ছাড়িয়ে গোটা জাহানময়ড়
ব্যাকরণহীন-ঔদ্ধত্য-উন্মাতালে সর্পকূলের মাতম!
শূন্য করতল, নীলক্ষতে কুঁকড়ে যায় অনিকেত প্রেম,
লোলুপ দৃষ্টিতে উপচানো ক্ষুধার্ত বাঘের দখলি-প্রান্তর
ঘ্রাণহীন-প্রাণহীন স্রোতের বিপরীতে স্তব্ধ বাকরুদ্ধ স্বর।

আমার ভালোলাগে না; আমি নির্বাসন চাই।
ভাতারের লাগি নয়; একখান ভিটার লাগিও নয়
অনন্ত ফেরারির মতো ক্ষমতা প্রহরীর সেয়ানা চোখ;
মাকড়সার জাল, নীল-নকশায় সাজানো দাবার ছক
আমার ভালোলাগে না; আমি নির্বাসন চাই।

প্রণত মস্তিষ্ক নয় অহিনকুল মত্ততায় বোধিবৃক্ষ মানুষ
কুহেলিকা রাত্রিড় ব্যাঘ্র হুংকারে জাগে মন্বন্তর কুকুর!
বাতাসে লক্ষীপেঁচার ভুল সংকেত; গৈরিক বসনেড়
কাঁদে জাহ্নবী-জল! ভালোবাসা পরে আছে লৌহশেকল!

অনিদ্রার আগুনে দগ্ধীভূত; ত্রাতাহীন অসহায় ত্রাণ
মায়ার নিবিড়ে অনুর্বরতা-প্রাণের নিবিড়ে মানবিক হ্রাস
উর্মিল উন্মাদনায় অনুভূতির জলাশয়ে শ্বাসরোধের চাষ;
কালকেউটের ছোবলে লীন পৃথিবীর মুখ-গ্রীবা-কণ্ঠস্বর
নালিশ নেই; ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবানড়সামীপেষু বরাবর।

আমার ভালোলাগে না; আমি নির্বাসন চাই।
সোহাগের লাগি নয়; একখান সংসারের লাগিও নয়
জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধিড় ভালোবাসার শেষ সমর্পন
নতজানু প্রেম, পৌষালি চুমুড় এই সব অকাল-সংযোগ;
আমার ভালোলাগে না; আমি নির্বাসন চাই।

লালিত সম্ভ্রম

তোমাকে দেখতে দেখতেড়
পাহাড় বেয়ে সমুদ্র হলোড়
গত শতাব্দীতে জন্মনেওয়া তিন তিনটি ঝর্ণা।
নহলী সূর্যটা হেঁটে যেতে চাইলো আলপথ ধরে;
আদি হতে অন্তহীন!
নগরবাসীরা গলা ছেড়ে ধরলো প্রেমের বাঁশি; মায়াবী বীণ!
অথচ তুমি ফিরেই তাকালে না!

তোমাকে ভাবতে ভাবতেড়
সকাল গড়িয়ে দুপুরড়
বয়ে গেলো নতজানু ষোড়শী সন্ধ্যা।
বড় বিবমিষায় চুরি হয়ে গেলো আদিবণিকের কথাকল্প।
পৃথিবীও জেনে গেলো মরে যেতে যেতেড়
অনন্ত অপেক্ষা; নেকড়ে চাঁদের!
অথচ তুমি জানতেই চাইলে না!

তোমাকে চাইতে চাইতেড়
মৃত-ঘাম শুকালো কপালের ভাঁজেড়
পুঁইলতার নেতানো যৌবনে কেটে গেলো আলোকবর্ষ মাস!
একদিন দুদিন; পুরোনো মদের মতো গাঢ় হলোড়
কঠিন ব্যামোর বাড়ন্ত শরীর!
প্রগতিশীল বুক কেঁপে উঠলো; বাড়লো কষ্টের নীড়!
অথচ তুমি বুঝতেই চাইলে না!

তোমাকে বুঝতে বুঝতেড়
ক্ষয় হলো জীবনের গোটা ক্যানভাসড়
অনভিযোগ স্তব্ধতায় ফসফরাসের সাগর ডিঙিয়ে;
ভুল পথে হেঁটে গেলো নামহীন অহেতু পথিক।
সরলের গরল পান করে মরে গেলো ছায়া;
হরিণের গলায় আঁটকে গেলো মৃতবাঘের হাড়;
হিসেবের ডালপালায় বীভৎস নাভিশ্বাসী অশরীরীর বাস!

ভ্রান্তি নয় সত্যের বৈজয়ন্তীড়
শুধু একবার বললে ভালোবাসিড়
হতে পারতো আগুনের গল্প! নীলাভ ভ্রমর!
কিংবা নদী! কিংবা পাহাড়!
হিজলের ফাঁদ হাঙ্গরের দাঁত চিরেড়
ভেসে যাওয়া যেত কোজাগরী জোছনায়!
আমার ঈশ্বর সাক্ষীড়
সম্ভ্রমে রাখি তোমায়, রাখি জিজীবিষা মায়ায়!

পরিতাপ

এখানে পিঠ পেতে দাঁড়িয়ে আছে একখানা তন্ময় দুপুর
মাছের গালিচায় বড়শি গেঁথে চলছে সুকৌশলী খেলা।

বৈদ্যুতিক তারে ঝুলে থাকা দাঁড়কাকের মতো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে এখানে দোদুল্যমান
নষ্টামি ও ভেলকিবাজির লকলকে জিভ ।

মণি-মুক্তোর চাষ দেখে ঈর্ষায় তাকিয়ে খানিক,
এখানে অবান্তর যুক্তিতে ছেড়ে যায় আড়চোখি সুদীর্ঘ ট্রেন।

কোমল বিকেলে একখানা ঘর-বিবাগী কাক; ডাকে কা কা কা
মহল্লার কুকুরটি এসে অভুক্তই ঘুরে যায় এবাড়ি ওবাড়ি।

রানির মতো ফুটে থাকা ষোড়শী চেরিগুলোকে দেখে
জোয়ারে ভাসায় জল আটলান্টিকের অতলান্তিক বুক।

খুলে দিয়ে বুকের বোতামখানি, পর্যটক আকাশটা;
গার্হস্থ্য-প্রেমে এখানে মাঝেমধ্যে ঢেলে যায় অমৃতকুম্ভজল।

কেবল এখানে কোনো ঈশ্বর নেই;
নেই কোনো অদৃশ্য কারিশমা;
যা থামিয়ে দিতে পারে আয়না বিক্রির মোকাম,
কূপমণ্ডুকতার শোরগোল কিংবা ভেসে আসা
ফিলিস্তিনের রক্তাক্ত চিৎকারে অব্যাহত মৃত্যুর হিড়িক।

বিবসন ঔৎসুক্য

একদা এইখানে সমুদ্দুর ছিল!
বিকেলটা প্রায়ই সেজেগুজে এসে কাছ ঘেঁষে বসতো!

সূর্য পাঠাতো চুমু
পৃথিবী পান করে অন্তরাগের ঠোঁট! সঙ্গমসুখের উজ্জ্বলতায় এক
আচাভুয়া বাতাসের গাল বেয়ে নামতো
শামুক কুড়ানো ক্ষণ!

ছিল বারোমাসে তেরো পার্বণীয় আয়োজন!
কবোষ্ণ প্রেমের অনুগ্রগন্ধে শ্যামলিমা চাষির মতো
শতবর্ষীয় আর্তির থালায় ঘাটে ঘাটে জমতো মেলা।

সোনার কলসের মতো আনচান প্রাণ;
পারিজাত সুবাসে ছুঁয়ে দিতো দূরগামী কাপালিক চাঁদ!

আজ ফণীমনসার মতো এ বাড়ন্ত বেলায়
খালাসির তাড়া নেই, নেই পায়চারি সুকানির।
ভূতগ্রস্ততায় মাঝেমাঝে চুপচাপ উড়ে যায়
প্রিয়হারা কিছু ম্লানমুখী মধ্যবয়সী মেঘ।
চারিদিকে ক্রোধানল, দাউদাউ ক্ষিপ্রতার লাস্যময়ী ভিড়।

পুরোনো দেয়ালের মতো লেগে থাকা সেইসব দাগ
নিসর্গ নয়; খরস্রোতা নদী হয়ে ঢেউভাঙে
বিহঙ্গ চোখে বিবসন ঔৎসুক্য; চেয়ে চেয়ে অন্ধকার।

এখন সুমুদ্দুর নয়; এখানে কেবলই হৃদয়পোড়ার গন্ধ।

এইচ বি রিতা

অদিতি যে আরামদায়ক চেয়ারটাতে বসে আছে, তার পূর্বমুখী জানালার বাইরে সবুজ গাছপালার মহিমান্বিত দৃশ্যটি নজর কাড়ার মতো। অটামের পাতার রঙ গাছ এবং গুল্মগুলির সবুজ পাতাকে হলুদ, কমলা, লাল, বেগুনি এবং বাদামী রঙের ছায়ায় দখল করে নিয়েছে। এই সময়ের পাতা ও পাতাদের রঙকে বলা হয়-পতনের পাতা, পতনের রঙ। সেই পতনের পাতাদের ডালের উপর বসে আছে-একটি পাখি। সাদা ছোপে কালো পালকের শরীর আর মাথায় লাল ক্রেস্টযুক্ত কাঠঠোকরাকে, কে না চেনে!

বসার কক্ষের পরিবেশটাও অদিতির খুব পছন্দ। প্রকৃতি-ভিত্তিক কিছু শিল্পকর্ম দেয়ালে ঝুলানো। হেলমেনের দক্ষতার বিজ্ঞাপনে তার ডিপ্লোমাগুলি কক্ষের দেয়ালের এক কোণে ঝুলে আছে। তার পরিষ্কার, বিশৃঙ্খলামুক্ত ডেস্কটি সব সময়ই অদিতিকে খোলামেলাতা এবং স্বাচ্ছন্দের অনুভূতিতে যোগ করে।

-হেলো অদিতি! হাউ আর ইউ?

ছয় ফুট উচ্চতায় সুঠাম দেহী হেলমেন কক্ষে প্রবেশ করতেই হাসি ফুটে উঠলো অদিতির মুখে।

-আমি ভালো আছি।

-চুল কেটেছো? তোমাকে বেশ লাগছে। নাইস হেয়ারস্টাইল।

-থ্যাংকিউ।

-তো,আজ কী মনে করে এখানে আসা? বলো!

-এমনি!

-তাই? ঠিক আছে!

হেলমেন তাকিয়ে আছে অদিতির দিকে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা প্রধানত অনুসন্ধানী ব্যক্তি হয়ে থাকেন, কৌতুহলীও বটে। অদিতি জানে, এখন সে আসল কারণটা খোঁজে বের করার চেষ্টা করবে। কৌশলে তার চোখ, হাত-পায়ের দিতে নজর রাখবে। কত সেকেণ্ডে কতবার তার আইবল নড়ছে, হাত-পা দোলছে, নিঃশ্বাসের গতিবেগ...সব দিকে নজর রাখবে। এই বিষয়টা অদিতির কাছে খুব বিরক্ত লাগে। তবু তার মন খিটমিটি করছে, কথাটা বলতেই হবে।

-মিস্টার হেলমেন!

-ইয়েস!

-লাস্ট বিজিটে তোমাকে বলেছিলাম না ম্যাকেন এর কথা?

-হ্যাঁ! নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?

-আই স্টপড্ হার ফ্রম বিইং মিন টু মি।

-রিয়্যালি?

-ইয়েস!

মিস্টার হেলমেন লক্ষ্য করলো, অদিতি হাত দুটো জড়ো করে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভঙ্গিতেই কথা বলছে সে। কলিগ বন্ধুর সাথে ঠিক কী হয়েছে নতুন করে তা জানতে হবে। তবে হেলমেন জানে, বিষয়টা তাকে পীড়া দিচ্ছিল দীর্ঘদিন। কর্মক্ষেত্রে ভীষণ অ্যাংজাইটিতে পড়েছিল অদিতি। প্রথম যেদিন সে হেলমেনকে ভিজিট করতে আসে, বলেছিল, পাশের ডেস্কে বসা কলিগ ম্যাকেনের অদ্ভুত সব আচরণের কথা। তার ইশারা ইঙ্গিতে নানান কটুক্তি, আঘাতমূলক কথা অদিতিকে হতাশায় ফেলেছিল। এক সময়, ভোর হতেই কাজে যাবার তাড়া নয় বরং এক ধরণের আতঙ্ক তাকে ঘিরে ফেলতো! আজ না জানি আবার কি বলে ম্যাকেন-এই ভীতি নিয়েই বাসে চড়ে কাজে যেতো। একপর্যায়ে, অ্যাংজাইটি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আর তখনই অদিতির মা তাকে নিয়ে আসেন সাইকিয়াট্রিস্ট ড্যানিয়েল হেলমেন এর কাছে।

-আবার কিছু হয়েছে কী অদিতি?

-হ্যাঁ। পরশু আমাকে বলল, আমি নাকি ভণ্ড মানুষ।

-কেন বলল এমন কথা?

-তার ধারণা আমি বস কে পটিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানাজার হতে চাচ্ছি। কিন্তু আমি সত্যিই এমন কিছু করছি না।

-শান্ত হও। ইটস্ ওকে। সবাই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

-কিন্তু আমি খুব চাপ অনুভব করি তার কথায়।

-এটাও স্বাভাবিক। আচ্ছা বলো তো, সে কী রাগ হয়ে এসব বলে? নাকি খুব স্বাভাবিকভাবেই বলে?

-স্বাভাবিকভাবে বলে। তাকে কখনো রাগ হতে দেখিনি।

-আচ্ছা! তারপর?

-তারপর আমার খুব রাগ হলো। হাত পা কাঁপতে শুরু করলো। মনে হলো পড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, খুব বেশি রাগ হচ্ছিল তাই বলেছি,ওইউ নিড টু স্টপ! ইটস্ অভার! ইউ আর সিক!

-তোমার রাগ হবার যথেষ্ট কারণ আছে অদিতি। তবে কিছু শব্দ ব্যবহারের আগে আমাদের ভেবে নেয়া দরকার। কাউকেসিক বলা কী তোমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়?

-না!

-তোমার কি এখন খারাপ লাগছে অদিতি?

অদিতি কিছু বলছে না। তাকিয়ে আছে সে দেয়ালের চিত্রকর্মটির দিকে। হেলমেন শান্ত এবং সতেজ একটা পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছে তার কক্ষে। ক্লায়েন্টদের মধ্যে ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়াকে উন্নীত করতে হেলমেন মানব আচরণের সাথে সাথে নকশা নীতিগুলির উপরও যে মনোযোগ দেন, তা তার কক্ষের দেয়ালে ঝুলন্ত জলছাপ চিত্রগুলো দেখলেই বোঝা যায়।

এই মুহূর্তে অদিতি তাকিয়ে আছে কক্ষের দেয়াল চিত্রমুন সি ওশ্যান ল্যান্ডস্কেপ্স-এর দিকে। এটি তার খুব পছন্দের একটি দেয়ালচিত্র।

-আচ্ছা মিস্টার হেলমেন!ওমুন সি ওশ্যান ল্যান্ডস্কেপ্স- ছবিটি কী রিপ্রেজেন্ট করে?

-এটা বুঝি খুব পছন্দ তোমার?

-হ্যাঁ!

-দেখো, সূর্য এবং চাঁদ বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে তাদের সকলের মধ্যে একটি সাধারণ জিনিস হল তাদের মেরুতা। সূর্য দৃঢ়তা, শক্তি এবং শক্তির প্রতীক, আর চাঁদ প্রশান্তি, সৌন্দর্য, লালন-পালনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর মহাসাগর হল পৃথিবীতে জীবনের সূচনা, এবং নিরাকার, অগাধ, বিশৃঙ্খলার প্রতীক। সমুদ্রকে স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসাবেও দেখা যেতে পারে, কারণ এটি বহু শতাব্দী ধরে অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

-বাহ! তুমি তো সাইকিয়াট্রিস্ট না হয়ে আর্টিস্ট হতে পারতে মিস্টার হেলমেন!

-হা হা! তা-ই?

-ইয়েস ইয়েস! হা হা!

ঘড়ির দিকে তাকালো হেলমেন। ৩০ মিনিট পার হয়ে গেছে। এতক্ষণ আলোচনার মধ্যে এই প্রথম অদিতিকে হাসতে দেখল হেলমেন।

-অতিদি!

-ইয়েস মিস্টার হেলমেন!

-ম্যাকেন কে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টায় তুমি যা করেছে বা বলেছো, তাতে মন খারাপ করার কিছু নেই। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই কখন থামতে হবে, কোথায় দাড়ি, কমা টানতে হবে। আমাদের প্রতিটা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সোহানা নাজনীন

দিনের আলো নিভে যাবার পর আমার বেডরুমে সাধারণত খুব একটা ঢুকিনা। বসার ঘর আর রান্না ঘরে হাতের কাজ সারতেই রাত দশটার বেশী বেজে যায়। তার আগ পর্যন্ত আমার ঘরে লো-পাওয়ারের বেডসাইড ল্যাম্প জ্বলতে থাকে। জানালা ঘেষে আঙ্গুর গাছের ঘন ঝুপড়ি কালো হয়ে আছে, বাতাসের মিষ্টি গন্ধে বোঝা যায় আঙ্গুর গুলোয় হলুদ রং লাগতে শুরু করেছে। সাদা "হানি সাকল" ফুটে আছে বেড়ার গা আলো করে, অনেকটা আমাদের দেশের কামিনীর মতো মাতাল গন্ধ। নীল জমিনের উপর সাদা লেসের পর্দা সরিয়ে জানালা দিয়ে আরো দূরে তাকাই, দেখি পিছনের বাড়ীটার চিলেকোঠার ঘরে বাতি জ্বলছে। বাতিটা প্রতি রাতে জ্বলে, অনেক রাত অবধিই জ্বলে। মাঝরাতে কখনো ঘুম ভেঙ্গে গেলে বিছানায় শুয়ে থেকেই জানালা গলে তাকাই। দেখি দুরে ওই বাড়ীটার চিলেকোঠায় আলো জ্বলে আছে। কে জেগে থাকে এতো রাত অবধি! খুব একটা লোক সমাগম দেখিনি, বাড়ীটাও বড্ড অদ্ভুত! এই পাড়ার সবচাইতে পুরনো, জীর্ণ, বিবর্ণ বাড়ী। সামনে কোন বেড়া নেই, বাহারী ফুলের গাছ নেই, চিঠির বাক্সটাও ভেঙ্গে হেলে পড়া একদিকে। বহুদিন যাবত রঙ পড়েনি দেয়ালে, সবুজ জানালা থেকে পেইন্টিংয়ের ছাল জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। ছাদের বাকানো কার্নিশে আগাছা জন্মে ঝুলে পড়েছে, তাতে কাঠবেড়ালী খেলা করে। বাড়ীর সামনের অহেতুক বাড়ন্ত ডালগুলো পথচারীকে খোঁচা দেবার জন্যে খিঁচিয়ে আছে। বাড়ীটার পিছনে দুহাত সমান উঁচু ঘাসের মধ্যে মান্ধাতা আমলের জঙ্গে ধরা গাড়ী পড়ে আছে বহুকাল ধরে। সমস্ত কাঠামোটায় কেমন যেন একটা ভেঙ্গে পড়া ভেঙ্গে পড়া ভাব। ব্যাক ইয়ার্ডে কোন সামারেই বারবিকিউ করেনি কেও, কাপড় শুখাতে দেখিনি, এমনকি কোন বাচ্চাও খেলতে দেখা যায়নি। অথচ বাড়ীর পিছনের উঠোনটা বেশ বড়, আমার জনালা দিয়ে দিব্যি দেখা যায়। শুধু শুকনো পাতার রাশ, সাথে গাদা দিয়ে রাখা কিছু ফেলনা মালপত্তর পুরনো কার্পেটে দিয়ে ঢাকা।

প্রায় সকালে বাচ্চা স্কুলে দেবার পথে বাড়ীটায় অভ্যাসবশত চোখ পড়ে। কখনো দেখি পুরুষালী গড়নের এক বিশালদেহী সাদা মহিলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে। সাথে দুই বেনী করা ফড়িঙ্গের মতো ছোট্ট একটা মেয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে মহিলার পিছনে। প্রসাধনহীন সাদা ফ্যাকাসে মুখটায় একরাশ নিরুদ্বেগ মেখে কোনরকম কমনীয়তা ছাড়াই হেলেদুলে পাশ কেটে যেত। যাবার সময় কোনদিন চোখে চোখ রেখে, একটু হেসে বলেনি, "good morning". পাথরের মতো কোদানো মুখে থাকতো বিরক্তিকর এক অভিব্যাক্তি, যেন সাফল্যহীন জীবনের প্রতি তার ব্যাপক অভিযোগ।

কখনো রাতে খাবারের পর হাটতে বের হলে দেখতাম মহিলা তার বাড়ির সামনে বসে আইপ্যাডের উপরে ঝুকে আছে। অস্পষ্ট আলোতে মাথার উপরে তুলে দেয়া হুডির পাশ থেকে তীব্র খাড়া নাক উঁকি দেয়। অস্থির আঙ্গুলে সিগারেট চেপে রেখে বিড়বিড় করছে। অনেক রাতে তার স্বামী বাড়ী ফেরে, ছোটখাট একজন চকচকে চর্বিওয়ালা স্প্যানিশ। তারা দুজনে পাথর কঠিন মুখ নিয়ে সাবধানী দূরত্বে পাশাপাশি হেটে যায়, মহিলার কাঁধের অনেক নীচে তার স্বামীর কাঁধের উচ্চতা। দুজনের জুটি দেখে খুব একটা বাহবা দেয়া যায়না, ভালোবাসাবাসির নিঃশর্ত হাসি হাসেনি কোনদিন তারা। তারপরেও তারা ওই বাড়ির বাসিন্দা দুজনে, শব্দহীন বসবাস, চাকচিক্যহীন জীবনযাপন। ধোয়াটে রহস্য থাকা সত্ত্বেও ওই বাড়ির চিলেকোঠার আলোটা আমাকে বড্ড টানে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে আমি চিলেকোঠার দিকে চুম্বকের মতো তাকাই, খুব ভালোবাসি ওই আলো দেখতে, ঠিক যেন বাতিঘর। সুমুদ্রে দিক হারানো নাবিকের মতো আমিও যখন জীবনের হিসাব নিকাশের যন্ত্রণায় হাপিয়ে উঠি তখন চিলেকোঠার বাতিটাই আমাকে পথ দেখায়। অদ্ভুত জুটির মতো ঐ দম্পতির জ্বালানো আলো দেখি আর ভাবি,

"এইতো বেশ আছি, ভালোই আছি। আমার যা কিছু দুঃখ-কষ্ট-অপমান-অনুশোচনা, একান্তই আমার আপন। বুক পাঁজরের সিন্দুকে ভরা থাকুক সব, কাওকে দেখাবো না এই কষ্টের আলমারি। এরই ফাঁকে ফাঁকে কালো চাদরে বোনা বুটিদার জরির মতো আলো ছড়ানো কিছু সুখপ্রাপ্তি আর ভালোবাসা, এও কি কম?"

‘একদিন আমরা একসঙ্গে আকাশে ফুটবল খেলব’

-ম্যারাডোনার মৃত্যুর পর বলেছিলেন পেলে

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার কে? ব্রাজিলের পেলে নাকি আর্জেন্টিনার দিয়েগো ম্যারাডোনা? দুনিয়াজুড়ে এই বিতর্ক চলেছে যুগ যুগ ধরে। সেই বিতর্কে তারা নিজেরাও সামিল হয়েছেন অনেকবার।

সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে গিয়ে ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর না ফেরার দেশে পাড়ি জমান আর্জেন্টাইন 'ফুটবল ঈশ্বর' ম্যারাডোনা। ২ বছরের ব্যবধানে গত ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সাও পালোর সময় স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ২৭ মিনিটে পৃথিবীকে বিদায় জানান 'ফুটবলের রাজা' খ্যাত ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে।

আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক ম্যারাডোনার চেয়ে বয়সে ২০ বছরের বড় পেলে। ম্যারাডোনার মৃত্যুর সংবাদে সেদিন শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন রেকর্ড ৩টি বিশ্বকাপজয়ী পেলে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক সাক্ষাৎকারে আবেগতাড়িত কণ্ঠে পেলে বলেছিলেন,

ম্যারাডোনার সঙ্গে তিনি দেখা করতে যাবেন। অন্যভুবনে একসঙ্গে তারা খেলবেন ফুটবল। পেলে বলেছিলেন, 'এটা (ম্যারাডোনার মৃত্যু) খুবই বেদনাদায়ক। এমন এক বন্ধুকে হারিয়ে ফেললাম! ঈশ্বর তার পরিবারকে শোক সইবার শক্তি দিন। আমি নিশ্চিত, একদিন আমরা একসঙ্গে আকাশে ফুটবল খেলব।'

ব্রাজিলের সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে মারা গেছেন পেলে। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পেলের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন তার মেয়ে কেলি নাসিমেন্তো।

বার্ধক্যজনিত সমস্যার পাশাপাশি কয়েক বছর ধরে কোলন ক্যান্সারে ভুগছিলেন পেলে। গত নভেম্বরের শেষদিন থেকে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা হয়নি তার। সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস।

ম্যারাডোনার চোখে পেলেই সর্বকালের সেরা

বিশ্ব ফুটবলে কে সেরা, এই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। ব্রাজিলের পেলে ও আর্জেন্টিনার দিয়াগো ম্যারাডোনাকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি বিতর্ক। সর্বকালের সেরা কে, সেই বির্তক এখনো চলমান।

এই বিষয়ে ম্যারাডোনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তর দিতে সময়ক্ষেপন করেননি তিনি।

‘বিশ্ব ফুটবলের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপ জয় করা পেলেই সর্বকালের সেরা’ বলেছিলেন ম্যারাডোনা। পেলেকে গোল্ডেন বয় হিসেবে ডাকতেন ম্যারাডোনা।

কয়েক বছর আগে দেয়া এক টিভি সাক্ষাৎকারে পেলের সাথে নিজের তুলনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ম্যারাডোনা বলেছিলেন, ‘না, না, ম্যারাডোনা ম্যারাডোনাই। পেলে সেরাদের সেরা। আমি শুধুই একজন সাধারণ খেলোয়াড়। আমি পেলেকে ছাড়িয়ে যেতে চাই না, সবাই জানে তিনি (পেলে) সর্বকালের সেরা।’ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পেলের মৃত্যুতে ব্রাজিলে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে যেখানে

ফুটবল মহারাজা পেলের প্রয়াণ স্পর্শ করেছে গোটা দুনিয়া। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়াবিদের মৃত্যুতে শোকে কাতর পুরো ব্রাজিল। এই কিংবদন্তির মৃত্যুতে ব্রাজিল সরকার তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। এদিকে পেলের ইচ্ছানুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কোথায় হবে, তা ঠিক করা হয়েছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ৮২ বছর বয়েসে মারা যান তিনবারের বিশ্বকাপ জেতা মহাতারকা। পেলের মৃত্যুর পর পরই ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জইর বোলসোনারো দেশটিতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন।

২০২২ সালের একদম শেষ দিকে বিদায় নিলেও পেলের দেহ সমাহিত করা হবে নতুন বছরের শুরুতে। শারীরিক অবস্থা অবনতির পরই নিজের ইচ্ছা জানিয়ে যান পেলে। সেই অনুযায়ী তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে সাও পাওলোর ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে। সমাহিতের জন্য প্রস্তুত করা হবে আলবার্ট আইনস্টাইন *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মেজর হাফিজের সঙ্গে পেলে/ফাইল ছবি

গোলাম রব্বানী হেলালের সঙ্গে পেলে /নাজমুল আবেদিন কিরণ

পেলের মনে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশ

আরাফাত জোবায়ের : মেজর (অব) হাফিজ উদ্দিনকে বর্তমান প্রজন্ম চেনে রাজনীতিবিদ হিসেবে। মেজর হাফিজ এখন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ক্রীড়াবিদ হিসেবেও রয়েছে তার বিশাল ব্যপ্তি। স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান দলে খেলা হাফিজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের গণ্ডি পেরিয়ে ফিফার সাব কমিটিতেও দায়িত্ব পালন করেছেন এক দশক। সেই সময় ফুটবলের রাজা পেলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী পেলের সঙ্গে মেজর হাফিজের প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৮৪ সালে। সময়ের পরিক্রমায় ৩৮ বছর পেরিয়ে গেলেও পেলের সাক্ষাতের মুহূর্তটি এখনো তাজা হাফিজের মনে, ‘সুইজারল্যান্ডের জুরিখে ফিফা কংগ্রেস ছিল। সেই কংগ্রেসে ব্রাজিলের পেলে ও ইতালির দিনো জফকে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়। কংগ্রেস স্থলেই প্রথম পেলেকে দেখি। পেলেকে পেয়ে সবাই ছবি ও অটোগ্রাফের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।’

কংগ্রেসস্থলে ছবি ও অটোগ্রাফ নেয়ার সুযোগ পাননি হাফিজ। তার জন্য সন্ধ্যায় আরো ভালো কিছুই যে অপেক্ষা ছিল। ফিফা অতিথিদের জন্য নৌভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। সেই নৌভ্রমণের মধ্যে আবার আতশবাজিও ছিল। আতশবাজির আলো আঁধারের খেলা মেজর হাফিজের পাশে বসেই উপভোগ করেন পেলে।

অন্ধকারের মধ্যেও পেলেকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন হাফিজ, ‘অন্ধকার ছিল এর মধ্যেও পেলেকে ঠিকই চিনেছিলাম। তার সঙ্গে আরো দুই জন সঙ্গী ছিলেন। তারা পেলের সঙ্গে আলাপ করছিলেন।’

আতশবাজি শেষে নৌযানের আলো জ্বেলে উঠলে পেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন, ‘আলো জ্বালার পর দেখি পেলে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। আমি একজন সাবেক ফুটবলার ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পরিচয় দিয়ে কথা বলি। তিনি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই হেসে কুশল বিনিময় করেছিলেন।’

কুশলাদি বিনিময়ের পর হাফিজ পেলের অন্তরে খানিকের জন্য জায়গা করে নেন, ‘পেলের পরিবার তাকে ডিকো নামে ডাকে। আমার ছেলের নামও তার নেমে রেখেছি এটা তাকে জানাই। তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তার পাশে থাকা দুই জনকে বলেন দেখো, ‘আমার নামে তার ছেলের নাম রেখেছে!’ নৌযানের মধ্যেই মেজর হাফিজ তার ক্যামেরা দিয়ে পেলের সঙ্গে ফ্রেমবন্দি হন এবং পেলেও তার ক্যামেরা দিয়ে হাফিজের সঙ্গে ছবি তুলেন।

দশ বছর পর আবার পেলের সাক্ষাৎ পান হাফিজ। এবার অবশ্য ফিফার কংগ্রেসে নয়, বিশ্বকাপ ফুটবল আসরে। ১৯৯৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছিল বিশ্বকাপ ফুটবল। সেই সময় ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্য ছিলেন হাফিজ। আর ঐ বিশ্বকাপের বিশেষ দূত ছিলেন পেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের সেই সময় পেলের সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন হাফিজ, ‘আমেরিকা বিশ্বকাপে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে। বিশ্বকাপের সময় ফিফার অফিস ছিল ডালাসে। ফিফার সেই অফিস ও হোটেল দুই জায়গাতেই তার দেখা পেয়েছি।’ সেই সফরে হাফিজের সঙ্গে ছিলেন তার মেয়ে। পেলের সঙ্গে হাফিজের মেয়ে শামামারও রয়েছে স্মৃতি।

ফিফার আপিল ও ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্য ছিলেন মেজর হাফিজ। ফিফার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি কমিটির সদস্য থাকায় অনেক মহাতারকাকেই কাছ থেকে দেখেছেন এই সাবেক ফুটবলার। সবার মধ্যে পেলেকেই এগিয়ে রাখলেন বাফুফের সাবেক সভাপতি, ‘পুসকাস, লেভ ইয়াসিনও কিংবদন্তি। তাদের দেখাও পেয়েছি। তারা ইংরেজী না জানায় সেভাবে ভাববিনিময় হয়নি। পেলে দারুণ ইংরেজী জানেন। তার মধ্যে আলাদা একটি সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে মানুষকে আকর্ষণ করার।’

যিনি ফুটবলকে এত জনপ্রিয় করেছেন। সারা বিশ্বে যার এত জনপ্রিয়তা সেই খেলোয়াড় পেলের চেয়ে হাফিজের চোখে ব্যক্তি পেলের অবস্থান আরো বেশি ঊর্ধ্বে, ‘সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকা দুই জায়গায় দেখা হয়েছে। আমেরিকায় তো বেশ কাছাকাছি সময় কাটিয়েছি। সব সময় মুখে হাসি এবং বিনয়ী ভাব ছিল। কোনো সময় অহংকার চোখে পরিলক্ষিত হয়নি।’

পেলের সঙ্গে বাংলাদেশের খুব বেশি মানুষের সাক্ষাৎ হয়নি। মেজর হাফিজ অত্যন্ত সৌভাগ্যবানদের একজন (সাবেক ফুটবলার গোলাম রব্বানী হেলালের সঙ্গে একটি ছবি রয়েছে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিদায় কিংবদন্তী পেলে, কাঁদছে ফুটবল বিশ্ব

সাও পালো, ব্রাজিল: শরীরে কোনও অংশে কিছু কাজ করছিল না। ডাক্তাররা আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। শুধু ছিল অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত কোটি ভক্তকে কাঁদিয়ে ফুটবল সম্রাট পেলে অনন্তলোকে পাড়ি দিয়েছেন। তিন বারের বিশ্বকাপ জয়ী ৮২ বছর বয়সে ইহলোক ছেড়েছেন।

সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে গত বৃহস্পতিবার ২৯ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পেলে।

১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ জিতে পেলে অনন্য হয়ে আছেন। ফুটবল নিয়ে তার কীর্তি সবসময় জ্বলন্ত হয়ে থাকবে। তাই তো কিংবদন্তীর বিদায়ে কাঁদছে ফুটবল বিশ্ব। সবাই শোকাভিভূত। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে শোক প্রকাশ করে যাচ্ছেন বর্তমান ও সাবেক তারকারা। ইংলিশ গ্রেট গ্যারি লিনেকার তো টুইট করেছেন এভাবে, 'পেলে চলে গেছেন। তিনি ছিলেন ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বরিক ও মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দদায়ী। তিনি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সোনালী ট্রফি জিতেছেন তিন বার, সুন্দর সেই হলুদ জার্সি চাপিয়ে। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তবে তিনি ফুটবলে সবসময়ই অমর থাকবেন।'

পর্তুগালের অন্যতম গ্রেট ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো বলেছেন, 'আমার গভীর সমবেদনা ব্রাজিলের জন্য, বিশেষ করে এডসন আরান্টেস ডো নাসিমেন্তোর পরিবারের প্রতি। চিরকালের রাজা পেলের বিদায়ে পুরো ফুটবল বিশ্ব এখন যে ব্যথা গ্রহণ করছে তা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট হবে না। কোটি কোটি মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা, গতকাল, আজ এবং চিরকালের জন্য একটি রেফারেন্স। তাকে কখনও ভোলা যাবে না। তার স্মৃতি চিরদিন বেঁচে থাকবে আমাদের ফুটবলপ্রেমী সবার মাঝে। রাজা পেলে শান্তিতে থাকুন।'

নেইমার স্বদেশি গ্রেটকে নিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'আমি আগে বলতাম ফুটবল শুধু একটা খেলা ছিল। পেলে সব বদলে দিয়েছে। সে ফুটবলকে শৈল্পিক বিনোদনে পরিণত করেছে। ফুটবল ও ব্রাজিলের মর্যাদা তুলে ধরেছে। ধন্যবাদ রাজাকে। সে চলে গেছে। কিন্তু তার যাদু রয়ে গেছে। পেলে চিরকালের জন্য।'

কাতার বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি বলেছেন, 'শান্তিতে বিশ্রাম নাও পেলে।' ইংলিশ সাবেক তারকা ওয়েন রুনির মন্তব্য, 'শান্তিতে থাকুন পেলে। কিংবদন্তী।'

পোলিশ তারকা রবার্ত লেভানদোভস্কি বলেছেন, 'শান্তিতে থাকুন চ্যাম্পিয়ন। স্বর্গে নতুন তারকা আসছে। ফুটবল বিশ্ব একজন নায়ককে হারালো।'

ব্রাজিলিয়ান সাবেক তারকা রবার্তো কার্লোস বলেছেন, 'আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য ফুটবল বিশ্ব আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।'

ফুটবলকেই সুন্দর করে তুলেছিলেন যে কিংবদন্তী

ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলার ববি চার্লটন একবার বলেছিলেন, ফুটবল হয়তো আবিষ্কারই হয়েছে পেলের জন্য এবং নিশ্চিতভাবেই বেশির ভাগ ভাষ্যকার তার প্রশংসা করেন এভাবে যে তিনিই চমৎকার এ খেলাটির সবচেয়ে ভালো উদাহরণ।

গোলপোস্টের সামনে গিয়ে দক্ষতা আর বিদ্যুৎগতির নিখুঁত মিশ্রণ ঘটত পেলের; এবং নিজের এই নৈপুণ্যের সুবাদেই নিজের দেশ ব্রাজিলের একজন নায়ক হওয়ার পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন বৈশ্বিক স্পোর্টিং কিংবদন্তী । আর মাঠের বাইরে তিনি বরাবরই কাজ করেছেন সমাজের বঞ্চিত মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য।

তরুণ তারকা : অ্যাডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো জন্মেছিলেন ব্রাজিলের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় শহর ট্রেস কোরাকোসে ১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর।

তবে তার জন্ম সনদে তার জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২১শে অক্টোবর। তবে পেলের মতে এটি সত্য নয়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'ব্রাজিলে একেবারে নিখুঁত থাকা নিয়ে আমরা ততটা ব্যস্ত নই।' তার নাম রাখা হয়েছিল বিশ্বখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসনের নামে। পেলের মতে, এর কারণড়তার জন্মের কয়েকদিন আগে তার বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযুক্ত হয়েছিলো।

পরে অবশ্য 'এডিসন' থেকে 'আই' অক্ষরটি বাদ দিয়ে দেন বাবা মা, এবং তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় অ্যাডসন।

দারিদ্র্যের মধ্যেই বড় হয়েছেন পেলে। বাল্যকালে লোকাল ক্যাফেতে কাজ করে তিনি পরিবারের উপার্জনে সহায়তা করতেন। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ফুটবলার নয়, পাইলট হতে চেয়েছিলেন পেলে

ফুটবল পায়ে সৌরভ ছড়ানো পেলের জীবন অন্যরকমও হতে পারতো। তার শুরুর জীবনের গল্পটা ছিল এমনই। শৈশবে বিমানের পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ছোটবেলায় নিজের চোখে দেখা এক দুর্ঘটনা তার জীবনের লক্ষ্যটাই বদলে দিয়েছে পরে। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া পেলে প্রথম জীবনে আকাশে উড়তে চাইতেন। বাদাম বিক্রি করতে যাতায়াত ছিল বাউরুর বিমানবন্দরে। সেখানে উড়তে থাকা প্রতিটি বাহনকে দেখেই ধীরে ধীরে স্বপ্নটা দানা বাঁধে। তবে স্বপ্নটা অঙ্কুরেই ঝড়ে যায় ১৯৪০ সালে একটি গ্লাইডার বিমান দুর্ঘটনা ও একজনের নিহত হওয়ার ঘটনায়। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

‘মেট্রোরেল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তার ফসল’

জুনাইদ আহমেদ পলক

রাষ্ট্র চিন্তায় যদি থাকে দেশ ও মানুষের কল্যাণ তার প্রতিফলন দেখা যায় সরকারের নীতি ও পরিকল্পনায়। এসব নীতি-পরিকল্পনার আলোকেই গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শনের মূলে রয়েছে মানুষ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ। তাই তার উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে এ পর্যন্ত মেগা প্রকল্প থেকে শুরু করে যত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সবই দেশ ও মানুষের উন্নয়ন ঘিরে। অবকাঠামো উন্নয়নের কথাই ধরা যাক।

২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অংশ হিসেবে এ খাতে মেগা প্রকল্পসহ অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা বাস্তবায়নের পর একের পর এক উদ্বোধন করা হচ্ছে। এই উদ্বোধনের তালিকায় এবার যোগ হচ্ছে মেট্রোরেল। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ চালিত মেট্রোরেল ব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ২৮ ডিসেম্বর। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর রাজধানীর গণপরিবহনে নতুন দিগন্তের যাত্রা শুরু হবে। বলাবাহুল্য, রাজধানীবাসীর কাঙ্ক্ষিত এই মেট্রোরেল ঢাকা মহানগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন অভিযাত্রায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মেট্রোরেলই হতে যাচ্ছে আরও একটি বিস্ময় জাগানো মাইলফলক অর্জন। চলতি বছরের ২৫ জুন চালু হওয়া পদ্মা শুধুই একটি সেতু নয়। এটি এক সময়ের ৮৮ ভাগ বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার ইতিহাস এবং ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাহস ও সততার উদাহরণ সৃষ্টির সেতু।

২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তথা মেট্রোরেল প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য এমআরটি -৬ নামক ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথকে নির্ধারণ করা হয়।

রাজধানীর যানজট নিরসন ও সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগেই শুরু হয় মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজ। তিনি দেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল ২০১৬ সালের ২৬ জুন এমআরটি-৬ প্রকল্পের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

জাপানের অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় ঢাকাবাসীর স্বপ্নের প্রকল্প মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য ২০ দশমিক ১০ কিলোমিটার। রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ছুটে বেড়াবে ট্রেন। প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার রেলপথ চালু হবে। বাংলাদেশে মেট্রোরেলের যাত্রা দেশবাসীর মধ্যে আশাবাদ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি করেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মেট্রো ট্র্যাকে চলেছে বিদ্যুৎচালিত ট্রেন। এক সময় যে মেট্রোরেলের স্বপ্ন ছিল নগরবাসীর, সেই স্বপ্ন এখন বাস্তবতা। উদ্বোধনের পরেই বাণিজ্যিকভাবে চলবে মেট্রোরেল।

রাজধানীতে যত সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে যানজট সবচেয়ে ভোগান্তিকর। ঢাকার অসহনীয় যানজটে কেবল মানুষের দুর্ভোগই বাড়ছে না, দেশও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এই যানজট হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগের পাশাপাশি কর্মঘণ্টারও ক্ষতি করে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি প্রভাব পড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে। যানজটের মতো কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দুরবস্থা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত জরুরি।

মেট্রোরেল লাইন-৬ চালুর মধ্য দিয়ে ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সময়-সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ চালিত ও পরিবেশবান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে। মেট্রোরেল ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকার যোগাযোগব্যবস্থায় আধুনিকায়ন ও যানজট নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। ঢাকার বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও যানবাহনের চাপ সামলাতে মেট্রোরেলের মতো গণপরিবহনই হবে একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা।

এ ছাড়া বর্তমানে উত্তরা থেকে মতিঝিলে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু মেট্রোরেলে লাগবে মাত্র ৩৮ মিনিট। মেট্রোরেলে প্রতিদিন ৫ লাখ যাত্রী যাতায়াত করার সক্ষমতা রয়েছে। মেট্রোরেল চালু মাধ্যমে ঢাকার যানজট যেমন কমবে, তেমনি জিডিপিও ১ শতাংশ বাড়বে। শুধু লাইন ৬ চালু হলেই ঢাকায় কার্বন নিরসন ২ লাখ টনের মতো কমবে। এ ধরনের পরিবহন মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন ও উৎপাদনশীল সময় বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজধানী হিসেবে ঢাকা মহানগরে আয়তনের তুলনায় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

মেট্রোরেল যেভাবে আমজনতার বাহন হতে পারে

শামসুল হক

অনেক প্রতীক্ষার পর ঢাকাতে মেট্রোরেল উদ্বোধন হচ্ছে। বিলম্বে হলেও এটা আমাদের জন্য আনন্দের খবর। এটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। ঢাকার গণপরিবহনে একটি বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। এখানে সেবার মান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, নারী ও অসুস্থ যাত্রীরা বেশি বিড়ম্বনার শিকার হন। এই বিড়ম্বনা ও বৈষম্য নিরসনে মাইলফলক হতে পারে মেট্রোরেল। এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে নগরীর মানুষ সুফল পাবেন। আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলা সম্ভব। মেট্রোরেল ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সেই পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হলাম।

মনে রাখতে হবে- ফ্লাইওভার আর মেট্রোরেলের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শুধু ফ্লাইওভার নির্মাণ করে নগরীকে যানজটমুক্ত করা যায় না। কারণ ফ্লাইওভার কোনো বিকল্প সড়ক নয়। যে গণপরিবহন এক সময় ভূমি দিয়ে চলাচল করত, সেগুলো এই ক্ষেত্রে ওপর দিয়ে চলাচল করে মাত্র। কিন্তু তাতে যেমন যানজটের খুব একটা সুরাহা হয় না, তেমনই এটা টেকসই ব্যবস্থা হিসেবেও গড়ে ওঠে না। আমি বলব, ফ্লাইওভার একটি প্রাচীন ধারণা। বিশ্বের অনেক নগরেই এই ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও নতুন করে কেউ এদিকে অগ্রসর হচ্ছে না, বরং পুরানোগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বিশ্ব যেখানে ফ্লাইওভার ভাঙছে, সেখানে আমরা তৈরি করছি। আমি মনে করি, অজ্ঞতার কারণে যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভুলের আর পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

সেদিক থেকে মেট্রোরেল একই সঙ্গে প্রাচীন এবং নির্ভরযোগ্য গণপরিবহন ব্যবস্থা। ফ্লাইওভারে অতিরিক্ত গাড়ির চাপে যানজট হয়। কিন্তু মেট্রোরেলে তার অবকাশ নেই। যাত্রীর চাপ যত বাড়বে, তত বেশিবার এটি চলবে। এখানে যানজট সৃষ্টির অবকাশই নেই।

এটা ঠিক, ইউরোপে মেট্রোরেলে যাত্রীর চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু ঢাকায় যাত্রীদের ঘিরে এর অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মেট্রোরেল পরিকল্পিত না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্টেশনের কাছে ছোট পরিবহন পৌঁছার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। না হলে যাত্রীরা বাসা থেকে নির্দিষ্ট স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছবেন কীভাবে? আবার স্টেশনে নেমে যাতে সেখান থেকেই গন্তব্যে যেতে পরিবহন পান, সে ব্যবস্থা করতে হবে। যদি স্টেশনে নেমে গাড়ি পেতে অনেক দূর যেতে হয়, তাহলে গণপরিবহন ব্যবস্থার সেই উন্নয়নকে সার্বিকভাবে কার্যকর বলা যাবে না। স্টেশনের কাছে যাতে ছোট পরিবহন দাঁড়াতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত স্থান রাখতে হবে। এটা করা না গেলে যাত্রী ক্ষুব্ধ হবেন। নিচের সড়কেও যাতে যানজট না হয়, সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সার্বিক বিষয়ে নিবিড় নজরদারির মাধ্যমে বসবাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তোলা সম্ভব।

আমাদের কাজে সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সরকার সরাসরি সেবা দিতে পারে না। পাটকল, রেল ও বিমান খাতের দিকে তাকালে এর সত্যতা পাওয়া যাবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান সরাসরি পরিচালনার দায়িত্ব নিলে তা টেকসই হয় না। এ জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে ছেড়ে দিলে মেট্রোরেলের সুফল বেশি আসবে। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তরা অবহেলার সুযোগ খোঁজেন। স্টেশন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে নানা অনিয়ম দেখা যায়। মেট্রোরেলের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং নামার পর গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব একসঙ্গে দিতে পারলে ভালো হতো।

মেট্রোরেলের ভাড়া সহনশীল রেখে এটিকে আমজনতার বাহনে রূপ দেওয়া দরকার। নিম্ন আয়ের মানুষ ১০০ টাকা ভাড়া শুনলে ৩ বার ভাববে। তারা পাই পাই করে হিসাব করবে। তাই তাদের কথা চিন্তা করে ভাড়া নির্ধারণ করা উচিত। নিরাপত্তা, সময় বাঁচানোর তাগিদে প্রবীণ ও নারী যাত্রীরা মেট্রোরেলের দিকে ঝুঁকবেন। কিন্তু নিম্নবিত্তদের সস্তায় যাতায়াতের সুযোগ করে দিলেই এর আসল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে।

অনেক সময় কৌশলী হতে হয়। মেট্রোরেলের আশপাশে অনেক বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মিত হবে। এসব থেকে লাভ আদায় করে নিতে হবে। যাত্রীদের ওপর অতিরিক্ত ভাড়া চাপিয়ে দিয়ে খরচ ওঠানোর চিন্তা বাদ দিতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে অন্যরা যখন কম খরচে উন্নয়ন কাজ করছে, আমরা সে তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে উন্নয়ন কাজ করছি। ভবিষ্যতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

KT KHAN'S TUTORIAL

4 FREE IN-PERSON CLASSES!*

You get:

2 FREE Group Classes, 1 FREE Diagnostic Exam,
& 1 FREE Diagnostic Exam Review

*This promotion can be claimed at any of our locations.

EXTRA $200 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights	Jamaica	Ozone Park	NYC - Flatiron
74th St. & 37th Ave	178th St. & Hillside Ave.	86th St. & 101 Ave.	23rd St. & 5th Ave.

4,450+ SHSAT Students Accepted

1,400+ 4/4s on State Exams

THOUSANDS 1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

লেখকরা সমাজ বিপ্লবকে সাহায্য করে বৈকি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক আবহাওয়া ততই উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এবং অস্বাভাবিক রকমের সব ঘটনাও ঘটছে। যেমন যানবাহন ধর্মঘট। ধর্মঘট সাধারণত সরকারবিরোধীরাই ঘটায়; এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঘটাচ্ছে সরকারপক্ষীয়রাই। বিএনপি সমাবেশ ডাকা শুরু করেছে এবং সমাবেশের ঠিক দুদিন আগে যানবাহন মালিকরা ধর্মঘট ডাকছেন এবং সমাবেশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মঘটও গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ধর্মঘট মানেই তো স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করা, সরকারের তখন দায় থাকে ধর্মঘট ভাঙবার। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকার বেশ অসহায়, সরকার বলছে, 'আমরা কী করব, ধর্মঘট তো করছে যানবাহনের মালিক ও শ্রমিকরা।' মালিক ও শ্রমিকরা কিন্তু বলতে পারছে না কেন তারা ধর্মঘট করছে। কারণ, তারা তো জানে সত্য প্রকাশ করলে ক্ষতি হবে। বিষণ্ন মনে তারা ধর্মঘটজনিত ছোট ক্ষতিকে মেনে নিচ্ছে বড় ক্ষতিকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে। ওদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা দিয়েছেন যে, এবার খেলা হবে জোরদার। ঘোষণা দিয়েই একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন মনে হয়। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি বলা শুরু করেছে খেলা হবে কী করে, খেলার মাঠটা কোথায়? মাঠ তো সরকারি দলের দখলে। তারা আরও বলছে, মাঠ খোলা না থাকলে, অর্থাৎ নির্বাচনের সময় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে, সরকারের 'নিয়ন্ত্রণাধীন' নির্বাচনের পথ তারা মাড়াবেই না। আওয়ামী লীগ নেতা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, খেলার কথাটা পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন এবং মানুষ কথাটাকে অপছন্দ করেনি। তা যাই বলুন, পার্থক্য তো রয়েই গেল। মমতা তো লড়ছিলেন বামপন্থিদের বিরুদ্ধে, ক্ষমতা রক্ষায় তারই নিকটাত্মীয় বিজেপির বিরুদ্ধে এখন লড়ছেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় শাসনের কর্তা এবং সে-কারণে প্রবল প্রতিপক্ষ। আওয়ামী লীগ খেলবে কার বিরুদ্ধে, বিএনপিকে যদি মাঠে না-ই পাওয়া যায়? খালি মাঠে গোল দেওয়া? সে খেলা কি জমবে?

জনগণের দিক থেকে অবশ্য একটা শঙ্কা থেকেই যায়। সেটা হলো, খেলা যদি শেষ পর্যন্ত হয়ও, তবে সেটা তো হবে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য যে খেলা, ফুটবল খেলা, সেটার মতোই। খেলবে দুই দল, কিন্তু ফুটবলটি আসবে কোথা থেকে? জনগণই কি ফুটবল হয়ে যাবে? খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতার?

সে যাই হোক, নির্বাচন যদি সর্বাধিক পরিমাণে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হয় তাহলেও কি সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে মেহনতি মানুষের কপাল ফিরবে? তারা কি ভালোভাবে বাঁচতে পারবে? কই, ইতিহাস তো তেমন সাক্ষ্য দেয় না। খুব গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিহাস-সৃষ্টিকারী একটা নির্বাচন হয়েছিল ১৯৪৬-এ; তাতে মেহনতিদের ভাগ্য বদলাবে কি, উল্টো খারাপই হয়েছে। এরপর ১৯৭০-এর নির্বাচন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করে দিয়েছে। কিন্তু গণহত্যা কি ঘটেনি এবং মেহনতিদের দুর্দশা কি ঘুচেছে? তাহলে? নির্বাচন যে বুর্জোয়াদের খেলা, তা ফুটবল হোক, কি ক্রিকেটই হোক বা অন্য কিছু হোক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; ওই খেলায় মেহনতিরা কিছু উত্তেজনা পেতে পারে, এমনকি বুর্জোয়াদের ভাবসাব দেখে মেহনতিরা এমনও ভাবতে পারে যে, বুর্জোয়াদের নয়, মেহনতিদের হাতেই ক্ষমতা এসে গেছে কে জিতবে তা ঠিক করে দেওয়ার, কিন্তু সে আনন্দ নিতান্তই সাময়িক। অচিরেই বুঝবে তারা যে তাদের কপাল আগের মতোই ফাটা। জোড়া লাগেনি আদৌ।

জোড়া কি লাগবে অভ্যুত্থানে? অভ্যুত্থানও তো হয়েছে। ঊনসত্তরে হয়েছে; হয়েছে নব্বইয়ে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা তো বদলায়নি। বরং আরও পোক্ত

ও গভীর হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কেবল অভ্যুত্থানেও কুলাবে না; অভ্যুত্থান হওয়া চাই সামাজিক বিপ্লবের লক্ষ্যে। তার আভাস আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওই বিপ্লব ছাড়া যে মুক্তির উপায় নেই সেটা স্বীকৃত সত্য।

এরই মধ্যে আমরা 'উন্নতি' করতে থাকব; যদিও তাতে সুখ আসবে না। মানুষ বেকার হবে। বেকার মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে আর ক্ষুধা মানুষকে বেআইনি তথা অপরাধী করে তুলবে। ধরা যাক কেউ চুরি করতে গেছে, সেই 'চোর' কিন্তু পুলিশকেই বরং মিত্র ভাববে, জনতাকে নয়। যেমনটা কদিন আগে বরিশালের একটি বাজারে এক মুদির দোকানে ঘটেছে। রাতের বেলা তালা ভেঙে লোকটা ঢুকেছিল দোকানের ভেতরে, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে ঠিক করতে করতে এবং চোরাই মাল গোছাতে গোছাতে দেখে ভোর হয়ে এসেছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে তখন ৯৯৯-তে পুলিশকে ফোন করেছে; এসে যেন তাকে উদ্ধার করে। চোরের আতঙ্ক পুলিশকে যতটা নয়, জনতাকে ততোধিক। অতিঅদ্ভুত জগতের মতো ব্যাপার-স্যাপার। ধারণা করা অসংগত নয় যে, আরও অধিক পরিমাণে দেখা যাবে, উন্নতি মানুষকে নানাভাবে অমানুষ করে তুলছে। অতিশয় উন্নত এই ঢাকা শহরে এমনকি মানুষের একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোও মিটছে না। মলমূত্র ত্যাগের জন্য টয়লেট পর্যন্ত নেই। কদিন আগে বিশ্ব টয়লেট দিবস উদযাপিত হয়েছে; সে উপলক্ষে খোঁজ নিয়ে নাকি জানা গেছে, ১ কোটি ৭১ লাখ মানুষের বসবাস যেখানে, সেই ঢাকা শহরে পাবলিক টয়লেট রয়েছে মাত্র ১০৩টি। পৌর কর্তৃপক্ষ হয়তো মনে করে যে এই শহরে মানুষ বাস করে না, বাস করেন ফেরেশতারা। আবার পদ্মা সেতু হয়েছে ঠিকই, তাতে মানুষের যে বিস্তর সুবিধা তাও জানা কথা, কিন্তু রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার তো কোনো প্রকার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেনি, ফলে ঢাকার লোক যে ওই সেতুপথে মফস্বলে গিয়ে বসবাস শুরু করবে এমন ভরসা বৃথা, মফস্বলের লোকেরাই বরং ঢাকায় আরও অধিক সংখ্যায় আসবে, এমনই শঙ্কা। আর এমনও শুনব আমরা, গ্রামে সোয়া চার কোটি টাকা খরচ করে যে সেতু তৈরি করা হয়েছে তাতে উঠতে বাঁশের সাঁকো লাগে, যেমনটা দেখা গেছে ঢাকার কাছেই, ধামরাইতে। শুনতে হবে যে, ঢাকার শুক্রাবাদ এলাকাতে একজন বিউটিশিয়ানকে হোম সার্ভিসে বোনের নাম করে সাভার থেকে ডেকে এনে তিনজন যুবক মিলে ধর্ষণ করেছে, জানব ওই যুবকরা একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বেকার যুবকরা অবশ্যই আরও অধিক সংখ্যায় মাদকাসক্ত হবে। হতাশার লালনভূমি থেকে জঙ্গি তৎপরতা যে বৃদ্ধি পাবে না এমনটা আশা করা নিতান্ত অসংগত; এবং সড়কে মৃত্যুমিছিল আরও দীর্ঘ হয়ে উঠবে।

উন্নতির আঘাতে মানবিক সম্পর্কগুলো সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে উঠছে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব। পারিবারিক দ্বন্দ্ব রূপ নিচ্ছে গৃহযুদ্ধের। রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধের কথা আমরা অনেক সময়েই শুনে থাকি। যেমন একাত্তরের যুদ্ধকে বাইরের জগতের অনেক মহল থেকে চিহ্নিত করা হয়েছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ বলেড়্বলা হচ্ছিল যে গৃহযুদ্ধ বেধেছে শাসিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে শাসনকারী পশ্চিম পাকিস্তানের। গৃহযুদ্ধ নয়, ওটি ছিল মুক্তিযুদ্ধ। মানুষের মুক্তির জন্য যুদ্ধ আগামী দিনেও সব গৃহযুদ্ধকে পরিণত করা দরকার হবে ওই মুক্তিযুদ্ধে। কোনো এক দেশে নয়, সব দেশে, পৃথিবীব্যাপী। যুদ্ধটা হবে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের; শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের। এই যুদ্ধে পুঁজির ও শোষকদের পরাজয়ের ওপরই নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। শত্রুপক্ষের পরাজয় যদি ঘটে তবেই মানুষ তার স্বাভাবিকতা ফেরত পাবে; মানবিক সম্পর্কগুলো জোরদার হয়ে উঠবে। তার আগে নয়।

তবে বাস্তবতার উন্মোচনও সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করে বৈকি। খুব ভালোভাবেই কাজ করে। আমরা কি ফরাসি বিপ্লবের কথা ভাবতে পারি সে সময়ে লেখকদের রচনার কথা বাদ দিয়ে? রুশ বিপ্লব কি সম্ভব হতো যদি টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি ও লেনিন, এমনকি ট্রটস্কি যদি না লিখতেন? লেখকরাও তাদের লেখায় সমাজ বিপ্লবকে সাহায্য করেছে বৈকি

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এমন কেন?

মাসুদ কামাল

ছোটবেলায় আমাদের একটা খেলার মতো বিষয় ছিল। সমবয়সিরা মিলে খেলতাম। বাজার থেকে যে ঠোঙায় করে জিনিসপত্র বাসায় আসতো, সেই ঠোঙাগুলো খুব সাবধানে খুলতাম।

বেশির ভাগ ঠোঙাই তৈরি করা হতো পুরানো বইয়ের পাতা দিয়ে। আমরা ঠোঙার পাতাগুলো খুলে লেখাগুলো পড়তাম, তারপর বলার চেষ্টা করতাম সেটা কোন বিষয়ক বই, কোন ক্লাসের, কোন অধ্যায়ের। অনেকটা যেন প্রতিযোগিতার মতো।

অভ্যাসটা আমার অনেকদিন ছিল। যখন রিপোর্টিং করতাম, তখন পত্রিকায় ছাপা কোনো বিবৃতি উপরে নীচে ঢেকে মাঝখান থেকে পড়ে বলার চেষ্টা করতামড় কোন সংগঠনের বিবৃতি হতে পারে। প্রায় সময়ই সফল হতাম। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকলো, এই খেলাটা কঠিন হতে থাকলো। শিক্ষকদের সংগঠন, ছাত্রদের সংগঠন, শ্রমিকদের সংগঠন, সাংবাদিকদের সংগঠন, আলেমদের সংগঠনড়সব যেন কেমন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। বিবৃতি পড়ে এখন আর সংগঠনটিকে চেনা যায় না। তবে সংগঠনটি কোন পন্থি, সরকার নাকি বিরোধীড়সেটা বোঝা যায় সহজেই।

একটা উদাহরণ দিই। একটা বিবৃতির মাঝখান থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

''বুধবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যেভাবে মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তা উদ্বেগজনক। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বিএনপি সমর্থিত 'মায়ের ডাক' নামের একটি সংগঠনের আহ্বানে ২০১৩ সালে একজন বিশেষ ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ শুনতে ঢাকা শহরের একটি বাড়িতে উপস্থিত হন। একই সময়ে খবর পেয়ে 'মায়ের কান্না' নামের সংগঠনের কর্মীরা তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তাকে অবহিত করার জন্য একটি স্মারকলিপি দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তিনি কোনো কর্ণপাত করেননি। মায়ের কান্না সংগঠনটি সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল জিয়ার সময়ে (১৯৭৭-৭৮ সালে) বিচারের নামে হত্যা ও গুমের যে ঘটনা ঘটেছিল, তাতে স্বজনহারাদের মানবাধিকার রক্ষার আবেদন নিয়ে রাষ্ট্রদূতের শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের কথা শুনতে অপারগতা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দ্বৈত আচরণের বহিঃপ্রকাশ, যা দুঃখজনক।''

আমি নিশ্চিত এতটুকু পড়ে কেউ কি বলতে পারবেনড় এটা কোন সংগঠনের বিবৃতি? অনেকের কাছে হয়ত এটাকে কোনো রাজনৈতিক দলের বিবৃতি বলে মনে হতে পারে। তাদেরকে বরং সাহায্য করা যাক। না, এটা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের বিবৃতি নয়। আচ্ছা, বিবৃতির আরও একটু অংশ বরং পড়া যাক। ''সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে কয়েকটি দেশের কূটনীতিকেরা যেভাবে বক্তব্য দিয়েছেন ও অংশগ্রহণ করছেন, তা দৃষ্টিকটু ও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের লঙ্ঘন। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্য) আমাদের বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকারের কথা বললেও তারাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের স্বঘোষিত খুনি ও একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে।''

এখন কি বোঝা যাচ্ছে? না, এখনো বলা সম্ভব নয়। এতটুকু পড়েও কেউ বলতে পারবেন না এটা কোন ধরনের সংগঠনের বিবৃতি। ছাত্র সংগঠন হতে পারে, শিক্ষক সংগঠন হতে পারে, ডাক্তারদের সংগঠন হতে পারে, সাংবাদিক সংগঠন হতে পারে, সুশীল সমাজ হতে পারে, শ্রমিক সংগঠন হতে পারে, আবার মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠনও হতে পারে। তবে এতটুকু অতি সহজেই বলা যাবে যেড় এটা আওয়ামী ঘরানার কোনো সংগঠন হবে। পাঠকদের বরং বলেই দিই, এই বিবৃতিটি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি!

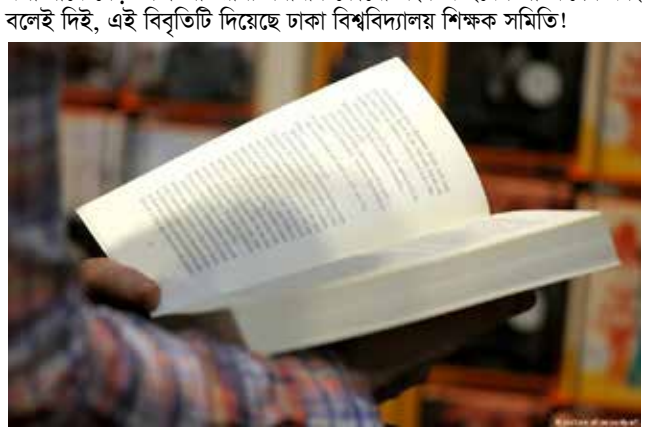

আমার ধারণা এতটুকু তথ্যপ্রাপ্তির পরও প্রশ্ন করার সুযোগ থেকে যায়। কেউ বলতেই পারেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটা কাজ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এত মাথা ব্যাথা কেন? বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতরা আমাদের দেশে যখন অবস্থান করেন, একটা নীতিমালার মধ্যেই থাকেন। সেই নীতিমালার বাইরে কেউ গেলে, সেটা যদি আমাদের জন্য অস্বস্তিকর অথবা বিব্রতকর হয়, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আছে, তারা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই সব ব্যবস্থারও কতগুলো বিধিবদ্ধ ধাপ রয়েছে। তাদেরকে মন্ত্রণালয় ডেকে পাঠাতে পারে, নিজেদের অস্বস্তির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে পারে, এমনকি প্রয়োজন বোধ করলে দেশ থেকে বেরও করে দিতে পারে। এরকম উদাহরণ বিভিন্ন দেশে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দেশেও দেখা গেছে। এতসব নিয়ম-কানুন থাকা সত্ত্বেও, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কেন এরকম একটা বিবৃতি দেওয়ার দরকার পড়লো? তাদের কি আর কোনো কাজ নেই? কেবল শিক্ষকদের কথাই বা কেন বলি, এই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিষয়ে বিবৃতির শুরুটা তো আসলে করেছেন কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিক। প্রায় একই রকম বিবৃতি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস সেদিন 'মায়ের কান্না' নামক সংগঠনের স্মারকলিপি না নিয়ে একটা অন্যায় করেছেন- এমন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাদের বিবৃতিতেও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিবৃতির পর দেখা গেল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও গা ভাসালেন একই গড্ডালিকা প্রবাহে। তাদের বিবৃতির ভাষা ও ভাব একই রকম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব বিবৃতি কি জনমনে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রভাব বিস্তার করে? আমার মনে হয় করে না। বিবৃতিতে তারা কী বললেন আর কী না বললেন, এ নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনোই মাথাব্যথা নেই। কারণ তারা ভালো করেই জানেন, এইসব তথাকথিত 'প্রখ্যাত' ব্যক্তি আসলে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মোসাহেবী করার জন্যই এই বিবৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা কাজ করে, কার আগে কে বিবৃতি দিতে পারেড়সেই প্রতিযোগিতা। এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আগেই ৩৪ বিশিষ্ট নাগরিক বিবৃতি দিয়ে দিলেন, এ নিয়ে হয়ত নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কিছুদিন একটা বেদনা কাজ করবে, আর বিপরীত দিকে ওই ৩৪ বিশিষ্ট নাগরিক অনুভব করবেন দারুণ আত্মশ্লাঘা। হয়ত মূল রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের কোনো নেতার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, এই প্রসঙ্গে তারাই প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন!

এই যে কথাগুলো বললাম, এগুলো কিন্তু নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। আমি নিজেই এমন বহু কথপোকথনের প্রত্যক্ষদর্শী। একবার তো এমনও হয়েছে, আমাকে সাক্ষীও মানা হয়েছে। একটা অনুষ্ঠানে এরকম একটি সংগঠনের নেতা বলছেন- অমুক প্রসঙ্গে আমরাই প্রথম সরকারের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছি। কী মাসুদ কামাল, আপনি তো বিষয়টা জানেন। আপনার পত্রিকাতেই তো প্রথম আমাদের বিবৃতিটা ছাপা হয়েছে!

তিনি তো বললেন, আমাকে সাক্ষীও মানলেন, কিন্তু আমি আসলে মনেই করতে পারছিলাম না। ঘটনাটির কথা মনে আছে, কিন্তু বিবৃতির কথা মনে নেই। আর কে আগে বিবৃতি দিয়েছিলড়সেটা মনে রাখার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি চুপ করে ছিলাম। তবে মনে হয়, আমার নামটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন কোনো সমর্থন পাওয়ার আশায় নয়, বরং *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

অ্যামেরিকা-রাশিয়ার খেলা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ

হারুন উর রশীদ স্বপন

বাংলাদেশকে নিয়ে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতি কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। আর এটার প্রভাব কী হতে পারে তা নিয়েও নানা মত রয়েছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন,"এটা দুই পরাশক্তির একটি খেলা। তারা বাংলাদেশের একটি বিষয় কেন্দ্র করে খেলায় নেমেছে। বাংলাদেশের উচিত হবে এটা থেকে দূরে থাকা। কারণ এটা থেকে বাংলাদেশের কোনো লাভ হবে না। এটায় জড়ালে বরং ক্ষতি হতে পারে।"

আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সোমবার এক ব্রিফিং-এ বলেন,"অ্যামেরিকা-রাশিয়া বা বিশ্বের কোনো লোক আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নাক গলাক, তা চাই না।"

প্রথমে বিবৃতি যুদ্ধটা শুরু হয় ঢাকার রাশিয়ান ও অ্যামেরিকান দূতাবাসের মধ্যে। শুরু করে রাশিয়ান দূতাবাস, মার্কিন দূতাবাস এর জবাব দেয়। আর সর্বশেষ রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তর এই বিতর্কে যুক্ত হয়েছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতি : গত ২২ ডিসেম্বর রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা মস্কোতে এক ব্রিফিং-এ বলেন,"বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সংঘটিত ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। অভিযোগ উঠেছে, ২০১৩ সালে নিখোঁজ একজন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি সংগঠনের হুমকির মুখে পড়েছিলেন।"

মুখপাত্র বলেন, "বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকারের প্রতি সহমর্মী হওয়ার অজুহাতে তিনি ক্রমাগত দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা বাংলাদেশে আগামী সংসদ নির্বাচন স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রকাশ্যে সুপারিশ করছেন বা নিজেদের মতামত দিচ্ছেন।"

দূতাবাসের বিবৃতি : এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর ঢাকার রাশিয়ান দূতাবাস এক বিবৃতিতে 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ' রক্ষার অজুহাতে পশ্চিমা দেশগুলো অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বলে মন্তব্য করে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গণতন্ত্র সুরক্ষা বা অন্য কোনো অজুহাতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে রাশিয়া বদ্ধপরিকর।

রাশিয়ার দূতাবাসের বিবৃতিতে আরো বলা হয়,"নিজেদের উন্নত গণতন্ত্রের বলে দাবি করা দেশগুলোর মধ্যে আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্খাগুলো সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তারা শুধু জাতিসংঘের সার্বভৌম সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপই করে না, বরং নির্লজ্জ প্রতারণা, অবৈধ বিধিনিষেধ ইত্যাদি অবলম্বনও করে। ফলে বিশ্বের অনেক দেশের সার্বভৌমত্ব অভূতপূর্ব ঝুঁকির মুখে পড়ে। রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অগ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা সম্পর্কিত ১৯৬৫ সালের জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসারে, কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক যা-ই হোক না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার অধিকার অন্য কোনো রাষ্ট্রের নেই।"

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিক্রিয়া : এর পরদিন ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস প্রতিক্রিয়া জানায়। টুইট বার্তায় প্রশ্ন করা হয়, ইউক্রেনের ক্ষেত্রে কি এই নীতি মানা হয়েছে (রাশিয়ান দূতাবাস যে নীতির কথা বলেছে)?

তারপরই যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের পররাষ্ট্র নীতিকে ব্যঙ্গ করে টুইটারে একটি কার্টুন পোস্ট করে রাশিয়ান দূতাবাস।

বর্তমান সরকারের আমলে গুমের শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে তাদের ফিরিয়ে

দেওয়ার দাবিতে কয়েক বছর ধরে কর্মসূচি পালন করছে 'মায়ের ডাক' নামের একটি সংগঠন। গত ১৪ ডিসেম্বর সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকার শাহীনবাগ এলাকায় সেই সংগঠনের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলামের (নিখোঁজ বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনের বোন) বাসায় তার সঙ্গে দেখা করতে যান। খবর পেয়ে সেখানে জড়ো হন জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৭ সালের সামরিক বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা। তারা 'মায়ের কান্না' সংগঠনের ব্যানারে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি নিরাপত্তার কারণে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করেন।

ওই ঘটনার পর ঢাকায় রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের 'নিরাপত্তা উদ্বেগ' তৈরি হওয়ার বিষয়টি জানায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। সেদিনই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দেখা করে নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ জানান হাস। পরে দূতাবাস থেকে বিবৃতিও দেওয়া হয়। এই ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পাল্টাপাল্টির মধ্যে দুই দেশের দূতাবাসও জড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে।

বাংলাদেশ একটি উছিলা : সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন মনে করেন,"বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র বাহাসে নামলেও এখানে বাংলাদেশ আসলে কোনো বিষয় না। বাংলাদেশ এখানে একটা উছিলা। তারা এখন যেখানে যাকে পারছে ঘায়েল করে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশে পরস্পরের বৈরিতা প্রকাশের একটা ইস্যু পেয়েছে। সেটা নিয়ে কথা বলছে। এটার মধ্যে বাংলাদেশের কোনোভাবেই জড়ানো ঠিক হবে না।"

তিনি মনে করেন,"এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে রশিয়া বাংলাদেশের প্রতি দরদ থেকে এই কথা বলছে। এতই যদি দরদ থাকত তাহলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাশিয়া বাংলাদেশের পাশে থাকত। তাতো নেই। তারা অব্যাহতভাবে মিয়ানমারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।"

"১৪ ডিসেম্বরের ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশতো কথা বলেছে। আমার মনে হয় এটা নিয়ে যথেষ্ট, আর নয়। এখন দুই দেশ যত বেশি কথা বলবে সেটা আমাদের জন্য আরো ব্রিবতকর হবে," বলেন সাবেক এই পররাষ্ট্র সচিব।

তার কথা,"আমার মনে হয় তারা থামবেন না। তবে থামলে আমি অনেক খুশি হবো।"

এটা ওদের খেলা : আর সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) মো. শহীদুল হক মনে করেন," দুই পরাশক্তির এই বিবৃতি যুদ্ধ ওদের নিজস্ব খেলা। দিন শেষে এটা থেকে বাংলাদেশের কোনো লাভ হবে না। তবে বিষয় হিসেবে তারা বাংলাদেশকে কেন বেছে নিলো সেটা আমার কাছে কৌতূহলের। কারণ বাংলাদেশ তাদের ব্যাটেল গ্রাউন্ড হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

তিনি বলেন,"আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯৭১ সালে আমরা কোল্ড ওয়ারের যে সুবিধা পেয়েছি এখন কিন্তু সেই পরিস্থিতি নাই। তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে অবস্থান নিতে হবে। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সব পশ্চিমা ও ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে। তাই আমাদের কোনোভাবেই তাদের যুদ্ধের মধ্যে জড়ানো ঠিক হবে না। আমাদের স্বতন্ত্র অবস্থানে থাকতে হবে। তাদের যুদ্ধে আমরা কেন জড়াব?"

" অ্যামেরিকা-রাশিয়া আমাদের অভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে নাক গলাক, তা চাই না"

এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিং-এ বলেন, "অ্যামেরিকা-রাশিয়া বা বিশ্বের কোনো লোক আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নাক গলাক, তা চাই না। এটা তাদের বিষয় না। আমরা চাই প্রতিটা দেশ জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী চলবে। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশিদের নাক গলানোর সুযোগ দেয় কে?

আমীন আল রশীদ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে 'হস্তক্ষেপ' বা 'নাক গলানো' ইস্যুতে বিশ্বের ক্ষমতাধর এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুই রাষ্ট্র রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাপাল্টি বিবৃতি কিছু গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

মানবাধিকারসহ নানা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের যে টানাপোড়েন চলছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেটি আগামী জাতীয় নির্বাচনে কী প্রভাব ফেলবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কি সত্যিই খারাপ?

কী কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো?

রাশিয়া কেন এমন একটি বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল এবং তারপরেই যুক্তরাষ্ট্রকে কেন পাল্টা বিবৃতি বা প্রতিক্রিয়া জানাতে হলো?

এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে রাশিয়া কি এটা বোঝাতে চাইছে যে বাংলাদেশ এখন চীন-রাশিয়ার বলয়ে?

বাংলাদেশ যদি চীন-রাশিয়ার বলয়ে ঢুকে যায় তাহলে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের রসায়নে কি কোনো পরিবর্তন আসবে, যে ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উষ্ণ এবং এই অঞ্চলে যেখানে ভারত ও চীনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান?

বাংলাদেশ ইস্যুতে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের এই 'মুখোমুখি' অবস্থান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কি কোনো প্রভাব ফেলবে?

এই সব প্রশ্নের বাইরে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সামনে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বা যে প্রশ্নটির সুরাহা করা দরকার তা হলো, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের 'হস্তক্ষেপ' বা 'নাক গলানোর' সুযোগ কে দিলো?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ঘটনার সূত্রপাত গত ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবসে, যেদিন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ৯ বছর আগে নিখোঁজ বিএনপির এক নেতার বাসায় গিয়েছিলেন তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। ওই সময় সেখানে হাজির হয় 'মায়ের কান্না' নামে একটি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। জিয়াউর রহমানের সেনা শাসনের সময় বিমানবাহিনীতে অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগে হত্যার শিকার পরিবারগুলোর সংগঠন 'মায়ের কান্না'। তারা পিটার হাসকে একটি বিবৃতি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মিস্টার হাস সেটি গ্রহণ করেননি। বরং দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে দেখা করে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান।

এর কয়েকদিন পরে ঢাকায় রুশ দূতাবাস তাদের ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এক বিবৃতিতে জানায়, 'রাশিয়া অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের মতো যে দেশগুলো বিদেশি শক্তির নেতৃত্ব অনুসরণ না করে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে, সে দেশগুলোর প্রতি রাশিয়া পুরোপুরি সমর্থন জানায়।' রুশ দূতাবাসের এ বিবৃতির লক্ষ্যবস্তু যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেটি বুঝতে গবেষণার প্রয়োজন নেই। ফলে দেখা গেলো এর পরদিনই এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানায় মার্কিন দূতাবাস। এক টুইট বার্তায় মার্কিন দূতাবাস ইউক্রেন রুশ আক্রমণের প্রসঙ্গ টেনে আনে। রাশিয়ার ওই বিবৃতি নিয়ে দ্য ডেইলি স্টার-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন শেয়ার করে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের টুইট বার্তায় লেখা হয়, 'রাশিয়া অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার যে নীতির কথা বলছে, ইউক্রেনের ক্ষেত্রে কি এই নীতি মানা হয়েছে?'

তবে ঘটনার সূত্রপাত এখানেই নয়। বরং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে আরও আগেইড়্যেটি বড় আকারে দৃশ্যমান হয় পুলিশের এলিট ফোর্স র‍্যাব এবং এই বাহিনীর ৭ জন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্য দিয়ে। যদিও বাংলাদেশ সরকার এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে, এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে বিএনপির লবি দায়ী। অবশ্য বিএনপির মতো একটি দল লবি করে বাংলাদেশের কোনো বাহিনী এবং বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারেড়এটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মত, সে প্রশ্নও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। বরং আমাদের যে প্রশ্নটি করা দরকার তা হলো, যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেই অভিযোগগুলো সঠিক কি না? বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেসব অভিযোগ বছরের পর বছর ধরে জনমনে আছে, সেই অভিযোগগুলোর সবই কি ঢালাও বা মিথ্যা?

সবশেষ হাতকড়া আর ডান্ডাবেড়ি নিয়ে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার একজন বিএনপি নেতা তার মায়ের জানাজা পড়ার যে ছবিটা গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে গেছে, সেই ছবিটা কী বার্তা দিলো? এই ছবিটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের বাইরেও লাখ লাখ মানুষ দেখেছেন। আবার বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে উৎখাত করতে বা সরকারকে বিপদে ফেলতে এক বা একাধিক শক্তি যে ক্রিয়াশীল, সেই বাস্তবতাও অস্বীকার করা যাবে না। ফলে এখন এই একটি ছবির কারণে এখন কোনো দেশের সরকার বা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত কোনো মানবাধিকার সংগঠন যদি মনে করে বা এই বলে বিবৃতি দেয় যে, বাংলাদেশে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও ভিন্নমতের অনুসারীদের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের শর্ত ও মানদণ্ডগুলো মানা হচ্ছে না; এই একটি ছবির কারণে যদি কোনো সংগঠন বলে যে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহড়তার জবাব কী হবে?

এই ছবিটা প্রকাশিত হওয়ার পরে সরকারের পক্ষ থেকে কি দ্রুত এর তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় জানাজার নামাজ পড়ার ঘটনাটি কতটা আইনসিদ্ধ এবং কতটা মানবিকড় সে বিষয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকরা কিছু কি বলেছেন? উপরন্তু গণমাধ্যমের খবর বলছে, যে মামলায় ওই বিএনপি নেতাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে, সেটি গায়েবি মামলা। সুতরাং একটি গায়েবি মামলায় একজন নিরপরাধ লোককে জেলে আটকে রাখা এবং মায়ের মৃত্যুর পরে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় তাকে জানাজার নামাজ পড়তে দেওয়ার এই ঘটনাটি কোন বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে? এটিকে কি একটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে চালানো হবে? কোনো বিদেশি দূত কিংবা কোনো মানবাধিকার সংগঠন যদি এই ঘটনার সমালোচনা করে, সেটি কি খুব অযৌক্তিক হবে এবং এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে পাল্টা সমালোচনা করাটা যৌক্তিক নাকি আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন?

বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রসফায়ার, নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে নির্যাতন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর দলীয় কর্মীর মতো আচরণসহ নানারকম অভিযোগ আছে এবং এই অভিযোগগুলো শুধু বিদেশে নয়, দেশের মানুষের মনেই আছে এবং এটি শুধু সাম্প্রতিক বছরগুলোর প্রবণতা নয় বরং এটি বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। সুতরাং এইসব ঘটনার কারণে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে বা সমালোচনা করে, তাহলে সেটিকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ' বলার আগে নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার, কেন অন্য কেউ এ ধরনের সমালোচনার সুযোগ পেলো? বাংলাদেশের রাজনীতি, নির্বাচন, বাকস্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ইস্যুতে কেউ যদি সমালোচনা করে, সেটি কি অন্যায় হবে? তারা কেন এইসব ইস্যুতে সমালোচনার সুযোগ পায়?

খুব সাধারণ যে কথাটি বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করা হয় তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। তার মানে অন্য দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় বলে বাংলাদেশেও হতে হবে? যুক্তরাষ্ট্রে কি দেড় শতাধিক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ আছে বা এসব দেশের নির্বাচন কি প্রশ্নবিদ্ধ হয়? যুক্তরাষ্ট্র বা প্রতিবেশী ভারতেও কি নির্বাচন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম অনাস্থা ও অবিশ্বাস আছে, যে অবিশ্বাসের কারণে নির্বাচনের সময় একটি অনির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা নিতে হয়? যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তারা কি দলীয় কর্মীর মতো আচরণ করেন? তাদের দিয়ে কি সরকার বা ক্ষমতাসীন দল চাইলেই যেকোনো কিছু করাতে পারে?

সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতি, নির্বাচন, মানবাধিকারসহ অন্য যেকোনো বিষয়ে কোন দেশ বা কোন সংগঠন কী বললো; তাদের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

সবাইকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা

Ruposhi Chandpur Foundation, Inc. New York
রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক, নিউইয়র্ক

নতুন বছর সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির পৃথিবী

কার্যকরী কমিটি
২০২২-২৩

ম.ফখরুল ইসলাম মাছুম
সভাপতি

মো: নুরে আলম মোল্লা
সাধারণ সম্পাদক

বিপ্লব সাহা
সহ সভাপতি

মোঃ কবির
সহ সভাপতি

মোঃ আকতার হামিদ
সহ সভাপতি

আব্দুল মমিন
সহ সভাপতি

মোঃ মাহবুবুর রহমান
সহ সাধারণ সম্পাদক

মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু
সহ সভাপতি

মো: সাইফুল ইসলাম লিটন
সহ-সভাপতি

মোবারক হোসাইন
সহ সাধারণ সম্পাদক

মোঃ মিজানুর রহমান
সহ সাধারণ সম্পাদক

মো: নুরুল আমিন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

বেলায়েত হোসেন সোহাগ
সহ-সাধারণ সম্পাদক

নুরুল ইসলাম মিলন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

মোঃ আবু ছাদেক
কোষাধ্যক্ষ

মো: জসিম উদ্দিন
সাংগঠনিক সম্পাদক

গোলাম আজম রকি
সহ সাংগঠনিক সম্পাদক

আবু তাহের
প্রচার সম্পাদক

আবু বকর
সমাজ কল্যান সম্পাদক

শাহানারা কবির
মহিলা সম্পাদিকা

শাহ আলম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

ফয়সাল আহমেদ রিপন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক

নুরুল আলম মজুমদার
সাহিত্য সম্পাদক

মোস্তাক আহমেদ
দপ্তর সম্পাদক

মামুন মজুমদার
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

ফয়সাল পাটোয়ারী
স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক

আব্দুর রহমান
ক্রীড়া সম্পাদক

মামুন মিয়াজী
নির্বাহী সদস্য

মোঃ সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য

মাহমুদা আহমেদ
নির্বাহী সদস্য

হাসান মাহমুদ সোহেল
নির্বাহী সদস্য

আব্দুস সামাদ টিটু
নির্বাহী সদস্য

নুর মোহাম্মদ
নির্বাহী সদস্য

ফারুক হোসেন পলাশ
নির্বাহী সদস্য

আব্দুর রহীম ভূঁইয়া
নির্বাহী সদস্য

ফারুক আহমেদ
নির্বাহী সদস্য

এ.বি. সিদ্দিক পাটোয়ারী
নির্বাহী সদস্য

সোহেল গাজী
নির্বাহী সদস্য

গিয়াস মাতাব্বর
নির্বাহী সদস্য

সাফায়াত হোসেন রোমান
নির্বাহী সদস্য

নুবায়রা ইবনাত
নির্বাহী সদস্য

খোরশেদ আলম
নির্বাহী সদস্য

সাফিল মিয়া
নির্বাহী সদস্য

ফাতেমা আক্তার
নির্বাহী সদস্য

মো: আহাদ ভূঁইয়া
নির্বাহী সদস্য

আনোয়ার হোসেন আনু
নির্বাহী সদস্য

মিয়া ওবাইদুর রহমান
নির্বাহী সদস্য

আবুল বাশার
নির্বাহী সদস্য

রেজাউর রহমান রাজু
নির্বাহী সদস্য

মোকছেদুর রহমান সেলিম
নির্বাহী সদস্য

মোঃ জহিরুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য

মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী
নির্বাহী সদস্য

মো: আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী সদস্য

মনির হোসাইন
নির্বাহী সদস্য

রফিকুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য

প্রচার সম্পাদক আবু তাহের কর্তৃক প্রচারিত।

কূটনীতিকদের মুখাপেক্ষী রাজনীতি নিপাত যাক

আবুল কাসেম ফজলুল হক

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে। ছয় দফা কর্মসূচি প্রচার করে আওয়ামী লীগ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং শেখ মুজিবুর রহমান আত্মপ্রকাশ করেন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে। তার পরের বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস সবার জানা।

দেশ এবং রাষ্ট্র এক নয়। দেশ প্রকৃতির সৃষ্টি আর রাষ্ট্র মানুষের। দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত একেকটি বিশাল ভূভাগ হলো একেকটি দেশ। দেশের বেলায় সাধারণত ভূখণ্ড, নদীনালা, গাছপালা, পশুপাখি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আকাশ-বাতাস ইত্যাদির কথাই আগে আসে, মানুষের কথা আসে পরে। শিল্পবিপ্লব বিকশিত হওয়ার আগে প্রতিটি দেশই অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, অখণ্ড দৈশিক সত্তা তখনো রূপ লাভ করেনি। তখন মানুষের বিচরণের পরিসর ছিল ক্ষুদ্র। পরে স্টিম ইঞ্জিন, মুদ্রণযন্ত্র ও অটোমোবাইলস ইত্যাদি বিকাশের ফলে মানুষের যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্র দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। তখন ক্রমে স্থানীয় অর্থনীতি থেকে আঞ্চলিক অর্থনীতি, আঞ্চলিক অর্থনীতি থেকে দৈশিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি জনগণের মনোজীবনেও আনুষঙ্গিক নানা পরিবর্তন দেখা দেয়, জনগণের সাংস্কৃতিক সত্তা দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়। দৈশিক সত্তা বজায় রেখে যাতায়াত ও যোগাযোগের গতি দেশের বাইরেও বিস্তৃত হতে থাকে। তারপর বিদ্যুতের আবিষ্কার ও বহু বিচিত্র ব্যবহার এতে নতুন মাত্রা যোগ করে। বিদ্যুতের ব্যাপ্তির আগেই জনমনে দেশভিত্তিক ঐক্যবোধ বা ঐক্যচেতনা দেখা দেয়।

দেশভিত্তিক এই ঐক্যবোধ বা ঐক্যচেতনাই জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় চেতনা। জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীই জাতি (ঘধঃরড়হ)। ক্রমে দেশের জনগণের মধ্যে জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের অন্তরগরজ দেখা দেয়। প্রত্যেক জাতির জনগণ স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করে- 'আমরা যদি আমাদের দেশে আমাদের জন্য একটি ভালো রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সেই রাষ্ট্রে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জীবন সম্ভব হবে।' তাতে শুরু হয় রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা, গড়ে তোলা হয় রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক আন্দোলন, জাতীয়তাবোধ উন্নীত হয় জাতীয়তাবাদে (ঘধঃরড়হধষরংস) এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতি-রাষ্ট্র।

ইউরোপে জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র ও গির্জার কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে। উপনিবেশ দেশগুলোতে জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় উপনিবেশকারী শক্তির ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে। রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, গির্জাতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ জাতীয়তাবাদের শত্রু। জাতি, জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র বিকাশশীল ব্যাপার। ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) পর থেকে তিনটি আদর্শ অবলম্বন করে রাজনীতি বিকশিত হয়েছে- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিকতাবাদ।

কয়েক বছর ধরে কোনো কোনো মহল থেকে কিছু লোক অত্যন্ত প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে চলছেন। জাতীয়তাবাদ একটি ধারণার বাস্তব ভিত্তি আছে। বিষয়টি নিয়ে নানাজনের নানা মত হতেই পারে।

তবে বাংলাদেশে জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর না ভেবে পারা যায় না। বাংলাদেশে জনজীবনের সমাধানযোগ্য সমস্যাবলির সমাধানকে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা সমীচীন। জাতি, জাতীয়তাবাদ ও জাতি-রাষ্ট্র ইত্যাদির বিরোধিতা যারা করেন তাদের বক্তব্য আমি ঠিক বুঝতে পারি না। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ইত্যাদিকে আমি জাতীয়তাবাদ মনে করতে পারি না। এগুলো জাতীয়তাবাদের বিকার এবং জনগণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জাতীয়তাবাদের সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ, আন্তর্জাতকিতাবাদকে আমি জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী মনে করতে পারি না। লেনিন, স্তালিন, মাও জে দং জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন না। নিজ নিজ দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদকে তারা দরকারি মনে করেছেন।

জাতি বাদ দিয়ে কথিত জাতিসত্তা নিয়ে কি রাষ্ট্র গঠন সম্ভব? বাংলাদেশে চাকমা, রাখাইন, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য বাঙালি জনগোষ্ঠীর উন্নতিকে স্থগিত রাখা কি সমীচীন হবে? চাকমা, রাখাইন, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিলীয়মান সব মাতৃভাষার উন্নতির জন্য বিকাশমান বাংলা ভাষার উন্নতি স্থগিত রাখা কি সমীচীন হবে?

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমরা 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' রূপে পালন না করে 'আন্তর্জাতকি মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালন করে কি ঠিক কাজ করছি? বাংলা ভাষাকে তো ধীরে ধীরে রাষ্ট্রভাষার অবস্থান থেকে কেবল মাতৃভাষার অবস্থানে নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। বাংলাদেশে জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের বিবেচনা বাদ দিয়ে আমরা কোনো লক্ষ্য নিয়ে সামনে চলছি। বাংলাদেশে ৪৫টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি। জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' কিংবা 'বহুত্বমূলক ঐক্য' অবলম্বন করতে হয়। বৈচিত্র্যে কিংবা বহুত্বে যেমন গুরুত্ব দিতে হয়, তেমনি গুরুত্ব দিতে হয় ঐক্যে। তা না করে কেবল 'বহুত্ববাদ' অবলম্বন করে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনৈক্য সৃষ্টি করে চলার মধ্যে কল্যাণ কোথায়?

জাতিসত্তা, বহুত্ববাদ ও জাতীয় অনৈক্য নিয়ে বাংলাদেশ তো রাষ্ট্র হয়ে উঠছে না! জাতীয়তাবাদবিরোধী চিন্তাকে আমার কাছে ক্ষতিকর মনে হয়। আমি মনে করি বাংলাদেশে 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র' গঠন আজ একান্ত দরকার। বিশিষ্ট নাগরিকদের কারও মধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে মানবাধিকার আজ একান্ত দরকার। সেই সঙ্গে দরকার সর্বজনীন গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে ন্যায় বৃদ্ধি করা। নিজেদের জাতি ও রাষ্ট্র গঠন না করে বিশ্বব্যাংক ও দাতাসংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিণতি শতকরা অন্তত আশি ভাগ মানুষের জন্য কল্যাণকর হচ্ছে না।

গত চার দশকের মধ্যে নিঃরাজনীতিকৃত (ফবঢ়ড়ষরঃরপবুবফ) হতে হতে জাতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে সুস্থ-স্বাভাবিক ধারণাও আমাদের হারিয়ে গেছে। বিশিষ্ট নাগরিকরা এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের স্থানীয় দূতাবাস অভিমুখী রাজনীতি করতে করতে সম্পূর্ণ অনুচিত ও বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে আছেন। সর্বোপরি আছে নৈতিক চেতনার নিদারুণ নিম্নগামিতা। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল দূতাবাসমুখী হওয়ার ফলে ঢাকায় অবস্থানকারী বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনীতিকরা 'টুইসডে গ্রুপ' নামে সংস্থা গঠন করে বাংলাদেশের রাজনীতির গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে রাজনীতিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। মুক্তি ও উন্নতির উপায় বের করতে হলে এসব খতিয়ে দেখতে হবে।

আমাদের দরকার জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং নিজেদের রাষ্ট্র গঠনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য। নিজেদের রাষ্ট্র গঠনের কার্যক্রম বাদ দিয়ে শুধু সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের রাষ্ট্র না থাকলে আমরা কি ভালো থাকব? বাংলার বদলে ইংরেজিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা করার আয়োজন যারা করছেন, তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কি স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে? তাদের আগ্রহ তো বাংলাদেশকে রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা নয়। তাদের আগ্রহ শুধু রাজত্ব করার দিকে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা এখন এমন যে জাতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিহাসের দিক দিয়ে সব মৌলিক ধারণাকে মূলগতভাবে পুনর্গঠিত করা আজ একান্ত দরকার। বিশ্বায়ন তো সাম্রাজ্যবাদেরই উচ্চতর স্তর। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র না হয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের অধস্তন অবস্থানে থেকে বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়ে চললে তা জনগণের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থি ও ভারতপন্থি হতে গিয়ে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ বিপন্ন। জনজীবনে বিপন্নতা তো আছেই। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেশবোধ, জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রবোধ দরকার। তাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ দরকার। বাংলাদেশকে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে হবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের- *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মস্কোর নজর মুসলিম বিশ্বে

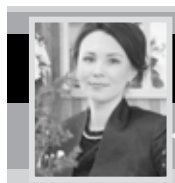

ডক্টর দিয়ানা গেলিভা

দুই সপ্তাহ আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক 'ঝনবৎনধহশ' (উচ্চারণ: স্পেরবাঙ্ক) তাতারস্তানের (রুশ ফেডারেশনের একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র, যা ভোলগা ফেডারেল জেলায় অবস্থিত) রাজধানী কাজানে শাখা খুলেছে। তাতারস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম। এখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের শাখা খোলার উদ্দেশ্যটি একেবারে পরিষ্কার। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির কর্মকৌশল হাতেনাতে শেখা। পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাশিয়া এ কাজটি করছে না। বরং এই কাজ এজন্য করছে যে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার বিকাশ সাধিত হয়েছে।

তাতারস্তানে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার বিকাশ সাধিত হওয়ার পেছনে দুটি আর্থিক সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে সৌদি আরবে অবস্থিত ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুবাই ইসলামিক ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। এই দুটি সংস্থার শাখা রয়েছে রাশিয়ার তাতারস্তান প্রজাতন্ত্রে। এ খাতে আরেকটি বৈশ্বিক ফ্যাক্টর হচ্ছে 'রাশিয়া-ইসলামিক ওয়ার্ল্ড: কাজান সামিট' নামে একটি বার্ষিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন, যার ভেন্যু হচ্ছে কাজান। এই শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে তাতারস্তানে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার মৌল সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আইনি দলিলের অনুপস্থিতি, যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার অনুমোদন মিলবে এবং যার মাধ্যমে ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং তৎপরতা শুরু করা সম্ভব। এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা গেলে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও তাতারস্তানে অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির আইনি ভিত্তি পেয়ে যাবে।

তবে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সেক্টরে পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের কারণটিও রাশিয়াকে মুসলিম বিশ্বের দিকে নজর বাড়াতে ভূমিকা পালন করছে। এরই অংশ হিসেবে তাতারস্তানে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ সাধিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির উন্নয়ন বা বিকাশ সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনা ইতোমধ্যে রাশিয়ান সংসদের নিম্নকক্ষ দুমায় উপস্থাপন করা হয়। রাশিয়ার চারটি প্রজাতন্ত্রে কীভাবে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার বিকাশ সাধন করা যায়, সেটা নিয়ে সমঝোতা করতেই দুমায় আলোচনাটি জায়গা করে নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, এটা রাশিয়ার ইসলামপ্রীতির অংশ নয়, জাগতিক অর্থনীতিতে ইসলামী অর্থনীতি যে একটি বাস্তবতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, এরই প্রেক্ষাপটে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ইঙ্গিত মিলেছে, অর্থনৈতিক এই প্রক্রিয়াটি অনুমোদন পেলে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা প্রস্তাবিত রুশ প্রজাতন্ত্রগুলোতে চালু হবে। এর অর্থ রুশ অর্থনীতি এখন পূর্ব দিকে শিফট করছে। রুশ পররাষ্ট্রনীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে, দেশটি এখন শুধু চীন ও ভারতকেন্দ্রিক নয়, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোও এখন রাশিয়ার নজরে রয়েছে। অর্থাৎ যেসব মুসলিম আইডেন্টিটি তথাকথিত ইসলামিক ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল এতদিন, সেসব ফ্যাক্টরের প্রায়োগিক দিক নিয়ে এখন রাশিয়াকে ভাবতে হচ্ছে।

রাশিয়ার মুসলিমরা চলতি বছর ভোলগা-বুলগারদের (ভোলগা-বুলগার হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক বুলগার রাজ্য, যা ভোলগা এবং কামা নদীর সঙ্গমস্থলের আশপাশে সপ্তম থেকে ১৩০০ শতাব্দীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যা এখন ইউরোপীয় রাশিয়ার অংশ। এটি একটি বহুজাতিগত রাষ্ট্র ছিল, যেখানে বিপুলসংখ্যক তুর্কি বুলগার, বিভিন্ন ফিনিক, ইউগ্রিক ও স্লাভ জনগণ ছিল। এর কৌশলগত অবস্থান এটিকে আরব, নর্স এবং আভারের মধ্যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার তৈরি করতে দেয়) ইসলাম গ্রহণের শতবার্ষিকী পালন করছে। এটা উপলক্ষে অনেক বড় বড় ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। রাশিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বোর্ড ও মস্কো ইসলামিক ইনস্টিটিউট আয়োজিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক মুসলিম ফোরাম সেসব ইভেন্টের মধ্যে অন্যতম। এই ফোরামের থিম ছিল, 'বিচার ও সংযম: বিশ্বব্যবস্থাপনার ঐশ্বিক মূলনীতি।' এতে ৪০টির বেশি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেন। এ ছাড়া তুরস্ক, ফিলিস্তিন, আজারবাইজান, ইরাক, কুয়েত, পাকিস্তান ও কাতারের শীর্ষ আলেমরা এতে চলতি বিশ্বব্যবস্থাপনা ও এর বিকল্পগুলো নিয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

ফোরামে ফিলিস্তিন, ইরাক ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা মুসলিম বিশ্বের প্রতি পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির তুখোড় সমালোচনা করেন। রাশিয়ার প্রতি কেন মুসলিম বিশ্ব ঝুঁকছে এবং তা কীভাবে বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও তারা তুলে ধরেন।

ফোরামের অনেক ফোকাসের মধ্যে অন্যতম ছিল রাশিয়ার ধর্মীয় সংগঠন 'দ্য রিলিজিয়াস বোর্ড অব মুসলিমস অব দ্য রাশিয়ান ফেডারেশন।' ঘনিষ্ঠ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সৃষ্টিতে এই ফেডারেশন অনুসৃত 'আধ্যাত্মিক কূটনীতি' ও 'ব্যক্তিক কূটনীতি' প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে মেনা (মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা) অঞ্চলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে রাশিয়ার মুসলিমদের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।

এ ছাড়া রুশ মুফতিরা কীভাবে একবিংশ শতাব্দী থেকে ধর্মীয় সফট পাওয়ারের অংশ হিসেবে কী কী তৎপরতা চালাচ্ছেন, ফোরামে তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়। এতে জানানো হয়, 'রুশ-ইসলামী বিশ্ব' কৌশলগত রূপকল্পের আওতায় কীভাবে রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে (চেচেনিয়া, দাগেস্তান, তাতারস্তান ও বশকোরোস্তান) প্যারাডিপ্লোমেসির (আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক ইস্যুগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে বিভিন্ন সংগঠন বা সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ) কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এসব অঞ্চলে মুসলিম এনজিওগুলোর কর্মতৎপরতাও আলোচিত হয়।

ফোরামে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়, কীভাবে ফোরামের এসব নীতি রাশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি রুশ অঞ্চল চেচেনিয়া ও তাতারস্তানে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলভুক্ত দেশগুলোর বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। এতে আরও দাবি করা হয়, ইউক্রেন সংকটের ব্যাপারে জিসিসি রাষ্ট্রগুলোর নিরপেক্ষ অবস্থান ফোরামের নীতিগুলোর কারণেই সম্ভব হয়েছে।

ফোরামে এটাও বলা হয়েছে, এসব উদ্যোগ মোটেও সমন্বিত নয়, বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাত্র। তাই কার্যকর ফলাফল পেতে হলে রুশ মুসলিমদের অনুসৃত ধর্মীয় সফট পাওয়ারকে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে শক্তিশালী করতে খোদ রাশিয়াকেই এগিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় সেকেন্ড প্লেয়ারকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই সেকেন্ড প্লেয়ারদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী ও অভিবাসীরা। রুশ মুসলিম ফোরাম বিশ্বাস করে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় যেসব অভিবাসী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বসবাস করছে, তারা রাশিয়ার মুসলিম এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার সম্পর্ক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক বা সংযোগ হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

মুসলিম আইডেন্টিটি সম্ভাব্য ব্যবসায়িক প্রকল্পগুলোর জন্য একমাত্র পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশেষ করে হালাল লাইফস্টাইলের বিকাশে ভূমিকা রাখবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিসিসি রাষ্ট্রগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ৯ জন নারী মন্ত্রী হয়েছেন। এ ছাড়া সরকারি চাকরিতে নারীর সংখ্যা ৬৬ শতাংশ, আর বড় পদে তাদের হার ৩০ শতাংশ। বিভিন্ন সামাজিক ইভেন্ট, বিশেষ করে দাতব্য কর্মতৎপরতা প্রভাবশালী নারীদের প্রভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই নারী। ধারণা করা হচ্ছে, ধর্মীয় সফট পাওয়ারকে কাজে লাগালে রুশ প্রজাতন্ত্রের মুসলিম নারীদেরও ক্ষমতায়ন বাড়বে।

সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেও রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকান দেশগুলোর ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। রাজনৈতিক দিক থেকে রাশিয়ার অবস্থান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝামাঝি ধরা হয়। কিন্তু ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে রাশিয়া প্রাচ্যের দিকেই ঝুঁকছে। এ ঝোঁক মূলত মুসলিম আইডেন্টিটির দেশগুলোর ওপর নির্ভর করছে। একই সময়ে মুসলিম বিশ্বে যে ডিসকোর্সগুলো চালু রয়েছে বা আলোচিত হচ্ছে এবং পশ্চিমা দেশগুলো *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আসন্ন সামার মওশুমের এয়ার টিকেট এর সেল চলছে

ক্যান্সার ঠেকায় যে খাবারগুলো

রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে যথাযথ চিকিৎসায় ক্যান্সার পুরোপুরি সেরে যেতে পারে অথবা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। ক্যান্সারের সাধারণ কিছু লক্ষণ হলোড়অল্প বা বেশি জ্বর, রাতে ঠান্ডা লাগা বা ঘেমে যাওয়া, ক্ষুধা কমে যাওয়া, শরীরে চাকা দেখা দেওয়া। কখনো তাতে ব্যথা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আরও আছে দীর্ঘস্থায়ী কাশি, অনেক দিন ধরে গলা ভাঙা, মলত্যাগের অভ্যাসে পরিবর্তন, ঘন ঘন ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা মলের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, বিনা কারণে ক্লান্ত বোধ করা, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি।

রসুন : গবেষণায় দেখা গেছে, যারা রসুন খান তাদের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এটি ক্যান্সারকে দানা বাঁধতে দেয় না। তাই প্রতিদিন রসুন খাওয়ার অভ্যাস করুন।

গ্রিন টি : অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মানেই ক্যান্সার প্রতিরোধী। আর গ্রিন টি হলো এর দারুণ এক উৎস। সবুজ চায়ে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যাটচিন থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রিন টি টিউমার হওয়া প্রতিরোধ করে।

গাজর : গাজরে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন আছে, যা ফুসফুস, শ্বাসনালি থেকে শুরু করে পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্যান্সারও ঠেকায়। এমনকি স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধও করে থাকে। প্রতিদিন একটি গাজর বা এক গ্লাস গাজরের রস পান করুন।

টমেটো : টমেটো মূলত একটি ফল। এর আরেক নাম 'নিউট্রিশনাল পাওয়ার হাউস'। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এটি। এতে আছে লাইকোপেন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা হৃদরোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে। আবার টমেটোর ভিটামিন এ, সি ও ই ক্যান্সারবান্ধব মৌলের শত্রু। টমেটোর রস ক্ষতিকর ডিএনএ যুক্ত কোষ নষ্ট করতে পারে। তাই সপ্তাহে দুই-তিনটি টমেটো খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।

বাদাম : বাদামে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে। পাশাপাশি পটাশিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট, সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন ই থাকে। কিছু প্রোটিন ও ফাইবারও থাকে বাদামে। আখরোটে থাকে প্রদাহরোধী ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। গবেষণায় জানা গেছে, বাদামের সেলেনিয়াম উপাদানটির কারণে কোলন, ফুসফুস, যকৃত এবং অন্যান্য ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। সকালে বা বিকেলের নাশতায় চীনাবাদাম রাখতে পারেন। এ ছাড়াও বাদামের মাখনও উপকারী।

হলুদ : আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির গবেষণা বলছে, হলুদের কারকিউমিন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এ ছাড়া এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা দেহের টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দেহকে ক্যান্সার প্রতিরোধী করে তোলে। প্রতিদিন কাঁচা হলুদের দুধ বা তরকারিতে প্রয়োজনমতো হলুদ ব্যবহার করতে পারেন।

ফুলকপি ও ব্রকলি : দুটোই ভেষজ উপাদান সমৃদ্ধ সবজি। আঁশযুক্ত সবজির মতো এরাও শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর করে থাকে। এ ছাড়া এতে থাকা গ্যালাকটোজ উপাদান অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া দূর করে। ব্রকলির সালফোরোফেন, ইনডোলস উপাদান ফুসফুস, ব্লাডার, লিমফোমা ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

তরমুজ : ফলের মধ্যে তরমুজ ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বেশ ভালো লড়ে। তরমুজে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। প্রতিদিনের চাহিদার ৮০ শতাংশ ভিটামিন সি, ৩০ শতাংশ ভিটামিন এ ও বিটা ক্যারোটিন দিতে পারে এটি। তা ছাড়া তরমুজেও লাইকোপেন থাকে।

সবুজ শাক : সবুজ শাক ফাইবার, ফোলেট, ক্যারোটিনয়েড ও ফ্লেভনয়েডের চমৎকার উৎস। এ যৌগগুলোর বেশিরভাগেরই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপকারিতা আছে যা কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। পেঁয়াজ : নিয়মিত পেঁয়াজ খেলে পাকস্থলীর ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। এর ক্যান্সার প্রতিরোধক উপাদান টিউমারের বেড়ে ওঠা বিলম্বিত করে।ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি

কেন দরকার ভিটামিন ডি?

দাঁত ও হাড়ের সুরক্ষার পাশাপাশি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে প্রয়োজন হয় ভিটামিন 'ডি'। তাই একে বলা হয় পুষ্টির পাওয়ার হাউস। এই ভিটামিনের অভাবে ক্লান্তি, অবসাদ, খিটখিটে মেজাজ, বিষণ্নতাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যাও দেখা দেয়। কীভাবে কোথায় পাবেন ভিটামিন 'ডি', এভারকেয়ার হাসপাতালের পুষ্টিবিদ আশফি মোহাম্মদ-এর সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন ইসরাত জেবিন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ভিটামিন 'ডি'র চাহিদা বাড়তে থাকে। জন্মের পর থেকে এক বছর পর্যন্ত শিশুদের দৈনিক ৪০০ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' প্রয়োজন *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

শীতে সর্দি-কাশি বাড়ার কারণ খুঁজে পেলেন গবেষকরা

শীতের কনকনে বাতাসে অনেকেরই ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। তাই ভোগান্তি হয়। হাঁচি, কাশি, গলাব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া ইত্যাদি যন্ত্রণা বাড়ে। এ সমস্যার জন্য দায়ী ছোঁয়াচে রোগ-জীবাণু চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। আর যাকে নাজুক অবস্থায় পায়, তাকেই আক্রমণ করে বসে। হাঁচি-কাশির জীবাণুগুলো অবশ্য সারা বছরই থাকে। তাহলে গ্রীষ্মের তুলনায় শীতেই কেন বেশি মানুষ এতে আক্রান্ত হয়? যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। তারা বলছেন, শীতের ঠান্ডা বাতাস মানুষের নাকের ভেতরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে নাকের ভেতরের তাপমাত্রা মাত্র ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেলেই অনেক কিছু বদলে যায়। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী কোটি কোটি কোষ তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই গরমকালের চেয়ে মানুষ শীতকালে সর্দি-কাশিতে বেশি কাবু হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের 'জার্নাল অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি' সাময়িকীতে এ-সংক্রান্ত একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষক ও হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ডা. বেনজামিন ব্লেয়ার বলেন, ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধির একটা যোগসাজশ আছে। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

সকালে খালি পায়ে হাঁটার নানা উপকার

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ প্রতিদিন সকালে হাঁটার চেষ্টা করেন, সকালে হাঁটার জন্য মানুষের শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মানসিক চাপ কমে, হাড়ের নানা ব্যথা থেকে শুরু করে অস্থির ব্যথা কমাতে সাহায্য করে, ডায়বেটিসে ও উচ্চ রক্তচাপে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখে। ক্যালোরি ও মেদ কমাতে কিছু তাই হাঁটতে হয়। হাঁটলে মন ভালো থাকে। এমন তথ্যগুলো আমাদের মোটামুটি জানা। কিন্তু যদি মাটিতে বা ঘাসে হাঁটা যেত তাহলে উপকার হতো দ্বিগুণ।

শরীরে গতি আনে : নিয়মিত প্রতিদিন খালি পায়ে হাঁটতে পারলে মানবদেহের চালিকার অন্যতম শক্তি ইলেকট্রনের বিস্তার ও কর্মক্ষমতা বাড়ে। এই ইলেকট্রনগুলো পায়ের তলায় নির্দিষ্ট আকু পয়েন্ট এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের মানবদেহের অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে, যা শরীরে জন্মানো ফ্রি রেডিকেল ধ্বংস করে। শরীরের অভ্যন্তরে নানা কারণে ইনফ্লামেশন তৈরি হয়, সেটিকে রোধ করতে আমাদের শরীরে ইলেকট্রনের উপস্থিতি খুবই জরুরি, যা বিভিন্ন প্রদাহের সঙ্গে লড়াই করতে সহায়তা করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : পায়ের তলায় থাকে একাধিক সেন্সারি নার্ভের সুইচ পয়েন্ট, যা খালি পায়ে হাঁটার সময় অ্যাকটিভ হয়ে গিয়ে শরীরের ভেতরে পজেটিভ এনার্জি তৈরি করে। খালি পায়ে হাঁটলেই পায়ের তলার সুইচগুলো অ্যাকটিভ হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, শরীরের ইউমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যার ফলে সহজেই রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় ।

শরীরে নানা ব্যথা কমায় : আমাদের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ চাপ নিয়ে থাকি, সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব আমাদের শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যদিও আমাদের মাঝে এটি নিয়ে বেশি আলোচনা হয় না। কিন্তু গবেষণা বলে, খালি পায়ে হাঁটলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে, শরীরের ভেতরে ভারসাম্য ঠিক থাকে, নানা ধরনের ব্যথা নিয়ে যারা জীবনযাপন করছেন, তারা নিয়মিত খালি পায়ে মাটিতে হাঁটতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরে অভ্যন্তরে আর্থিংয়ের দ্বারা ব্যথা কমানোর হরমোনগুলো সচল হয়ে ওঠে, ফলে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে, শরীরের ব্যথা কমে যায়। কিছু গবেষণায় দেখা যায়, খালি পায়ে হাঁটলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। পেশি ও হাড় মজবুত করতে খালি পায়ে হাঁটার বিকল্প নেই।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ডায়াবেটিস : খাদ্যাভ্যাসের ৫ ভুল ধারণা

ডায়াবেটিস হলে শুরুতেই খাবার-দাবারের ব্যাপারে আশপাশ থেকে অনেকেই সচেতন করতে থাকেন। যেন এই রোগে আক্রান্ত হলে সুস্বাদু সব খাবার থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটি সে রকম নয়। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু ধারণা প্রচলিত আছে, যার অধিকাংশই ভুল।

চিনি ডায়াবেটিসের কারণ : আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে চিনি ডায়াবেটিসের কারণ নয়। তবে বেশি চিনিযুক্ত খাবারে সাধারণত ক্যালরি বেশি থাকে, যা ওজন বাড়িয়ে তুলে ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।

বিশেষ খাবার প্রয়োজন : সবার মতো ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের সুষম খাদ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাঁদের জন্য সব সময় পৃথক খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। সুষম খাবার হলো স্বাস্থ্যকর চর্বি, শাকসবজি, পূর্ণ শস্যদানা, চর্বিযুক্ত প্রোটিন ইত্যাদি। এগুলো রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। লো-গ্লাইসেমিকযুক্ত খাবার খেতে হবে। এগুলো শরীরে শর্করা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ওজন কমাতে সহায়ক হতে পারে।

প্রোটিন রক্তে সুগার বাড়ায় না : প্রোটিন একটি অত্যন্ত তৃপ্তিকারী ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট, যা আপনাকে খাওয়াদাওয়ায় পরিপূর্ণ বোধ করাতে সহায়তা করে। এমনকি উচ্চ প্রোটিন ডায়েট ওজন কমাতে পারে। তবে পেশি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ঘাটতি পূরণে ব্যবহৃত না হলে ক্যালরিতে রূপান্তরিত হবে, যা ওজন বাড়িয়ে তুলতে পারে। বেশি প্রোটিন খাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সুষম খাবার খাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করুন।

শর্করা একেবারে বাদ দেওয়া : না খেয়ে থাকা ডায়াবেটিস রোগীদের হাইপোগ্লাইসেমিয়ার একটি লক্ষণ। শর্করা আপনার বয়স, ওজন এবং শারীরিক পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। এ-জাতীয় খাবারের জন্য জটিল শর্করার পাশাপাশি বেশি আঁশযুক্ত খাবারের দিকে মনোযোগ দিন।

- লিনা আকতার,পুষ্টিবিদ

হাঁপানি বা অ্যাজমা স্থায়ীভাবে আরোগ্য সম্ভব

ইংরেজি নাম অ্যাজমা এবং বাংলায় হাঁপানি বলা হয়; যার অর্থ হাঁপান বা হাঁ-করে শ্বাস নেয়া। হাঁপানি বা অ্যাজমা ফুসফুস এবং শ্বাসনালির প্রদাহজনিত রোগ। হাঁপানি বলতে আমরা বুঝি শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টিজনিত শ্বাসকষ্ট। এই রোগে গলা এবং বুকের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হয়; কাশি, বুকে চাপ অনুভব করে। ফলে, রুগী স্বল্পমাত্রায় শ্বাস নিতে পারে। এগুলো একদিনে একাধিকবার হতে পারে আবার এক সপ্তাহে ধীরে ধীরে হতে পারে। ব্যক্তিভেদে হাঁপানির লক্ষণগুলো রাতে, দিনে, শীতে, বর্ষায়, ভারী কাজ, ব্যায়াম বা খেলাধুলা করলেও বেড়ে যেতে পারে। সারা বিশ্বের প্রায় ১৫ কোটিরও বেশি মানুষ অ্যাজমা বা হাঁপানিতে আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫০ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং মাত্র পাঁচ শতাংশ রোগী চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পায়।

কারণ: হাঁপানি জিনগত এবং পরিবেশগত কারণে হয়। পারিবারিক ইতিহাসে যাদের পিতার বা মাতার বংশে এ্যালার্জি, ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগা বা হাঁপানি রয়েছে তারা হাঁপানি হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি রয়েছেন।

এ ছাড়াও ছোট বেলায় নিউমোনিয়া হলে অথবা চর্মরোগ ইনজেকশন বা মলমের প্রলেপ দ্বারা চিকিৎসা করলে পরবর্তীতে হাঁপানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পরিবেশগত কারণগুলোর মধ্যে বায়ুদূষণ এবং বাতাসে এ্যালার্জেন বা এ্যালার্জি উদ্রেককারী উপাদানের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হাঁপানি রোগের কারণ।

উপসর্গ: হাঁপানির বৈশিষ্ট্য হলো বারবার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া ও কষ্টসহকারে শ্বাস নেয়া, বুকে চাপ ধরা বা বুকের পেশি শক্ত হওয়া, শ্বাসনালী সরু হয়ে যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বল্পতা (শ্বাসকষ্ট) এবং কাশি। উপসর্গ দেখা দেয়ার পর ফুসফুস থেকে কফ তৈরি হতে পারে কিন্তু তা সহজে বের হতে চায় না। ব্যক্তিভেদে হাঁপানির লক্ষণগুলো রাতে বা দিনে যেকোনো সময় বেড়ে যেতে পারে এবং সহজেই ব্রঙ্কোস্পাজম বা শ্বাসনালি সরু হয়ে যেতে পারে। আবার ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে বিশেষ করে শীতকালে কারও কারও হাঁপানি বৃদ্ধি পায়। আবার অনেকের হাঁপানি বর্ষাকালে, বৃষ্টির পানিতে এমন কি গোসলের পরেও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা: হাঁপানি বা অ্যাজমা চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথিক খুবই কার্যকরী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

মোরগ পোলাও

উৎসবে মজাদার পোলাও রান্না করুন রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখারের রেসিপিতে।

উপকরণ: পোলাওয়ের চাল আধা কেজি। মোরগের মাংস দেড় কেজি। কাঠ, কাজু ও পেস্তা বাদাম বাটা ১ টেবিল-চামচ। পেয়াঁজ-কুচি ১ কাপ। পেঁয়াজ-বাটা ২ টেবিল-চামচ। আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল-চামচ করে। গরম মসলা গুঁড়া আধা চা-চামচ। তেজপাতা ২টি। টক দই ২ টেবিল-চামচ। কিসমিস ও আলু বোখারা কয়েকটা। দারুচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ ৩,৪টি করে। জায়ফল ও জয়ত্রী বাটা ১ চা-চামচ। লবণ পরিমাণ মতো। ঘি ২ টেবিল-চামচ। সয়াবিন তেল আধা কাপ। চিনি ১ চা-চামচ। গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ। কাঁচামরিচ কয়েকটা। জিরা বাটা ১ চা-চামচ। তরল দুধ ১ কাপ। ধনে ও মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ করে। গোলাপজল ও কেওড়ার জল ১ টেবিল-চামচ। পানি ৩ কাপ।

পদ্ধতি: মোরগের চামড়া ছাড়িয়ে হাড়-সহ পছন্দ মতো টুকরা করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। পানি ঝরে গেলে এতে সব মসলা ও আলু বোখারা, টক দই দিয়ে ভালো করে মেখে কমপক্ষে ১ ঘন্টা মেরিনেইট করে রাখতে হবে। পোলাওয়ের চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে।

ঘি ও তেল একসঙ্গে চুলায় দিয়ে একটু গরম হলে তাতে পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে নাড়ুন। বাদামি হয়ে গেলে পেঁয়াজের বেরেস্তাটুকু আলাদা তুলে রাখুন।

ওই তেলেই গরম মসলা ও তেজপাতার ফোঁড়ন দিয়ে মাখানো মাংস কষাতে হবে।

মাংস সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে গেলে মাংসের টুকরা তুলে রেখে ওই পাত্রেই পোলাওয়ের চাল দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। তারপর তাতে ৩ কাপ পা, ১ কাপ তরল দুধ ও পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ঢেকে দিন।

চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। চাল ফুটে উঠলে মাঝে মাঝে নেড়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে ঢেকে রাখুন। পোলাওয়ের পানি শুকিয়ে এলে কিছুটা পোলাও উঠিয়ে রান্না করা মোরগের মাংসের টুকরাগুলো দিয়ে কাঁচামরিচসহ বাকি পোলাও দিয়ে মৃদু আঁচে কিছুক্ষণ দমে রাখুন।

১০ মিনিট পর হালকাভাবে নেড়ে দিয়ে আবার দমে রেখে কিসমিস, গোলাপ জল ও কেওড়ার জল দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে ফেলুন। পরিবেশনের সময় বেরেস্তা পোলাওয়ের ওপরে ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

শাহী চিকেন কোরমা

বাড়িতে অতিথি এলে তো বটেই, কখনো কখনো একান্তই ঘরোয়া আয়োজনে থাকে চিকেন কোরমা।

উপকরণ: মুরগি ২টি ১৬ পিস করতে হবে। টক দই আধা কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, পেঁয়াজ মিহি করে কাটা ২ কাপ, ২-৩টি এলাচ ও দারুচিনি, তেজপাতা ২টি, ঘি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল পরিমাণমতো। আস্ত কাঁচামরিচ ৭-৮টি, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, কিশমিশ ১৫-২০টি, কাঠবাদাম ও পেস্তা বাদাম কুচি ৩ টেবিল চামচ, মাওয়া আধা কাপ গ্রেট করা, তরল দুধ ১ কাপ, চিনি ১ চা চামচ এবং আলুবোখারা ৫-৬টি।

প্রণালি: প্রথমে মুরগির টুকরোগুলো ভালোভাবে ধুয়ে নিন। তারপর এতে মাওয়া, দুধ, কিশমিশ, বাদাম ও কাঁচামরিচ বাদে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে প্রায় ২ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। একটি বড় পাতিলে তেল ও ঘি একসঙ্গে মিশিয়ে তাতে মিহি করা পেঁয়াজ দিয়ে বাদামি করে ভেজে মুরগির টুকরোগুলো তাতে দিয়ে ভালো করে কষাতে থাকুন। মুরগি কষানো হয়ে গেলে তাতে পরিমাণমতো পানি, দুধ, মাওয়া, কিশমিশ, বাদাম ও কাঁচামরিচ দিয়ে অল্প ঢেকে প্রায় ২০ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে পরিবেশন করুন। ১ চা চামচ এবং আলুবোখারা ৫-৬টি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ কোরমা

সাধারণত ইলিশ মাছ ভেজে বা সরিষা দিয়ে রান্না করেই বেশি খাওয়া হয়! তবে চাইলে স্বাদ পাল্টাতেও রান্না করতে পারেন ইলিশের কোরমা। অতিথি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে ঘরোয়া আয়োজনে পাতে রাখতে পারেন ইলিশের কোরমা। জেনে নিন রান্নার সহজ রেসিপি:

উপকরণ : ১. ইলিশ মাছ ৬ টুকরো, ২. পেঁয়াজ বাটা ১/৩ কাপ, ৩. আদা বাটা ১ টেবল চামচ, ৪. রসুন বাটা ১ টেবল চামচ, ৫. চিনি ১ চা চামচ, ৬. কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, ৭. লবণ স্বাদমতো, ৮. তেল আধা কাপ, ৯. লেবুর রস সামান্য, ১০. নারকেলের দুধ ৩/৪ কাপ, ১১. টেস্টিং সল্ট ১/৪ চা চামচ, ১২. জয়ফল ও জয়ত্রি গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ, ১৩. টকদই আধা কাপ, ১৪. জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, ১৫. এলাচ ও দারুচিনি ও ১৬. কেওড়া পানি ১/৪ চা চামচ

পদ্ধতি: প্রথমে মাছ বড় বড় টুকরো করে কেটে নিন। তারপর ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার প্যানে তেল গরম করে নিন। এতে এলাচ, দারুচিনি ও পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভেজে নিন। এবার একে একে দিয়ে দিন আদা রসুন বাটা, জিরা গুড়া ও লবণ। ভালোভাবে ভেজে নিন মসলার মিশ্রণ। এবার এখন দিতে হবে কাঁচা মরিচ, টেস্টিং সল্ট ও চিনি ভালোভাবে কষাতে হবে। এবার মাছগুলো দিয়ে দিন। নারকেল এর দুধ, জায়ফল-জয়ত্রি দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিন। তারপর মিশিয়ে দিন কেওড়া পানি। মাঝারি আঁচে ঢেকে ১০ মিনিট রান্না করুন। মাছের ঝোল কমে এলে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। পোলাও বা সাদা ভাতের গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশের কোরমা।- ফারহানা জেরিন

ইলিশ পোলাও

ইলিশের নাম শুনলে কার না জিভে জল চলে আসে! এই এক ইলিশই রান্না করা যায় নানা উপায়ে। তেমনই একটি মজাদার খাবার ইলিশ পোলাও। আজ থাকছে আপনাদের জন্য দারুন লোভনীয় একটি ইলিশ পোলাও রেসেপি-

উপকরণ: ১. পোলাওর চাল- ২ থেকে ৩ কাপ, ২. ইলিশ মাছ- ৬/৭ টুকরা, ৩. সরিষার তেল- ৩ টেবিল চামচ , ৪. পেঁয়াজ কুঁচি- আধা কাপ, ৫. আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, ৬. পেঁয়াজ বাটা- আদা কাপ, ৭. শাহী জিরা- আদা টেবিল চামচ, ৮. ধনিয়া গঁড়া- ১ টেবিল, ৯. টক দই- আধা কাপ, ১০. কাঁচা মরিচ- ১০-১২ টা, ১১. এলাচি- ৪/৫ টা, ১২. দারুচিনি- ৩/৪ টুকরা, ১৩. তেজপাতা- ২ টা, ১৪. লবঙ্গ- ৪/৫ টা, ১৫. লবন- স্বাদ মতো, ১৬. চিনি- পবিমাণ মতো

প্রণালী: ইলিশ মাছের টুকরো ভালো করে ধুয়ে নিন। একটি বাটিতে টক দই, আধা কাপ বেরেস্তা, এক চা চামচ আদা বাটা, এক চা চামচ রসুন বাটা, ধনিয়া গুঁড়ো, ধনে ও জিরে গুঁড়ো ও লবন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মাছগুলো দিয়ে মাখিয়ে মেরিনেট করতে হবে। আধা ঘণ্টা পর একটি পাত্রে পরিমাণ মতো তেল গরম করে মেরিনেট করা মাছ ঢেলে দিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন। এখন অল্প কিছু পেঁয়াজ ও আধা চা চামচ চিনি দিয়ে দিন। খেয়াল রাখতে হবে মাছগুলো যেন ভেঙে না যায়। মাছগুলো মাখা মাখা হয়ে আসলে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে। এবার আলাদা পাত্রে পরিমাণ মতো তেল গরম করে সব মশলা আধা চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, বাকি পেঁয়াজ বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আগে থেকে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে নেড়েচেড়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিন। এবার পরিমাণ মতো লবণ, ১ চা চামচ ঘি, আধা চা চামচ চিনি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। পোলাও রান্না হয়ে গেলে উপরে মাছ, ঝোল ও বাকি বেরেস্তা ছড়িয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ দমে দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। ব্যাস পরিবেশন করুন গরম গরম ইলিশ পোলাও।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এমন কেন?

২২ পৃষ্ঠার পর

নিজের বক্তব্যকে একটা শক্ত ভিত্তি দেওয়ার জন্যই। তার সেই প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। ওই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম তার পেশার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে তার নিয়োগ হয়েছে! পেশাজীবী ওই ভদ্রলোক এখন এমপি হওয়ার প্রচেষ্টায় আছেন।

আসলে এটাই মূল লক্ষ্য। বিবৃতিতে কি লেখা হলো, লেখাগুলো যৌক্তিক হলো কিনাড়এসব নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এমনকি সাধারণ মানুষ তাদেরকে কতটা হালকাভাবে নিচ্ছে- সেটাও তাদের ভাবনায় নেই। তাদের চিন্তা একটাই, বিবৃতিদাতাদের নামের তালিকায় তার নামটি প্রথমদিকে থাকলো কি থাকলো না। অথবা তার আগে যাদের নাম লেখা হয়েছে দালালিতে তারা তার চেয়ে এগিয়ে কী না। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের জন্যই বিভিন্ন পেশায় এমন অনুগত মানুষ রয়েছেন। মূল রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে এদের সংখ্যায় বাড়ে বা কমে। এদের নাম দেখলেই সাধারণ মানুষ বলে দিতে পারে, এরা আসলে কার পক্ষে।

আজকাল বিভিন্ন টেলিভিশনে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে টকশো জাতীয় অনুষ্ঠান হয়। সেখানে নানা পেশার লোকজন যান, কথা বলেন। তবে কথা বলার জন্য মুখ খোলার আগেই দর্শক শ্রোতারা বুঝে যায়ড়কোন পক্ষে বলবে তারা। আসলে তারাও যেন এটাই চায়। নিজেদের গায়ে তারা একটা সিলমোহরই লাগাতে চায়। রাজনৈতিক দলকে যেন বলতে চায়ড়আমি তোমাদেরই লোক। সত্য বা মিথ্যা, যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যে কথাই তোমরা বলো না কেন, আমি আছি সেটার পক্ষে বলার জন্য। এই লোকগুলো শিক্ষিত, ভারি ভারি সার্টিফিকেট আছে, কিন্তু মূর্খ রাজনীতিকের সামনেও যখন তারা দাঁড়ায়, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, আনুগত্য প্রকাশ করতে যেয়ে বিগলিত হয়ে পড়ে। রাজনীতিকরা যখন যুক্তিহীন গোঁয়াড়ের মতো কথা বলে, সেটাকেও সমর্থন করতে এইসব ডিগ্রিধারীদের মধ্যে নোংরা প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

আমাদের দেশে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি একসময় খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা নিজেদের চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে আপস না করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতেন, তাদের জন্যই এই বিশেষণটি নির্ধারিত থাকত। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। অনেকে বলেন, এরা যুদ্ধে কেন যাননি? তাদের এমন প্রশ্নকে আমি অন্যায় মনে করি না। এত লোক যুদ্ধে যেতে পেরেছেন, ওনারা কেন যাননি? হয়তো তাদের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল, হয়তো কোনো দুর্বলতাও ছিল। ঠিক কী ছিল জানি না। কিন্তু তারপরও, এই লোকগুলো মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও তাদেরকে এভাবে ধরে ধরে হত্যা করা হয়েছিল কেন? হয়েছিল একারণে যে, শত প্রলোভন ও ভয় দেখানো সত্ত্বেও তাদেরকে সামরিক জান্তার পক্ষে আনা যায়নি। পাকিস্তানী শাসকদের পক্ষে তাদের দিয়ে একটা বিবৃতি দেওয়ানো যায়নি। বন্দুকের নলের মুখেও তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বা আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি। সেই সময়ের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কি বর্তমান বা অন্য কোন সময়ের কিছুমাত্র তুলনা চলে? তাহলে এখন আমরা সেই রকম মেরুদণ্ড সোজা করে থাকা বুদ্ধিজীবী দেখতে পাই না কেন? সবাই কেন নতজানু হয়ে যাচ্ছেন ক্ষমতা ও লোভের কাছে? তাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মসমর্পনকে আপনি যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করেন না কেন, তারা কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করে না। তাদের কাছে প্রাপ্তিযোগটাই মূখ্য।

আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিষয়ে সুশীল ও শিক্ষক সমাজের এমন ত্বরিত বিবৃতি প্রসঙ্গে। তিনি আমাকে তার পরিচিত প্রবীন এক অধ্যাপকের একটা কথা শুনিয়ে দিলেন। সেই অধ্যাপক ভদ্রলোক একবার বাজেট বিষয়ে মতামত দিতে যেয়ে বলেছিলেন, 'এদেশে বাজেট সবচেয়ে ভালো বোঝে টোকাইরা। বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তারা রাস্তায় মিছিল করতে শুরু করে। কেউ বলেড়এটা গরিব মারার বাজেট। আবার আর একদল টোকাই মিছিল করে বলেড়াণমুখী বাজেট।'

আমাদের ওইসব বুদ্ধিজীবী বা সুশীলদের হয়েছে ওই অবস্থা। রাজনৈতিক দলের নেতারা যা বলেন, কোরাসের ভঙ্গিতে সেটিকে নানাভাবে উচ্চারণের মধ্যেই থাকে তাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা। টোকাইদের যেমন বাজেট বোঝার দরকার পড়ে না, মিছিলে থাকলেই অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়, এদেরও তেমনিড়প্রাপ্তি সম্ভাবনাটাই হয়ে দাঁড়ায় মূল লক্ষ্য। মাসুদ কামাল, সাংবাদিক

মেট্রোরেল যেভাবে আমজনতার বাহন হতে পারে

২০ পৃষ্ঠার পর

মেট্রোরেলসহ যে উন্নয়ন কাজ হবে, সেখানে যাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না হয়, সে ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।

বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র যেখানে চালকবিহীন মেট্রোরেলের দিকে যাচ্ছে; সেখানে আমরা এই আধুনিক যুগে চালক দিয়ে রেল চালাতে যাব কেন? ঝুলন্ত তার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ না নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে যাওয়া দরকার। ২০০৪ সালে ব্যাংককে আধুনিক মেট্রোতে চড়ার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। কিন্তু এই আধুনিক যুগে বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিন্তা দেখতে পাচ্ছি। বিদেশে স্টেশন হয় একটি খুঁটির ওপর। আর ঢাকাতে ঘরের মতো করে স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। এখানকার পরিবেশটা অন্ধকার। বৃষ্টির দিনে এসব স্টেশনের নিচে অনেককে আশ্রয় নিতে দেখা যাবে।

আমার আশঙ্কা, মেট্রোরেলের পরামর্শদাতারা আমাদের ঠকিয়েছেন। ৪০-৫০ বছর আগের চিন্তার প্রতিফলন তাঁরা দেখিয়েছেন এখানে। পরবর্তী সময়ে কৌশল পাল্টিয়ে সাশ্রয়ী হয়ে আধুনিক মেট্রোরেল নির্মাণ করতে হবে।

জাপান, সিঙ্গাপুরে অফ টাইমে প্রবীণ যাত্রীদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ দেওয়া হয়। আমরাও পিক টাইমের পর অফ টাইমে প্রবীণ, শিশুদের ব্যাপারে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারি। বিনা পয়সায় না হোক, কম টাকা নেওয়া যেতে পারে। এটা করা গেলে পিক টাইমে যাত্রীর চাপ কমবে। আবার অফ টাইমে রেল অলস বসে থাকবে না। মেট্রোরেল এবং বিআরটি প্রকল্পের সঠিক ব্যবহার হলে যানজট কমার পাশাপাশি ঢাকাবাসী লাভবান হবে।

ভাড়া সহনশীল রেখেও ভর্তুকি না দিয়ে মেট্রোরেল চালানো সম্ভব। এটা করতে হলে আগেই বলেছি, আশপাশের বাণিজ্যিক স্থাপনা থেকে খরচ তুলে আনতে হবে। এসব আধুনিক পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে হতে হবে আরও বাস্তবিক।

আমাদের দেশে ভারী উন্নয়ন দরকার রয়েছে কিনা, দীর্ঘমেয়াদে হলেও বিবেচনায় নিতে হবে। যদি ১০০ কিলোমিটার গতির মেট্রোরেল ঢাকা শহরে চলাচলের উপযোগী না হয়, তাহলে ডাটা নিয়ে সঠিক গতির দিকে যেতে হবে। যাত্রীর চাপ সামাল দিতে দূরদর্শী হতে হবে। বিলাসী খরচে যাওয়ার দরকার নেই। পরামর্শক বললেই সব মেনে নেওয়া যাবে না; বাস্তবতা বুঝতে হবে। আমরা মুখরোচক বুলির চেয়ে ডাটাভিত্তিক উন্নয়ন চাই এবং সেটা হতে হবে সুলভ ও টেকসই। ড. শামসুল হক : গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ; অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সমকাল এর সৌজন্যে

অ্যামেরিকা-রাশিয়ার খেলা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ

২৪ পৃষ্ঠার পর

তবে কোনো বিষয়ে বক্তব্য থাকলে তারা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। বন্ধু রাষ্ট্র কোনো প্রস্তাব দিলে আমরা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখব।" তিনি আরো বলেন, "১৯৭১ সালে গণতন্ত্র যখন ভূলুণ্ঠিত হলো তখন আমরা যুদ্ধে যাই, দেশ স্বাধীন করি। আমাদের মানবাধিকার নিয়ে কারও মাতব্বরি করার কোনো সুযোগ নেই।" রাশিয়া অ্যামেরকিার বিবৃতি নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আপনারা এটা তাদের জিজ্ঞাসা করুন।" বানরের পিঠা ভাগের মধ্যে পড়তে পারি : সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির মনে করেন, "দুই বৃহৎ শক্তির এই দ্বন্দ্বে বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে। নয়তো বাংলাদেশ ট্র্যাপে পড়তে পারে। বানরের পিঠা ভাগের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।"

তার প্রশ্ন,"রাশিয়া আগ বাড়িয়ে এটা শুরু করল কেন? তারা কেন ঢাকার দূতাবাস দিয়ে এটা শুরু করল? কেউ যদি মনে করে থাকেন রাশিয়াকে দিয়ে অ্যামেরিকাকে নিউট্রলাইজ করবেন তাহলে এটা একটি মস্ত বড় ভুল চিন্তা। এটা বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ হতে পারে। বাংলাদেশকে কোনভাবেই এরমধ্যে জড়ানো চলবে না।" তার কথা," যেকোনো দেশের সঙ্গে আমাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে তা সেই দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে।" ডয়চে ভেলে, ঢাকা

মস্কোর নজর মুসলিম বিশ্বে

২৬ পৃষ্ঠার পর

ও তাদের সাবেক উপনিবেশ নিয়ে যেসব যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেসবের প্রেক্ষাপটই মুসলিম বিশ্বকে রাশিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা ঠিক যে, রাশিয়ার সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক সবেমাত্র বিকশিত হতে যাচ্ছে। তবে আমরা এটা প্রত্যাশা করি, ধর্মীয় সফট পাওয়ার থেকে উদ্ভূত হওয়া এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে সামনের দিনগুলোতে। লেখক : ডক্টর দিয়ানা গেলিভা হলেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেন্ট অ্যান্থনি কলেজের একাডেমিক ভিজিটর (২০১৯-২০২২)। তার দুটি আলোচিত বই হচ্ছে 'কাতার: জ্বালানি ভাড়া দেওয়ার অনুশীলন' ও 'রাশিয়া এবং জিসিসি: তাতারস্তানের প্যারাডিপ্লোমেসির পাঠ' (ব্লুমসবুরি পাবলিশিং, ব্রিটেন)। তিনি 'ব্রেক্সিটোত্তর যুক্তরাজ্য: ইরান ও জিসিসি রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নীতিগত চ্যালেঞ্জ' (পালগ্রেভ ম্যাকমিলান প্রকাশনী, ব্রিটেন, ২০২১) বইয়ের সহ-লেখক। কলামটি অনুবাদ করেছেন জিয়াউদ্দিন সাইমুম

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

বিদেশিদের নাক গলানোর সুযোগ দেয় কে?

২৪ পৃষ্ঠার পর

কথা বলার অধিকার আছে কি নেই; কূটনীতিকরা কতটুকু কথা বলতে পারবেন বা পারবেন না; সাংবাদিকরা তাদের কী প্রশ্ন করবেন বা করবেন নাড়সেটি অন্য তর্ক। আসল কথা হলো আমি নিজে কতটা পরিষ্কার। আমি যদি ঠিক কাজটা করি; সঠিক পথে থাকি, তাহলে আমাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করার সুযোগ অন্যরা পাবে না।

বিদেশিরা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ পায় কেন? আমি যদি আমার ঘর পরিষ্কার রাখি, তাহলে বাইরের লোক এসে তো এ কথা বলার সুযোগ পাবে না যে আমার ঘর নোংরা। হতে পারে যিনি বলছেন তার নিজের ঘরও নোংরা।

কিন্তু আরেকজনের ঘর নোংরা বলে আমিও আমার ঘর পরিষ্কার রাখব না, সেটি কোনো কাজের কথা নয়।

পরিশেষে, বাংলাদেশের রাজনীতি, নির্বাচন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও প্রেস ফিডমসহ যেকোনো ইস্যুতে বিদেশিদের নাক গলানো অবশ্যই অনুচিত এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের কাজের পরিধি সীমিত ও সীমাবদ্ধ, এ কথাও ঠিক। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ ও কর্মকাণ্ডও এমন হতে হবে যাতে কেউ কোনো ধরনের নাক গলানোর সুযোগ না পায়।

কে কী বললো সেটি হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কোনো একটি ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো প্রভাবশালী দুটি দেশ মুখোমুখি অবস্থানে চলে গেলে সেটি কোনো ভালো ইঙ্গিত নয়। অতএব বাংলাদেশকে সব বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং চোখ কান খোলা রাখারও প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, সেই সিদ্ধান্ত তার, এটি যেমন ঠিক। তেমনি মানবাধিকারের কিছু আন্তর্জাতিক রীতিনীতিও আছে এবং কোনো দেশই এখন আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সুতরাং বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতিবিদদেরই ঠিক করতে হবে যে তারা এমন কোনো কাজ করবেন কি না, যার দোহাই দিয়ে অন্য কোনো দেশ এখানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বা নাক গলানোর সুযোগ পায়। আমীন আল রশীদ: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন। দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

মতিউর রহমান চৌধুরীসহ ১০ সাংবাদিককে বিএসপিএ'র সম্মাননা

৮ পৃষ্ঠার পর

রহমান চৌধুরী, দিলু খন্দকার, শহিদুল আজম ও মোস্তফা মামুন। এ ছাড়া বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় 'জয়-বাংলা' ব্যাটে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক, সাবেক বিএসপিএ সভাপতি ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এএসএম রকিবুল হাসানকে।

বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে পৃথক ৬টি বিশ্বকাপ কভার করার কীর্তি মতিউর রহমান চৌধুরীর। তিনি প্রথমবার ফিফা বিশ্বকাপ কভার করেন ইতালিতে ১৯৯০ আসরে। তখন তিনি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক রিপোর্টার। সেবার বাংলাদেশের প্রথম সাংবাদিক হিসেবে বিশ্বকাপ কভার করেন তিনি। ১৯৯৪-এ যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত আসরে নিজেরই সম্পাদিত দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার হয়ে বিশ্বকাপ কভার করেন এই গুণী সাংবাদিক। এরপর বাংলাদেশের একমাত্র ট্যাবলয়েড দৈনিক মানবজমিন থেকে তিনি কভার করেছেন চারটি বিশ্বকাপ। যার সর্বশেষটি ছিল সদ্য কাতারে।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
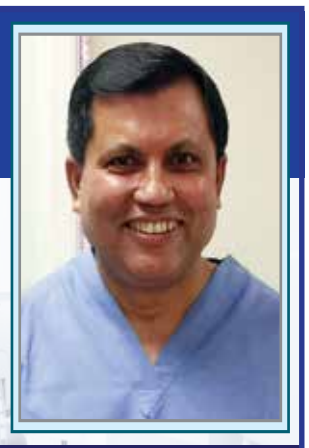
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

‘মেট্রোরেল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী চিন্তার ফসল’

২০ পৃষ্ঠার পর

জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক। প্রতিনিয়ত জীবিকার অন্বেষণে, ভাগ্য বদলাতে শত শত লোক ঢাকায় পাড়ি জমায়। ফলে, সঠিক নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা ছিল সময়ের দাবি। বিগত কয়েক দশকে সমস্যাগুলো যেমন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছেড়তেমনি সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থাপনাও ছিল চোখে পড়ার মতো। মেট্রোরেল সে ধারাবাহিকতার এক বিশেষ সংযোজন। মেট্রোরেলের যাত্রা সেই স্বপ্নপূরণের পথকে এগিয়ে দিয়েছে কয়েক ধাপ।

যানজটের মতো কৃত্রিম এই দুরবস্থা নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছিল তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এসব প্রকল্পে যেমন বদলে যাবে ঢাকা, তেমনি মানুষের দুর্ভোগও কমবে। ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি মেট্রোরেলের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও মেট্রোরেলের পাশাপাশি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও পাতাল রেলের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষ যখন এসব কার্যক্রমের সুফল ভোগ করতে শুরু করবে ঠিক তখনই বদলে যাবে রাজধানী ঢাকা। এসব অবিশ্বাস্য রকমের বদলে যাওয়াকে সাধারণ মানুষ এখন আর গল্প মনে করে না বরং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে শেখ হাসিনার জাদুর ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার পর ১৯৭৫-১৯৯৫ যুদ্ধ বিধ্বস্থ বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। মানুষের আস্থা এতটাই নিম্নমুখী করা হয়েছে, ভালো কাজের প্রতি বিশ্বাস জন্মানোটা ছিল বড় কঠিন।

বিজয়ের মাসেই নগরবাসীর স্বপ্নের মেট্রোরেল যাত্রা শুরু করছে। এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে মহানগরী হয়ে উঠবে দৃষ্টিনন্দন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও কর্ণফুলী ট্যানেল এই তিনটি প্রকল্প দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের এক মাইলফলক। অচিরেই খুলে দেয়া হবে কর্ণফুলী টানেল। জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ভূমিকা থাকবে সর্বাধিক।

বিজয়ের মাসে একের পর একের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্বোধন মনে করিয়ে দেয় ৫১ বছর আগের কথা। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের একটি। ৮৮ শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র। বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরতাও ছিল ৮৮ ভাগ।

বাংলাদেশ টিকে থাকবে কিনা এ নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন বাংলাদেশ হলো ‘তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ’।

বঙ্গবন্ধু ধ্বংসস্তূপের দাঁড়িয়ে শূন্যহাতে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়নের দ্বিতীয় বছরে ১৯৭৪-৭৫ সালে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশের জিডিপি ৯.৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়, যা আজও পর্যন্ত রেকর্ড জিডিপি।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক ও আধা গণতন্ত্রী শাসকরা স্বাধীনতাবিরোধীদের ক্ষমতার অংশীদার করে দীর্ঘ ২১ বছর ধরে দেশ শাসন করে। তাদের আমলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কখনোই ৪/৫ শতাংশের ওপরে ওঠেনি। দেশে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্নফুলি টানেলের নির্মাণ হবে এটা ছিল কল্পনার অতীত। কারণ স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় জিয়া, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার ২৯ বছর দেশ শাসিত হয়েছে উন্নয়নবিরোধী ধারায়। তাদের না ছিল কোনো ভিশন, না ছিল কোনো পরিকল্পনা।

কিন্তু আমরা যদি ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনা সময়কালকে বিবেচনায় নেই তাহলে কী দেখতে পাই। বঙ্গবন্ধুর পরে অর্থনীতি ও উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রকে তিনি ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। দেশকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের সুপারিশ পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪১তম অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের কাছে উন্নয়নের বিস্ময়।

আধুনিক নগর পরিকল্পনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের দূরদর্শী চিন্তার ফসল মেট্রোরেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সততা, সাহসিকতা, সময়োপযোগী পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে আস্থা ফিরেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন অস্তমিত হয়নি, এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নই তার প্রমাণ ।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন অর্থনৈতিক, গতিশীলতা ও বৃহত্তর উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমন্বিত, টেকসই ও গতিশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণেই উন্নত অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে দেশ। তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন। ‘উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশে এখন মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সহজ, সুন্দর আর নিরাপদ। বিগত ১৪ বছরের পথ পরিক্রমায় মধ্যম আয়ের দেশ থেকে আমরা এখন উন্নত দেশের অভিযাত্রী।

২০৪১ সাল নাগাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের নতুন একটি রূপকল্প দিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে, মেট্রোরেলসহ সমন্বিত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সেরা রাষ্ট্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ। জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

পাঁচ বছরে সৌদিতে আত্মহত্যা করেছেন ৫০ বাংলাদেশী নারীকর্মী - রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

৮ পৃষ্ঠার পর

পর্যন্ত ৯৯ হাজার ৬৬৮ নারীকর্মী কাজের জন্য বিদেশ গেছেন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার ১৪৩ জন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
* পারসনাল ট্যাক্স
* বিজনেস ট্যাক্স
* সেলস ট্যাক্স
* বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
* ফ্যামিলি পিটিশন
* সিটিজেনশীপ আবেদন
* গ্রীণকার্ড নবায়ন
* সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
* Personal Tax
* Business Tax
* Sales Tax
* Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
* Citizenship Application
* Family Petition
* Green Card Renew
* All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalammms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

শীতকালীন ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রস্টবাইটের আশঙ্কা
১০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন

চই পৃষ্ঠার পর

হাসের রেকর্ড বলা হচ্ছে। পশ্চিমের রাজ্যগুলোর অন্যান্য স্থানেও, তাপমাত্রা কমতে কমতে মাইনাস ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। প্রতিবেশী মন্টেনাতেও কয়েক দফা সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড গড়েছে।

উত্তর ডাকোটা এবং দক্ষিণ ডাকোটা দুটি স্থানেই ব্যাপক তুষারঝড় আঘাত হেনেছে শিকাগোতে, শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতা শনিবার পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে, এর সাথে কয়েক ইঞ্চি পুরু তুষারপাত এবং ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো বাতাস বইছে। কানাডায়, অন্টারিওর বেশিরভাগ অংশ এবং কুইবেকের কিছু অংশেও বড় শীতকালীন ঝড় বয়ে যেতে পারে যা ক্রিসমাসের পুরো ছুটি জুড়ে স্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফ্লাইট-ট্র্যাকিং সাইট ফ্লাইটএওয়্যার অনুসারে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে ৫,৩০০টিরও বেশি ফ্লাইট ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়ে গিয়েছে। ভ্রমণে বিঘ্ন ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায়, ইউনাইটেড, ডেল্টা এবং আমেরিকানসহ প্রধান এয়ারলাইন্সগুলো তাদের ফ্লাইট রি-শিডিউল বা পুনঃনির্ধারন করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের জন্য ফি মওকুফ করার প্রস্তাব দিয়েছে। ভারী কুয়াশার কারণে কিছু দৃশ্যমান না হওয়ায় বুধবার কলোরাডো-ওয়াইওমিং সীমান্তের রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

কেনটাকি, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, নিউ ইয়র্ক, জর্জিয়া এবং ওকলাহোমা রাজ্যের গভর্নররা নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। আবহাওয়ার কারণে উইসকনসিন অঙ্গরাজ্য "জ্বালানি জরুরি অবস্থা" ঘোষণা করেছে। অন্যান্য রাজ্য, যেমন মেরিল্যান্ডে, ঝড়ের আগেই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। অন্যরা ওয়ার্মিং শেল্টার বা উষ্ণায়ন আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছে। সূত্র: বিবিসি।

ভ্রমণ বিঘ্নিত

নর্থ ও সাউথ ডাকোটা, ওকলাহোমা, আইওয়াসহ অন্যান্য স্থানের পরিবহন বিভাগগুলো প্রায় শূন্য দৃশ্যমানতা, বরফে ঢাকা রাস্তা ও তুষারঝড়ের খবর দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছে তারা।

ওকলাহোমায় গত বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত দুজনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসিয়ার তার রাজ্যে তিনটি প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওহাইওতে ৫০টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে। মিশিগানে ৯টি ট্র্যাক্টর ট্রেলারের দুর্ঘটনায় সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে চালকদের রাস্তায় না উঠতে পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হুচল এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, রাস্তাগুলো আইস স্কেটিং রিংকের মতো হতে চলেছে। এর ওপর গাড়ি চলতে পারবে না।

ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের হিসাবে, গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় পাঁচ হাজার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং আরও ৭ হাজার ৬০০টি বিলম্বিত হয়েছে।

এনডব্লিউএসের গ্লাসগো শাখার প্রধান পূর্বাভাসদাতা রিচ মালিয়াওকো বলেছেন, সেখানে বাতাসের তাপমাত্রা রাতারাতি মাইনাস ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে (মাইনাস ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রায়) নেমে গিয়েছিল। এই আবহাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

মালিয়াওকো বলেন, 'এ ধরনের ঠান্ডা বাতাসে আপনি যদি গরম কাপড় না পরেন, তাহলে অনাবৃত ত্বক পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হতে পারে।'

ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হলে শরীরে উষ্ণ রক্তপ্রবাহের অভাবে ত্বকের টিস্যু জমে গিয়ে ফেটে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অঙ্গহানি পর্যন্ত হতে পারে।

১০ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎহীন

যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ের কবলে ১০ লাখের বেশি মানুষ শুক্রবার (২৩ ডিসেম্বর) বিদ্যুৎহীন বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এএফপির বলছে, ঝড়ের কারণে মহাসড়কগুলো বন্ধ হয়ে যায়, উড়োজাহাজের ফ্লাইট বাতিল করতে হয়। এতে ক্রিসমাসের ছুটিতে ভ্রমণকারীদের দুর্দশায় পড়তে হয়। ভারী তুষারপাত ও ঠান্ডা বাতাসে পানি বরফে পরিণত হয়। নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণের রাজ্যসহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের (এনডব্লিউএস) মতে, ২০ কোটির বেশি মার্কিন নাগরিক আবহাওয়া সতর্কতার অধীনে ছিলেন। কারণ, হিমবাহের কারণে তাপমাত্রা ৫৫ ফারেনহাইটের (-৪৮ সেলসিয়াস) কাছাকাছি ছিল।

নিউ ইয়র্কের হামবুর্গে ৩৯ বছর বয়সী জেনিফার অরল্যান্ডো বলেন, 'আমি রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। কোথাও যেতে পারছি না। মহাসড়কে বিদ্যুতের লাইন ধসে পড়ায় এখানে ৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল।'

পাওয়াররুটজ.ইউএস ট্র্যাকার অনুসারে, হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহকের জন্য তীব্র ঠান্ডা একটি তাত্ক্ষণিক উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। কারণ তারা বিদ্যুৎবিহীন ছিলেন।

এএফপিকে জানান, টেক্সাসের এল পাসোতে মেক্সিকো থেকে আসা অভিবাসীরা গির্জা, স্কুল ও নাগরিক সেবা কেন্দ্রে জড়ো হন। শিকাগোতে গৃহহীনদের সাহায্য করতে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী বার্ক প্যাটেন বলেন, 'আমরা হ্যান্ড ও ফুট ওয়ার্মারসহ কোট, টুপি, গ্লাভস, কম্বল, স্লিপিং ব্যাগসহ ঠান্ডা আবহাওয়ার অনুষঙ্গ সরবরাহ করছি।'

স্যালভেশন আর্মির শিকাগো এরিয়া কমান্ডার মেজর কালেব সেন বলেন, মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে আমাদের কেন্দ্র খোলা ছিল। আমরা এই মুহূর্তে যাদের দেখছি, তাদের কেউ কেউ এ বছর গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ, তারা এই প্রথমবারের মতো আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন।

কূটনীতিকদের মুখাপেক্ষী রাজনীতি নিপাত যাক

২৬ পৃষ্ঠার পর

বহুত্বমূলক ঐক্যের-নীতি নিয়ে জাতি গঠন করতে হবে। দুর্বল শক্তি কী করে প্রবল হতে পারে তার কর্মনীতি উদ্ভাবন করে নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে।

দূতাবাসমুখী রাজনীতি, কূটনীতিকদের মুখাপেক্ষী রাজনীতি নিপাত যাক। কথিত উদার গণতন্ত্রের পরিবর্তে সর্বজনীন গণতন্ত্রের আদর্শ উদ্ভাবন করতে হবে। দলভিত্তিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সরকার গঠনের কর্মনীতিকে বাংলাদেশ-উপযোগী করে কার্যকর করতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে উদযাপন করতে হবে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' রূপে। রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবচেতনা সৃষ্টি করতে হবে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ উন্নতি করে চলছে। দেশে উৎপাদন ও সম্পদ বেড়ে চলছে। কিন্তু দুর্নীতি, অসাম্য, অন্যায়, অবিচার বাড়ছে, মনুষত্বের বিপর্যয় বাড়ছে। কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নই যথেষ্ট নয়। দেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ভালো অবস্থায় নেই, আইন ও বিচারব্যবস্থায় উন্নয়ন দরকার, প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা দরকার। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে বাংলাদেশের জনগণের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলা দরকার। যে গণতন্ত্র আমরা চাই, তা সর্বজনীন গণতন্ত্র- জনগণের প্রগতিশীল গণতন্ত্র। উদার গণতন্ত্র তো নিতান্তই দুর্নীতিবাজ ধনিক-বণিকদের গণতন্ত্র।

এ যুগে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই সরকার গঠিত হয় রাজনৈতিক দল দিয়ে। রাজনৈতিক আদর্শও গড়ে তুলতে হয় রাজনীতিবিদদের এবং বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের। ১৯৮০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ নিঃরাজনীতিকৃত হয়ে চলছে। রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে কোনো অধ্যয়ন অনুশীলন বাংলাদেশে নেই। এ রকম রাজনীতি নিয়ে কোনো জাতি উন্নত অবস্থার দিকে এগোতে পারে না। নিঃরাজনীতিকৃত অবস্থায় রাজনীতির সূচনা করতে হলে একসঙ্গে অনেক কাজ করা দরকার। রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্রমিক গতিতে সেটা করা সম্ভব।

আমাদের জাতি জাগ্রত ও সক্রিয় ছিল। সেজন্য বিশ শতকে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়েছে। এখন জাতি ঘুমন্ত। ঘুমন্ত জাতিকে জাগাতে হবে। এই জাগৃতির জন্য দেশের বিবেকবান চিন্তাশীল লোকদের কর্তব্য নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টি করা। নতুন রেনেসাঁস সূচিত হলে সাধারণ মানুষও জাতির আত্মশক্তিতে আস্থাবান হবেন। শেরেবাংলা, ভাসানী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ছিল, তখন গণজাগরণ ছিল। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও তখন কিছুটা উন্নত ছিল। বুদ্ধিজীবীরা এখন বিশিষ্ট নাগরিক নাম নিয়ে পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের মদদে যেভাবে সক্রিয়তা প্রদর্শন করছেন, তা দ্বারা জাতি, রাষ্ট্র, জনজীবন, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা কোনোটারই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না, হবে না। পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা শুভকর পরিবর্তন চাই। নতুন রেনেসাঁস চাই। ঘুমন্ত জনসাধারণকে জাগাতে হবে। উন্নত নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে হবে। আবুল কাসেম ফজলুল হক চিন্তাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক বাংলা-র সৌজন্যে

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

জার্মান ভায়রোলজিস্ট বললেন, ‘করোনা মহামারি শেষ’

১৫ পৃষ্ঠার পর

মহামারি দেখা দেয়ার পর টিকা দেয়া এবং কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োগের ওপর জোর দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ান ডরস্টেন। তাই তার মুখে মহামারির বিদায়ের কথা শুনে জার্মানির বিচারমন্ত্রী মার্কো বুশমান ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যবিধির বাদবাকি কড়াকড়িও প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘‘আমরা এখন এনডেমিক পরিস্থিতে রয়েছি। এখন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এখনো যেসব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, সেগুলোও তুলে নেয়া উচিত।’

জার্মানিতে ইতিমধ্যে প্রায় সব করোনা-সুরক্ষা ব্যবস্থা তুলে নেয়া হয়েছে। শুধু গণপরিবহন, হাসপাতাল ও অন্য কিছু স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে মাস্ক পরা এখনো বাধ্যমূলক।

চীনে করোনায় দিনে ৯ হাজার মৃত্যু হচ্ছে, বিশেষজ্ঞদের ধারণা

চীনে নতুন করে করোনার প্রকোপ বেড়েছে। দেশটিতে দৈনিক প্রায় ৯ হাজার মানুষ করোনায় মারা যাচ্ছে বলে ধারণা দিয়েছেন যুক্তরাজ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। খবর: দ্য গার্ডিয়ানের।

গত সপ্তাহে যে পরিমাণ ধারণা করা হয়েছিল, বর্তমানে তার চেয়েও দিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৯ হাজার মানুষ চীনে প্রতিদিন করোনায় মারা যাচ্ছে। ২৩ জানুয়ারি নাগাদ এ সংখ্যা ২৫ হাজারে গিয়ে ঠেকতে পারে, আর ১ ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত চীনে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং সংক্রমণের পরিমাণ এক কোটি ৮৬ লাখের মতো। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এসব তথ্য দিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান ‘এয়ারফিনিটি’।

চীন সরকার দৈনিক কয়েক হাজার কোভিড সংক্রমণের তথ্য দিলেও এয়ারফিনিটি বলছে, চীনে কোভিড সংক্রমণ অনেক বেশি। তারা বলছে, আগামী ১৩ জানুয়ারি চীনে এ যাত্রায় পিকে উঠতে পারে করোনা, এবং এদিন ৩৭ লাখের মতো মানুষের শরীরে ভাইরাস শনাক্ত হতে পারে। সম্প্রতি চীন যে সীমান্ত খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এর আগের সময়কার বিভিন্ন প্রদেশের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে এয়ারফিনিটি এসব ধারণা দিয়েছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের বর্জ্য পানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাইরাসের ভ্যারিয়্যান্ট ট্র্যাকিং করার ভাল একটি উপায় হতে পারে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি)। সিডিসির বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভ্রমণে বিধিনিষেধের চেয়ে এই বর্জ্য পানি পরীক্ষা-নীরিক্ষা ভালো ফল দিতে পারে।

এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রসহ জাপান, ইতালি ও মালয়েশিয়া চীন থেকে আগতদের ওপর কোভিড বিধিনিষেধ আরোপ করতে যাচ্ছে। চীনের সীমান্ত খুলে দেওয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করাসহ নানারকম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে দেশগুলো।

গত ১১ মাসে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রফতানি বাড়লেও কমেছে রেমিট্যান্স প্রবাহ

১২ পৃষ্ঠার পর

তবে গত বছরের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ৩ দশমিক ১৭ শতাংশ।

রামরু প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, ‘বিদেশে লোক কম কিংবা বেশি যাওয়ার ওপর রেমিট্যান্স বৃদ্ধি নির্ভর করছে না। বৈধ পথে রেমিট্যান্স দেশে আনার জন্য প্রণোদনা বাড়াতে হবে। ট্যাক্স পলিসি বদলাতে হবে। তাদেরকে (অভিবাসী) ১০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া দরকার।’

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘অভিবাসীরা অন্য দেশে গিয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করছে আবার দেশকেও সমৃদ্ধ করছে। আমরা কি তাদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করতে পেরেছি। ব্যাংকের ওপর আস্থা আনার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেয়া উচিত। অভিবাসীদের জন্য প্রণোদনা বাড়াতে হবে। কত শতাংশ বাড়ালে তাদের জন্য ভালো হবে, সেটা কর্তৃপক্ষের নির্ধারণ করতে হবে।’

অভিবাসীদের নানা সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে রামরুর বার্ষিক এ গবেষণা প্রতিবেদনে ছয়টি সুপারিশ করা হয়েছে। সেগুলো হলো রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে অভিবাসীদের ব্যাংকের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেয়া, নবনির্মিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর (টিটিসি) পরিচালনায় সরকারের এনজিওর সঙ্গে অংশীদারত্বে কাজ করা, নিরাপদ অভিবাসন সুনিশ্চিত করতে তরুণদের সাহায্য নিয়ে অভিবাসন সম্পর্কিত মোবাইল অ্যাপগুলোর প্রয়োগে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করা, গন্তব্য দেশে অভিবাসীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কিছু মামলায় পুনরায় ময়নাতদন্তের পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং বায়রাতে যে অভিযোগ সেল গঠন করা হয়েছে তা অতিদ্রুত সক্রিয় করে অভিবাসীদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা ও মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলো নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করা। সুত্র বণিকবার্তা

দুই বছরে চালের দাম সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছে বাংলাদেশে

১২ পৃষ্ঠার পর

গোটা বিশ্বে চাল উৎপাদনে তৃতীয় বাংলাদেশ। বর্তমানে এখানকার অর্থনীতির সার্বিক মূল্যস্ফীতিতেও বড় ভূমিকা রাখছে চালের বাজার পরিস্থিতি। সর্বশেষ আমন মৌসুমের চাল বাজারে ওঠার পর থেকে দাম কিছুটা কমেছে ঠিকই। কিন্তু এশিয়ায় চালের ভোক্তা দেশগুলোর মধ্যে দামের উল্লম্ফনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাংলাদেশেই।

এফএও ও ইউএসডিএর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে বিদায়ী ২০২২ সালের একই সময় পর্যন্ত এশিয়ার ভোক্তা দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে এখন পর্যন্ত চালের দাম কমেছে যথাক্রমে ১০ ও প্রায় ১৪ শতাংশ। দাম বেড়েছে ভারত ও পাকিস্তানে। এ দুই দেশে খাদ্যশস্যটির দরবৃদ্ধির হার যথাক্রমে প্রায় ৯ ও ৭ শতাংশ।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের নভেম্বরে রাজধানীর বাজারে প্রতি কেজি মোটা চালের (স্বর্ণা/চায়না/ইরি) দাম ছিল ৪৫-৪৬ টাকা। সেখান থেকে বেড়ে ২০২২-এর নভেম্বরে তা ৫৫ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। সে হিসেবে এ সময়ের ব্যবধানে রাজধানীর বাজারে মোটা চালের দাম বেড়েছে অন্তত ১৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

বাংলাদেশের বাজারে চালের দাম এশিয়ার অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি বলে বিভিন্ন সময়ে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। কিছুদিন আগেই এফএওর তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইউএসডিএ জানায়, প্রতিবেশী ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের বাজারে চালের দাম অন্তত ৭০ শতাংশ বেশি।

সর্বশেষ আমন মৌসুমের ধান বাজারে ওঠার পর চালের দাম কিছুটা কমতে দেখা যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর পরেও দেশের বাজারে চালের দাম এখনো ভোক্তাদের জন্য অসহনীয় পর্যায়েই রয়েছে। চালের মতো প্রধান খাদ্যশস্যের দরবৃদ্ধি এখন দেশের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রকৃত আয়কে কমিয়ে দিচ্ছে। ২০২০ সাল থেকেই বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্ব মারাত্মক এক অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কভিডের প্রাদুর্ভাবের সময়ে কর্মহীন হয়েছে প্রচুর মানুষ। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধের অভিঘাত গোটা বিশ্বেই বড় ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও নিম্ন আয়ের মানুষের ওপরেই এর আঘাত পড়েছে সবচেয়ে বেশি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় প্রায়ই চালের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বাজারে খাদ্যশস্যটির দাম বারবার অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাওয়ার পেছনে প্রধানত সরকারের দুর্বল মজুদ ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততাকে দায়ী করছেন পর্যবেক্ষকরা। তাদের ভাষ্যমতে, মূলত বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীর অনিয়ন্ত্রিত উত্থান, কার্যকর ও দক্ষ সরবরাহ চেইন না থাকা, চালের মজুদ ধারাবাহিকভাবে উচ্চপর্যায়ে না রাখা ও মনিটরিংয়ের অভাবেই চালের বাজারে দাম অসহনীয় পর্যায়ে চলে যেতে দেখা যায়। এ মুহূর্তে বাজারে মনিটরিং বাড়ানোর পাশাপাশি আমদানি ও অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের মাধ্যমে চালের মজুদ ও সরবরাহ বাড়ানোও প্রয়োজন।

চালের বাজারমূল্য বারবার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার পেছনে বাজারের নিয়ন্ত্রণ গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে চলে যাওয়াকে দায়ী করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, অর্থায়নসহ নানা বৈষম্যের কারণে বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নষ্ট হয়ে পড়েছে। এর সুবাদে বৃহদায়তনের ব্যবসায়ীরা আরো বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পেলেও বহু চালকল মালিক ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

সাবেক খাদ্য সচিব আবদুল লতিফ মন্ডল বণিক বার্তাকে বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়লেও চালের দাম কিন্তু খুব একটা বাড়েনি। চালের দাম সাধারণত সবসময়ই কাছাকাছি থাকে। চাল কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো থেকে খুব একটা আসে না। মূলত ভারত, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম থেকেই বেশি আমদানি হয়। ডলারের ঊর্ধ্বগতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে চালের দাম কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু গত দুই বছরে দেশের বাজারে চালের দাম যে পরিমাণ বেড়েছে তা অস্বাভাবিক। চাল ব্যবসায়ীরা চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করছেন। সিন্ডিকেটের কারণে চালের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। সরকার চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। চাল ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী। ফলে চালের দাম তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন। এজন্য সরকারকে বাজার ব্যবস্থাপনায় আরো শক্তিশালী হতে হবে।

গত বছরের আমন মৌসুমে দেশে চালের বেশ ভালো উৎপাদন হয়েছিল। বোরো মৌসুমেও ফলন হয়েছিল ভালো। কিন্তু গত জুনে দেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে আউশ মৌসুমের আবাদ কমে যায়। আবার একই সময়ে বাজারও মারাত্মক অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করতে জুনে বেসরকারিভাবে চাল আমদানিতে শুল্ক ছাড় দেয় সরকার। এ সময় আমদানি শুল্ক ৬২ দশমিক ৫ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশে নিয়ে আসা হয়। তবু আমদানির পরিমাণ সন্তোষজনক না হওয়ায় আগস্টে চালের শুল্ক আরো কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। কিন্তু বারবার শুল্ক কমানোর পরেও পর্যাপ্ত মাত্রায় চাল আমদানি বাড়ানো যাচ্ছে না ডলারের বিনিময় হারের ঊর্ধ্বমুখিতার কারণে।

দেশের বাজারে চালের দাম কমাতে চলতি বছর প্রায় ৯ লাখ ১০ হাজার টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এজন্য ৩২৯টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে শুল্কছাড়ে চাল আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। তবে কয়েক দফায় শুল্ক কমানোর পর ঋণপত্র খুললেও চাল আমদানি করছে না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট চাল আমদানি হয়েছে ৬ লাখ ৫৫ হাজার টন। এর মধ্যে সরকারিভাবে আমদানি হয়েছে ৩ লাখ ৫৪ হাজার টন। আর বেসরকারিভাবে চাল আমদানি হয়েছে তিন লাখ টন। সে হিসেবে চলতি বছর শেষ হতে চললেও এখন পর্যন্ত আমদানির চাহিদা পূরণের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে বাংলাদেশ।

দেশে চাহিদা অনুপাতে মজুদ না থাকলেও আমদানির অনুমতি নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর চাল আমদানির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। এর কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, একসময় চাল আমদানির জন্য কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না। গত কয়েক বছর সরকার আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী অনুমোদন দিচ্ছে। চাল আমদানির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এটি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালের মজুদ রয়েছে ১৪ লাখ ২৬ হাজার ৬৫২ টন। এছাড়া ধান মজুদ রয়েছে ৭৬২ টন। মন্থরগতিতে চলছে সরকারিভাবে আমন মৌসুমের ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমও। এ কার্যক্রম শুরু হয় গত ১০ নভেম্বর। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৯ দিন পেরোলেও এ সময় পর্যন্ত ধান সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ৩০০ টন। আর চাল সংগ্রহ হয়েছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৭৯ টন। যদিও চলতি আমন মৌসুমে সরকারিভাবে তিন লাখ টন ধান ও পাঁচ লাখ টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছিল সরকার। এ বিষয়ে কৃষকদের ভাষ্য হলো খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া দাম বাজারমূল্যের চেয়ে কম। সরকারি গুদামে ধান বিক্রিতে প্রক্রিয়াগত জটিলতাও অনেক। এজন্য তারা বাজারে ধান বিক্রিতেই বেশি আগ্রহী। আবার মিলাররাও চাল সরবরাহে চুক্তিবদ্ধ হতে আগ্রহী নয়। ফলে এবারো লক্ষ্য অনুযায়ী ধান-চাল সংগ্রহ হবে না বলে আশঙ্কা খাতসংশ্লিষ্টদের।

এমন পরিস্থিতিতে বহিঃস্থ উৎস থেকেও চাল আমদানির প্রয়াস চালাচ্ছে সরকার। গত সপ্তাহেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশটি থেকে পণ্য আমদানিতে বার্ষিক কোটা চেয়েছে বাংলাদেশ। এ সময় খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাল, গম, চিনি, পেঁয়াজ, রসুনের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে ভারতের পক্ষ থেকে কোটা সুবিধা চাওয়া হয়। দেশটি এতে সম্মতিও দিয়েছে। অন্যদিকে ভারতের পক্ষ থেকে ডলারের পরিবর্তে রুপিতে বাণিজ্য পরিচালনার অনুরোধ করা হয়।

আবার কিছুদিন আগেই ৫০ হাজার টন চাল আমদানির জন্য আন্তর্জাতিক এক দরপত্র আহ্বান করে বাংলাদেশ। এ দরপত্র জমা দেয়ার সর্বশেষ সময় ছিল ২১ ডিসেম্বর। ধারণা করা হচ্ছে, সর্বনিম্ন মূল্যের দরপত্র জমা দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছত্তিশগড়ভিত্তিক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বাগাদিয়া ব্রাদার্স এ পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাবিত দর অনুযায়ী, প্রতি টন চালের দাম পড়বে ৩৯৩ ডলার ১৯ সেন্ট (সর্বশেষ বিনিময় হার অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকার কিছু বেশি)। পরিবহনসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে খাদ্য সচিব মো. ইসমাইল হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, ‘কোন দেশে কী হারে চালের দাম বেড়েছে, এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না। তবে দেশের বাজারে বর্তমানে চালের দাম কমছে। সামনে আরো কিছুটা কমবে। সরকারিভাবে চাল আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে বেসরকারিভাবে কিছুটা কম আমদানি হলেও তা আশা করছি পূরণ হয়ে যাবে। দেশে চালের মজুদ এখন পর্যাপ্ত।’ টিসিবির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে খোলাবাজারে মোটা চালের দাম কিছুটা কমে প্রতি কেজি ৫২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া সরু মিনিকেট চাল ৭৫ ও মাঝারি চাল ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সুত্র বণিকবার্তা

ইটস্ অভার

১৭ পৃষ্ঠার পর

মানুষের ভালোবাসা সম্মান পাবার অধিকার আছে এবং আমরা তা পেতে যোগ্য। তুমি তাকে আঘাত করোনি, বরং সে তোমাকে গ্রহণ করতে পারেনি। এটা তোমার অপরাধ নয়। আমাদের কখনোই নির্যাতিত হতে অন্যকে সুযোগ দেয়া উচিত নয়। বুলিং, কটাক্ষ, তিরস্কার, অপমানজনক শব্দ-বাক্যের ব্যবহার-মানসিক স্বাস্থ্যকে সঙ্কটে ফেলে এবং আমরা কেউ তা চাই না। সে যেমন আছে, তাকে তেমন থাকতে দাও। বরং আমরা বিকল্প কিছুতে মনোনিবেশ করবো।

অদিতি অবাক হলো। হেলমেন কী করে জেনে গেল তার মন খারাপ হয়েছে? অপরাধবোধ হচ্ছে?

হ্যাঁ! তার সত্যিই মন খারাপ হয়েছিল ৬সিক্ব বলেছিল ম্যাকেনকে। ঠিক করেনি। তাছাড়া দীর্ঘ ৭ বছর যাবত কাজ করছে সে ওডসাইডের লোকাল ব্যাংকটিতে। এতো এতো কর্মচারী, গ্রাহক-কারো সাথে কখনো কোন মতবিরোধ হয়নি তার। সবসময় পেশাগত মান ও নিয়ম-রীতি মেনেই পথ চলেছে সে। কাজের দক্ষতায় খুশি হয়ে ব্যাংক ম্যানেজার ইঙ্গিতও দিয়েছে তাকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করার। বলেছিল ম্যানেজার, অদিতি! ইউ ডিজার্ভ ইট।

ম্যাকেন কাজে যোগ দেয় দুই বছর হলো। শুরুতে ম্যাকেন চুপচাপ থাকতো, তেমন কারো সাথে মিশতো না। অদিতিই প্রথম তার সাথে পরিচিত হয়। তারপর একটা সময় তাদের সম্পর্কটা গড়ে উঠে বন্ধুর মতো। প্রায়শই তারা এক সাথে মধ্যাহ্নভোজ করতো, শপিং করতো। কাজের ফাঁকে ফিসফিসিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো।

হঠাৎ কী হলো! ম্যাকেন, অদিতির সাথে অদ্ভুত রকমের আচরণ করতে শুরু করলো। অদিতির ছোট ছোট যেসব কাজ তাকে খুশি করতো, সেসব কাজই তার বিরক্তির কারণ হতে লাগলো। সুযোগ পেলেই দোষ ধরা, কটাক্ষ করা যেন ম্যাকেন এর অভ্যাসে পরিণত হলো। সমস্যা শুরু হলো যখন বস অদিতির কাজগুলোর প্রশংসা করতে শুরু করলো। অফিসে কঠোর পরিশ্রম করে অদিতি। তাই বস তার প্রশংসা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেননা। এটাই হয়তো ম্যাকেনের বিরক্তির কারণ।

ম্যাকেনের এমন আচরণে অদিতির মধ্যে এক ধরণের ভয় বেড়ে গেল। কাজে যাওয়ার আগ্রহ হারাতে লাগলো। ব্যাংকের দরজা খুললেই মনে হতো, এই বুঝি ম্যাকেন কিছু একটা বলতে আসছে। এই বুঝি নতুন কোন অভিযোগ করতে আসছে! দিন দিন কর্মক্ষেত্রে অদিতির অস্থিরতা বাড়ছিল, কাজে মনোযোগ দেয়া মুশকিল হচ্ছিল। তাই সে ২ মাসের ছুটি নেয়।

কিন্তু ছুটি থেকে ফেরার পরও ম্যাকেনের আচরণ একই রকম ছিল। তাই সেদিন বাধ্য হয়ে অদিতি খুব কঠোরভাবেই ম্যাকেন কে জবাব দিয়েছিল।

-অদিতি! কিছু বলবে? আমাদের সেশন প্রায় শেষ।

হেলমেন হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো।

-সরি ফর দ্য ওয়ার্ড(সিক)!

-ইটস্ ওকে। তুমি বুঝতে পেরেছো। সি ইউ ইন নেক্সট ভিজিট অদিতি।

-থ্যাঙ্কিউ।

এবার মেট্রোরেলের জন্য অপেক্ষা চট্টগ্রামে

৯ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠান শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ করে আগামী বছরের শুরুতে যেন প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারেন সে লক্ষ্যেই কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী দুই-আড়াই বছর আগে যোগাযোগমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন এটা করার জন্য। হাছান মাহমুদ বলেন, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু টানেল থেকে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মেট্রোরেল যেতে পারে। এছাড়া মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর পর্যন্ত কীভাবে মেট্রোরেল নিয়ে যাওয়া যায় এসব বিষয় মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করা উচিত। এর ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান করবে কোরীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (কোইকা)। ফিজিবিলিটি স্টাডি করে যাতে এক বছর পর প্রধানমন্ত্রী মেট্রোরেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

জানা গেছে, চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণে ইতিমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া। সিউলে গত ২ মার্চ বাংলাদেশ-কোরিয়া যৌথ পিপিপি প্ল্যাটফরমের চতুর্থ সভায় মেট্রোরেলসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে আগ্রহের কথা জানায় কোরিয়া। একই সঙ্গে তারা মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে পানির চাহিদা পূরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, পিপিপি পদ্ধতিতে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং গুলশান-বনানী এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়নের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাবও দিয়েছে। জানা গেছে, এ প্রস্তাবের আগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি উন্নয়ন সংস্থা কোইকার মাধ্যমে মেট্রোরেল প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল দক্ষিণ কোরিয়া। তখন এ কাজে তারা ৫০ লাখ ডলার অনুদান হিসেবে দিতে চেয়েছিল। এর পরই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের প্রস্তাব দেয়।

জানা গেছে, কোরিয়ার আগে চীনের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি নিজেদের খরচে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (সিডিএ) একটি প্রস্তাব দেয়। এর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সম্পূর্ণ খরচও তারা বহন করবে বলে জানিয়েছিল। বিনিময়ে তারা মিরসরাইয়ের কাছে সাগর থেকে উদ্ধার করা ৬০ বর্গ কিলোমিটার জমিতে একটি স্মার্ট সিটি বানিয়ে সেখান থেকে লভ্যাংশ নেওয়ার প্রস্তাব করে। সিডিএ প্রস্তাবের বিষয়টি জানানোর পর গত ২২ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর সুপারিশ করে। এছাড়া গত ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে চায়না রেলওয়ে কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিআরসিসিএল) চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। মেট্রোরেল নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ২০১৯ সালের জুলাইয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাসস্থান ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড কনসালট্যান্টস লিমিটেডের মাধ্যমে একটি প্রাক-যোগ্যতা সমীক্ষা করেছিল। - শামীম হামিদ, দৈনিক ইত্তেফাক

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর 'ক্রসফায়ার' কমেছে শতকরা ৯৪ ভাগ

৯ পৃষ্ঠার পর

বাহিনীর কার্যপদ্ধতি বা আচরণে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। যা ইতিবাচক হচ্ছে তা চাপের মুখে। সরকার এখনো এমন কোনো পদ্ধতি তৈরি করেনি যাতে ভবিষ্যতে এটা আর হবে না তেমন আশা করা যায়। যারা এইসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনারও কোনো ইচ্ছা সরকারের আছে বলে এখনো স্পষ্ট হয়নি। সেটা প্রয়োজন। প্রয়োজন স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করে দায়ীদের চিহ্নিত করা। মেজর (অব.) সিনহা হত্যাকাণ্ডের পরও কয়েক মাস ক্রসফায়ার বন্ধ থেকে আবার শুরু হয়। তাই ক্রসফয়ার যে আবার শুরু হবে না তা কিন্তু এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।''

রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে : বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেয়া বা না দেয়া বড় কথা নয়। রাষ্ট্রকেই মানবাধিকারের বিষয়গুলো দেখতে হবে। রাষ্ট্র বিষয়গুলো তার প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখবে এটাই তো সবাই প্রত্যাশা করে। তবে এটা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা সরকারসহ সব পক্ষকে সচেতন করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি রাষ্ট্রের জন্য জরুরি।''

তার কথা, ''মানবাধিকার কমিশন এখন প্রতিটি ঘটনার প্রতি নজর রাখছে। কোথায় কী ঘটছে তা কমিশনের নজরদারির মধ্যে আছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই কমিশন কাজ করছে।'' তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''এই বিষয়গুলো নিয়ে নানা মহলে কথা হচ্ছে। আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমও কথা বলছে, প্রতিবেদন করছে। ফলে যা হয়েছে তাহলো, সব ক্ষেত্রেই এক ধরনের সচেতনতা বাড়ছে। বিষয়গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার কারণে এগুলো যে বন্ধ করা দরকার, দমন করা দরকার তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। ফলে বিচার বহির্ভূত হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে।''

তিনি আরো বলেন, ''বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা, নানা রকম দুষ্কৃতি ঘটে থাকে কিছু খারাপ লোকের কারণে। তাদের ওপর যদি নজরদারি বাড়ানো হয়, তাদের ওপর যদি খবরদারি জোরদার করা হয় তাহলে এধরনের ঘটনা অবশ্যই কমতে বাধ্য।''

বাংলাদেশকে চাপে রাখতে সীমান্ত হত্যা?

৮ পৃষ্ঠার পর

উন্নতি হবে না। আর ভারত সরকার তো হিন্দুত্ববাদী মনোভাব থেকে মুসলিমদের টাইট দেয়ার কাজে ব্যস্ত।''

বাংলাদেশকে চাপে রাখতে সীমান্ত হত্যা: বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান মনে করেন, ''বাংলাদেশকে চাপের মুখে রাখতে ভারত সীমান্ত হত্যাকে একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। বিএসএফ অব্যাহতভাবে সীমান্ত হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা ভারতীয় নীতিরই প্রতিফলন। তারা মুখে সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনার যত কথাই বলুক না কেন বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখছি না।''

তার কথা,চএই হত্যাকাণ্ডের পিছনে বিএসএফ যে কারণ দেখায় তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ চোরাচালানি বা অপরাধী হলেও তাকে বিনা বিচারে হত্যা করা আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। কোনো সিভিলিয়ানকে এভাবে হত্যা করা যায় না। বিএসএফ আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন করে যাচ্ছে অব্যাহতভাবে। এর বিরুদ্ধে ভারত সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।''

ফেলানি হত্যার পর ভারত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চাপ ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে তারা বিচারের আয়োজন করে। কিন্তু তাতেও ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি বলে জানান মানবাধিকার কমিশনের এই সাবেক প্রধান। তিনি বলেন,চএইসব হত্যাকাণ্ডের বিচারের দায়িত্ব ভারতের। কারণ যারা এর সঙ্গে জড়িত তারা সেই দেশের নাগরিক। তারা এর বিচার করছে না। চাইলে বাংলাদেশও এখানে বিচার করতে পারে। তবে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ এবং বিচারের দাবিতে বাংলাদেশও যথেষ্ট সোচ্চার নয়।''- হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

মির্জা ফখরুলের মুক্তি দাবি করা বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিজীবী -ওবায়দুল কাদের

৮ পৃষ্ঠার পর

গোটা পরিবার শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বিদেশে ছিল তারা রক্ষা করেনি। এই ঘাতকদের বিরুদ্ধে কি আপনারা বিবৃতি দিয়েছিলেন? ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপনাদের মুখের ভাষা কোথায় ছিল? কোথায় ছিল প্রতিবাদ আমি জানতে চাই। জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো কোথায় ছিল আপনাদের প্রতিবাদ?'

জঙ্গিবাদ রুখতে হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'স্বাধীনতা বিরোধীদের রুখতে হবে। হাওয়া ভবনের লুটেরাদের রুখতে হবে। তারা (বিএনপি) বলে রাষ্ট্র মেরামত করবে। বিএনপি এই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে। এই রাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করেছে তারা। এই রাষ্ট্রে অর্থপাচার করেছে বিএনপি। পাঁচ বছরে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিএনপি তারা নষ্ট রাজনীতি করে। যারা নষ্ট রাজনীতি করে তারা রাষ্ট্র মেরামত করতে পারে না। ধ্বংস করতে পারে।'

বিএনপি জীবনেও মেগা প্রকল্প করতে পারবে না দাবি করে কাদের বলেন, 'বিষোদ্গার লিপ সার্ভিস ছাড়া আপনাদের কি আছে? নির্বাচনের জন্য বাংলার মানুষ আর ভোট দেবে না।'

সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা সতর্ক আছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমরা কোনো ধরনের সহিংসতায় জড়াব না। তবে আঘাত করা হলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে।'

শান্তি সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ ফারুক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, এসএম কামাল হোসেন, স্বাস্থ্য সম্পাদক রোকেয়া সুলতানা, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এসএম মান্নান কচি, সহসভাপতি সাদেক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক রানা প্রমুখ।

পদ্মা সেতু এখন কেন ব্যবহার করেন, লজ্জা করে না - বিএনপিকে ওবায়দুল কাদের

ঢাকা: পদ্মা সেতু ব্যবহারে বিএনপি নেতাদের লজ্জা করে নাড় এমন প্রশ্ন রেখে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, পদ্মা সেতু হলো জোড়াতালি দিয়ে, এখন খুলনাতে তিন ঘণ্টায় সমাবেশ করতে যান। এখন পদ্মা সেতুতে উঠছেন কেন? আপনাদের দেশনেত্রী তো বলেছে পদ্মা সেতু জোড়াতালি দিয়ে হয়েছে। এই সেতু এখন কেন ব্যবহার করেন? লজ্জা করে না?

বিএনপি-জামায়াতের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ও অপপ্রচারের প্রতিবাদে শুক্রবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তিসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর শ্যামলী স্কয়ার প্রাঙ্গণে এই শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আজ দেখলাম একটি কিশোর ইন্টারভিউতে বলেছেন, আমি থাকি নিউইয়র্ক, ঢাকায় এসেছি। এটা তো ঢাকার মেট্রো নয়, নিউইয়র্কের মেট্রো।

তিনি বলেন, আজ শেখ হাসিনা মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল করেছেন, লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। জ্বালা রে, অন্তর জ্বালা। হায় রে, যেটা আমরা পারলাম না শেখ হাসিনা করেই ফেলল? ভোটের রাজনীতিতে হেরে গিয়ে রেখে যাচ্ছে। বিএনপির নেতারা গোসসা করবেন না। গোসসা করে লাভ নেই। বাংলার জনগণ আগামী ২৪ নির্বাচনেও ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে টানা চতুর্থবার ক্ষমতা বসাবে।

তিনি আরও বলেন, বড়লোকদের বাড়ির সামনে লেখা থাকে কুকুর থেকে সাবধান। জনগণ বলে তারেক থেকে সাবধান। বিএনপি থেকে সাবধান। খেলা হবে, বাংলাদেশ আর রক্তপাতে ফিরে যাবে না। লন্ডনে বসে বলে 'টেক ব্যাক'। বাংলাদেশের মানুষ আর হাওয়া ভবনে ফিরে যাবে না।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তারা নাকি রাষ্ট্র মেরামত করবে। বিএনপি এই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে। তারা এই রাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। এরা (বিএনপি) নষ্ট রাজনীতি করে। যারা নষ্ট রাজনীতি করে তারা রাষ্ট্র মেরামত করতে পারে না।

শান্তি সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম, এসএম কামাল হোসেন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এসএম মান্নান কচি প্রমুখ।

ফুটবলার নয়, পাইলট হতে চেয়েছিলেন পেলে

১৯ পৃষ্ঠার পর

৮২ বছর বয়সে অন্যলোকে পাড়ি জমানো পেলে একবার সাক্ষাৎকারেও বলেছিলেন, 'সত্যি করে বলতে আমার তখন ৯ বছর বয়স। আমি তখন পাইলট হতে চাইতাম। এটা আমার স্বপ্ন ছিল। আমি উড়তে চাইতাম।'

তার পর তো ১৯৫০ বিশ্বকাপে মারাকানার ঘটনার পর পেলের জীবনে ফুটবলই হয়ে দাঁড়ায় সব। ১৯৫০ সালের মারাকানার ঘটনা ব্রাজিলিয়ানদের কাছে জাতীয় ট্র্যাজেডি হয়ে আছে। ফাইনালে স্বাগতিক হয়েও উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হতে হয় তাদের। সেলেসাওদের কাছে যে ট্র্যাজেডির অন্য নাম মারাকানাজো। সেই হারে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন পেলের বাবা। তখনই পেলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'একদিন তোমার জন্য এই বিশ্বকাপ জিতে আনবো।'

তার পরের ঘটনাতো সবারই জানা। ১৯৫৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সেই প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ নেন ব্রাজিল কিংবদন্তি। সর্বকনিষ্ঠ কারো বিশ্বকাপ জয়ের এই রেকর্ড এখনও টিকে আছে।

পেলের মনে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলাদেশ

১৮ পৃষ্ঠার পর

পেলের)। পেলের সঙ্গে তোলা ছবিগুলো বাসায় বেশ যত্নেই রেখেছিলেন। যারা বাসায় আসতেন সবার চোখ সেদিকেই পড়ত। এর ফলে সেই ছবি গায়েব, 'অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে পেলের তোলা ছবিগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। বাসায় অনেকে আসেন, হয়তো নিয়েই গেছেন কেউ'আক্ষেপ জড়ানো কণ্ঠে বলেন হাফিজ।

সাবেক এই ফুটবলার ও রাজনীতিবিদ একটি বই লিখেছেন। সেই বইয়ে তিনি ও তার মেয়ের সঙ্গে পেলের একটি ছবি রয়েছে। সেটিই এখন একমাত্র স্মৃতি।- সুত্র বাংলাদেশ পোষ্ট ॥

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL حلال FOOD

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

পেলের মৃত্যুতে ব্রাজিলে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে যেখানে

১৮ পৃষ্ঠার পর

স্টেডিয়াম। ২ জানুয়ারি পেলের মরদেহ নেওয়া হবে সান্তোস ক্লাব প্রাঙ্গণে। ৩ জানুয়ারি সান্তোসের রাস্তায় পেলের মরদেহ নিয়ে হবে অন্তিম যাত্রা। পেলের কফিন নিয়ে যাওয়া হবে কেলেস্তে। যেখানে এখনো ১০০ বছর বয়েসী তার মা ডোনা কেলেস্তে জীবিত। শয্যাশায়ী পেলের মাকে দেখানো হবে ছেলের দেহ। সব আনুষ্ঠানিকতা সেরে মেমোরিয়াল নেকরোপোল একিউমেনিকা সমাধিস্থলে সমাহিত করা হবে তর্কসাপেক্ষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে। পেলের সমাহিত করার আয়োজন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকছে না।

ম্যারাডোনার চোখে পেলেই সর্বকালের সেরা

১৮ পৃষ্ঠার পর

পরিসংখ্যান বলছে, ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক পেলে। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপও জিতেছেন তিনি। দুর্দান্ত সব অর্জন পেলের ফুটবল ক্যারিয়ারকে উচ্চতার শিখরে নিয়ে গেছে।

ব্রাজিলকে পেলে তিনটি বিশ্বকাপ এনে দিলেও আর্জেন্টিনাকে ম্যারাডোনা দিতে পারেন একটি। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পাইয়ে দেন ম্যারাডোনা। ১৯৯০ বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে তুললেও জার্মানির কাছে হারতে হয় ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনাকে।

দেশের জার্সিতে গোলের দিক দিয়ে পেলের চেয়ে পিছিয়ে ম্যারাডোনা। ব্রাজিলের জার্সিতে ৯০ ম্যাচে ৭৭ গোল পেলের। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ম্যারাডোনা গোল ৯১ ম্যাচে ৩৪টি।

২০২০ সালে মৃত্যু হয় ম্যারাডোনার। আর্জেন্টিনার কিংবদন্তির মৃত্যুর পর পেলে টুইটারে টুইট করেছিলেন, 'আমরা স্বর্গে একদিন একসাথে ফুটবল খেলবো।'

ফুটবলকেই সুন্দর করে তুলেছিলেন যে কিংবদন্তী

১৯ পৃষ্ঠার পর

বাবার কাছেই ফুটবল শিখেছেন তিনি। কিন্তু পরিবারের বল কেনার সামর্থ্য ছিলো না। সুতরাং তরুণ পেলেকে মাঝে মাঝেই কাপড়ের দলা পেঁচিয়ে বল বানিয়ে রাস্তায় খেলতে দেখা যেতো।

শুধুই পেলে : স্কুলে এসে বন্ধুদের কাছে তার নাম হয় পেলে। যদিও তিনি নিজে বা তার বন্ধুরা কেউ জানতেন না যে এর অর্থ কী।

পেলে অবশ্য তার এই ডাক নামটা কখনো পছন্দ করেননি। কারণ তার মনে হতো এটা পর্তুগীজ ভাষায় 'শিশুদের কথার' মতো।

কিশোর বয়সেই স্থানীয় কয়েকটি ফুটবল ক্লাবের সদস্য হয়ে খেলা শুরু করেন। ওই সময় ব্রাজিলে ইনডোর ফুটবল মাত্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলো। তরুণ পেলে তার স্বাদ নেয়া শুরু করলেন।

পরে এক সাক্ষাৎকরে তিনি বলেছিলেন"আমি ইনডোর ফুটবলকে পানি থেকে মাছ ধরার মতো একটি ব্যাপার হিসেবে নিয়েছিলাম। মাঠের ফুটবলের চেয়ে এটা ছিলো আরও দ্রুতগতির- এখানে খেলোয়াড়দের দ্রুত চিন্তা করতে হতো।'

তিনি বাউরু অ্যাথলেটিক ক্লাব জুনিয়রকে নেতৃত্ব দিয়ে তিন বার রাজ্য যুব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং তার মাধ্যমে নিজেকে উজ্জ্বল প্রতিভা হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে তার কোচ ভালদেমার ডি ব্রিতো তাকে সান্তোস ক্লাবে নিয়ে যান, পেশাদার দল সান্তোস এফসিতে চেষ্টা করার জন্য। ডি ব্রিতো অবশ্য তার আগেই ক্লাব কর্তাদের রাজি করাতে পেরেছিলেন যে পেলেই একদিন বিশ্বসেরা খেলোয়াড় হবে।

১৯৫৬ সালে জুনে সান্তোসের সঙ্গে যখন চুক্তিবদ্ধ হন, তখন পেলের বয়স মাত্র পনের বছর।

শীর্ষ গোলদাতা : এক বছরের মধ্যেই সান্তোসের সিনিয়র টিমের জন্য নির্বাচিত হন পেলে এবং প্রথম ম্যাচেই গোল করেন তিনি। তারপর দ্রুত দলে জায়গা পাকা করে ফেলেন এবং প্রথম বছরেই লীগের শীর্ষ গোলদাতা হন। সান্তোসের সঙ্গে চুক্তির মাত্র দশ মাসের মাথায় ব্রাজিলের জাতীয় দলে ডাক পান তিনি।

মারাকানায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেক হয় তার এবং ওই ম্যাচে তার দল ২-১ গোলে হেরে যায়। ওই ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেছিলেন ১৬ বছর বয়সী পেলে এবং তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফুটবলে কনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ডটি নিজের করে নেন তিনি।

হাঁটুর ইনজুরির কারণে ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল পেলের। তবে ইনজুরি সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাকে দলে রাখে এবং বিশ্বকাপে তার অভিষেক হয় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

জাতীয় সম্পদ : ১৯৬০ সালের দিকে ইন্টার মিলান, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদের, ইউভেন্তাসের মতো বিভিন্ন ধনী ইউরোপীয় ক্লাব পেলেকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, কারণ ইতোমধ্যেই বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার হওয়ার যাবতীয় ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল তার মধ্যে।

কিন্তু এ পথে বাধ সাধেন ব্রাজিলের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জানু কুয়াদরুস। ১৯৬১ সালে পেলেকে 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ' ঘোষণা করেন তিনি।

অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে হয়েছে ব্রাজিল ও পেলেড় উভয়কেই। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ছিল ব্রাজিলের জন্য হতাশার। পেলে ছিলেন সবার লক্ষ্যবস্তু। সেই আসরে প্রতিপক্ষ বিভিন্ন দলের বহু আক্রমণ ও আঘাত (ফাউল) সহ্য করতে হয়েছে তাকে। ফলে তার সেরা খেলাটা খেলার সুযোগ পাননি পেলে।

কিন্তু নিজেদের তারকা হারানোর ভয়ে ব্রাজিলের সরকার পেলেকে 'জাতীয় সম্পদ' ঘোষণা করে তার বিদেশে চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য।

সবচেয়ে সেরা দল: ১৯৬৯ সালে পেলে তখন ত্রিশের দোরগোড়ায়। ১৯৭০ সালে মেক্সিকো বিশ্বকাপে খেলবেন কিনাড়তা নিয়ে কিছুটায় দ্বিধায় ছিলেন।

দেশের সামরিক স্বৈরাচার এ সময় তার বিরুদ্ধে একটি তদন্তও করছিলো। অভিযোগ ছিলোড়পেলে বামপন্থীদের প্রতি সদয়।

শেষ পর্যন্ত ওই বিশ্বকাপে তিনি খেললেন এবং সেই আসরেই ইতিহাসের সেরা দলের স্বীকৃতি পেলো ব্রাজিল। সবচেয়ে বিখ্যাত মুহূর্তটি ছিলো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার হেড থেকে বল যখন নেটে ঢুকছিলো তখনি গর্ডন ব্যাংক তার বলটি ঠেকিয়ে দেন এবং সেটিই পরে খ্যাতি পায় 'দ্যা সেইভ অফ দ্যা সেঞ্চুরি' হিসেবে।

তা সত্ত্বেও ফাইনালে ইটালির বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জয় জুলে রিমে ট্রফির স্থায়ী গন্তব্যে পরিণত করে ব্রাজিলকে। পেলে অবশ্যই গোল করেছিলেন।

ব্রাজিলের জন্য তার শেষ খেলা ছিলো ১৯৭১ সালের ১৮ই জুলাই। রিও ডি জেনেরিয়ও শহরে আয়োজিত সেই ম্যাচটি ছিল যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে; আর ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফুটবল থেকে তিনি অবসর নেন ১৯৭৪ সালে।

দু বছর পর তিনি নিউইয়র্ক কসমসের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং সেখানে তার নামই ফুটবলের ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়।

রাষ্ট্রদূত: ১৯৭৭ সালে পেলের পুরনো দল তার অবসরকে সম্মানিত করতে কসমসের সাথে খেলার আয়োজন করে। তিনি খেলা দু অংশে দুই দলের হয়ে খেলেন।

সেসময় তিনি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আয় করা খেলোয়াড়। অবসরের পরেও অর্থ আয় তার অব্যাহতই থাকে।

একটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি ১৯৮১ সালে। তার ছিলো অনেক বাণিজ্যিক স্পন্সরশীপ চুক্তি।

১৯৯২ সালে তাকে জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক দূত নিয়োগ করে। পরের বছল ইউনেস্কোর গুডউইল অ্যাম্বাসেডরও হন তিনি।

১৯৯৫ সালে ব্রাজিলের ক্রীড়ামন্ত্রী হয়ে ফুটবল থেকে দুর্নীতি দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যদিও দুর্নীতির অভিযোগেই ইউনেস্কো থেকে তাকে সরে যেতে হয়েছিল। তবে তদন্তে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

২০০৫ সালে তিনি বিবিসির স্পোর্টস পারসোনালিটি অফ দ্যা ইয়ার মনোনীত হয়েছিলেন।

বিয়ে : ১৯৬৬ সালে পেলে বিয়ে করেছিলেন রোজমেরি ডোস রেইস ছলবিকে। এই দম্পতির দুই কন্যা আর এক পুত্র আছে। ১৯৮২ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। তারপর দ্বিতীয় বিয়ে করেন গায়িকা আসিরিয়া লেমোস সেইক্সাসকে। যমজ সন্তান বাবা মা ছিলেন তারা। ২০০৮ সালে সেই ঘরও ভেঙে যায়।

২০১৬ সালে জাপানি-ব্রাজিলিয়ান ব্যবসায়ী মার্সিয়া সিবেলে আওকির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পেলে। এই নারীর সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো ১৯৮০ সালে।

বৈশ্বিক ব্র্যান্ড : ফুটবলে যাদের আগ্রহ ছিলো না বা নেই তাদের কাছেও পেলে সুপরিচিত। এমনকি একসময় কৌতুক হয়ে দাঁড়ায় যে বিশ্বে সত্যিকার অর্থেই তিনটি ব্রান্ড যিশু, কোকা কোলা এবং পেলে।

পেলে ছিলেন বিশ্বের বিরল ব্যক্তিদের একজন যিনি তার খেলার মাধ্যমে সারাবিশ্বে পরিচিতি পেয়েছেন। সূত্র : বিবিসি

সারা বিশ্বে শান্তি, বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপুর্ণ
নির্বাচনের প্রত্যাশায়

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী

সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ

নতুন বছরে সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায়

নববর্ষের শুভেচ্ছা

দুলাল বেহেদু

কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট ও সমাজসেবক

নিউ ইয়র্ক

...and a Happy New Year!

2023

নতুন বছরে সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায়

নববর্ষের শুভেচ্ছা

ডা. ইনামুল হক এমডি

প্রেসিডন্ট, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশে বেড়েছে নারীর সংখ্যা, সেই সাথে নির্যাতনও

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রেরণাদায়ী ১০০ নারীর তালিকায় এ বছর জায়গা পেয়েছে বাংলাদেশের ছাত্রী সানজিদা ইসলাম ছোঁয়া। বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেই এ অর্জন ছোঁয়ার। তার সঙ্গে আছেন বন্ধু ও শিক্ষকরা। বাল্যবিয়ের কোনো ঘটনা জানলে তারা পুলিশকে জানান। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছোঁয়ার কার্যক্রম এখনো চলছে। নিজেদের পরিচয় দেন ঘাসফড়িং বলে। এখন পর্যন্ত ৫০টি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ভূমিকা রেখেছে ঘাসফড়িং।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের পুরস্কার পেলেন রোজিনা : চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যান্টিকরাপশন চ্যাম্পিয়নস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তারা কীভাবে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, তা রোজিনার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

কে-টু চূড়ায় ওয়াসফিয়া : প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এ বছরের ২২ জুলাই বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ পাকিস্তানের কে টু জয় করেন ওয়াসফিয়া নাজরীন। ১৭ জুলাই ফেসবুক পোস্টে ওয়াসফিয়া বলেন, আমরা আজ রাতে নিমসদাই, মিংমা তেনজি শেরপা এবং মিংমা ডেভিড শেরপার নেতৃত্বে কে-টু জয়ের জন্য যাত্রা করছি।রীতা ভৌমিক, সুত্র কালবেলা

বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ মানসিক রোগী

৫ পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় কাউন্সিলিং করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রায় দুই শ' উপজেলায় থাকা এনসিডি কর্নার রয়েছে, সেখানেও এই কাউন্সিলিং করার ব্যবস্থা থাকছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের বাজেটে এখনো ঘাটতি আমরা দেখছি। একই সাথে দক্ষ জনবল বাড়ানোর বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। মানসিক সমস্যার কারণে অনেকে চাকরি হারায়, সার্বিক উৎপাদন কমে যায়, অপরাধের মাত্রা বাড়ে এমনকি উচ্চরক্তচাপসহ বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বাড়ে এই মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে।

গত ২৮ ডিসেম্বর বুধবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য রিপোর্ট ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মকৌশল পরিকল্পনা ২০২০-৩০-এর অবহিতকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহিদ মালেক এসব কথা বলেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবার থেকেই পরিবর্তন আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীকন্যা সায়মা ওয়াজেদ। সায়মা ওয়াজেদ বলেন, আমাদের শারীরিক চিকিৎসায় নানা কর্মকৌশল থাকলেও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ছিল না। এ জন্য নানা পরিকল্পনা আমরা করেছি। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটা উন্নত পরিবেশ দরকার। শুধু স্বাস্থ্য অধিদফতর চাইলেই হবে না, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, আজ গর্ব করে বলতে হয় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বাংলাদেশের একটি কর্মকৌশল আছে, একটি আইন আছে। কিন্তু সবাই এগিয়ে না আসলে, কাজ না করলে তা এগোবে না। সবার আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা: আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাইলে বরাদ্দ বাড়াতে গবে। এ খাতে ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দের ৬০ ভাগই খরচ হয় প্রশিক্ষণের কাজে। এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো খুবই জরুরি।

জাতীয় মানসিক ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই কর্মকৌশল বাস্তবায়নে একটা বডির প্রয়োজন। যেটি বিএমডিসি মাধ্যমে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য শুধু স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজ নয়, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দরকার। কিন্তু বিষয়ে এখনো ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। গত দুই বছরে বাংলাদেশে আত্মহত্যা বেড়েছে অনেক। কিভাবে আত্মহত্যা রোধ করা যায় সেই কৌশল এতে রয়েছে। তিনি বলেন, পিতা-মাতা ও সবার সচেতনতা দরকার। আমাদের মনের যত্ন নিতে হবে। কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা চিকিৎসা দিচ্ছেন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় এটি যুক্ত করতে হবে। সুত্র নয়াদিগন্ত

ল্যানসেটের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় বাংলাদেশের সেঁজুতি সাহা

৫ পৃষ্ঠার পর

ল্যানসেট। তার দৃঢ় সংকল্পের উদাহরণ হিসেবে ২০১৮ সালে সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য অনুদান ও মেশিন পাওয়ার কথাও উল্লেখ করে সাময়িকীটি।

সেঁজুতির উদ্ধৃতিতে ল্যানসেটে উল্লেখ করা হয়, 'আমি বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিলাম, বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকেই সিকোয়েন্স করা যায়। এই কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে নমুনা পাঠানোর দরকার নেই। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন সেখানেই সিকোয়েন্স করতে পারেন। বাংলাদেশে ছোট সিকোয়েন্সিং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সেটি করে দেখিয়েছি।'

ওয়েবসাইটে আরও উল্লেখ করা হয়, সেঁজুতি এবং তার নেতৃত্বে কাজ করা জিনোমিক্স দল ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়াসহ বাংলাদেশের শিশুদের আক্রমণ করে এমন ভাইরাস সিকোয়েন্স ও গবেষণা করেন।

সকালে খালি পায়ে হাঁটার নানা উপকার

২৯ পৃষ্ঠার পর

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায় : খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্যে করে। বয়সজনিত কারণে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, ভুল লাইফস্টাইলের কারণে মেমোরি লস হওয়াসহ নানা কারণে স্মৃতিশক্তির ঘাটতিজনিত সমস্যা থাকলে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে থাকা নিউরনগুলো সকালে খালি পায়ে হাঁটার ফলে সক্রিয় হয়ে ওঠে । নিউরনেগুলো সক্রিয় থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই বুদ্ধিও বাড়ে, মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে।

হার্ট ভালো রাখে : যারা নিয়মিত হাঁটতে সাহস করেন না, কিছু দূর হাঁটলেই হাপিয়ে যান, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় তাদের জন্য খালি পায়ে হাঁটলে স্বাস্থ্যের কার্ডিও ভাসকুলার উন্নতি ঘটবে, এ সময় ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যায় অর্থাৎ বেশি বেশি করে রক্ত পৌঁছে যেতে শুরু করে হার্টে। সেই সঙ্গে হৃদ্রোগের সম্ভাবনাও কমে।

মানসিক শক্তি বাড়ে : আধুনিক জীবনযাপনে হতাশা একটি বড় দুর্যোগ, সেই থেকে বাঁচতে খালি পায়ে হাঁটলে উদ্বেগ এবং হতাশা দূর হয়। আমাদের শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি দিয়ে গঠিত। তাই মাটির সঙ্গে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের এই সম্পর্ক যত নিবিড় হবে, ততই শরীরের নানাবিধ তরলের উপাদানের ভারসাম্য ঠিক থাকবে। খাদ্য থেকে আমরা যেমন ফাইট্রোনিউট্রেন্ট নিয়ে থাকে তেমনি মাটি থেকে ইলেক্ট্রন মানসিক শক্তিতে প্রভাব বিস্তার করে মানসিক অবসাদ কমায়। সেই সঙ্গে ইনসোমোনিয়া প্রতিরোধ করে। যারা অনিদ্রায় ভুগে থাকেন, তারা নিয়মিত কিছু সময়ের জন্য খালি পায়ে হাঁটলে উপকার পাবেন।

এ ছাড়া খালি পায়ে হাঁটলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে। ফলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়তে থাকে খালি পায়ে হাঁটার সঙ্গে চোখের সরাসরি যোগসূত্র আছে। ফলে পায়ের তলায় যত চাপ পড়ে, তাতেই দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটতে শুরু করে। পেশি এবং হাড় আরও শক্ত হয়।

প্রতিদিন সকালে খালি পায়ে ১৫ মিনিট ধীরগতিতে হাঁটলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে, যদি হাঁটার মতো জায়গা না থাকলে ছোট্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও এই উপকার পাবেন। অনেকের প্রথম দিনে খালি পায়ে হাঁটার কারণে সর্দি জ্বর হতে পারে, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। দুই-তিন দিন হাঁটলেই শরীর সহ্য করে নেবে। আলমগীর আলম খাদ্য-পথ্য ও আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞ

হাঁপানি বা অ্যাজমা স্থায়ীভাবে আরোগ্য সম্ভব

২৯ পৃষ্ঠার পর

হাঁপানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভাণ্ডারে হাঁপানি রুগীর চিকিৎসার জন্য সোরিনাম, মেডোরিনাম, আর্সেনিক অ্যালবাম, ন্যাট্রাম মিউর, ন্যাট্রাম সালফ, কার্বোভেজের মতো অসংখ্য কার্যকরী ওষুধ রয়েছে। এসব ওষুধ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলেই হাঁপানি বা অ্যাজমা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসেবার মাধ্যমে হাঁপানি রোগীরা বিনা কষ্টে স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করে। এ কারণে হাঁপানি রুগীসহ জটিল ও দুরারোগ্য রুগীগণ সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকছেন। - ডা. এম এ হক, পিএইচ.ডি (স্বাস্থ্য), এম. ফিল (স্বাস্থ্য), ডিএইচএমএস। জটিল ও দুরারোগ্য রোগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

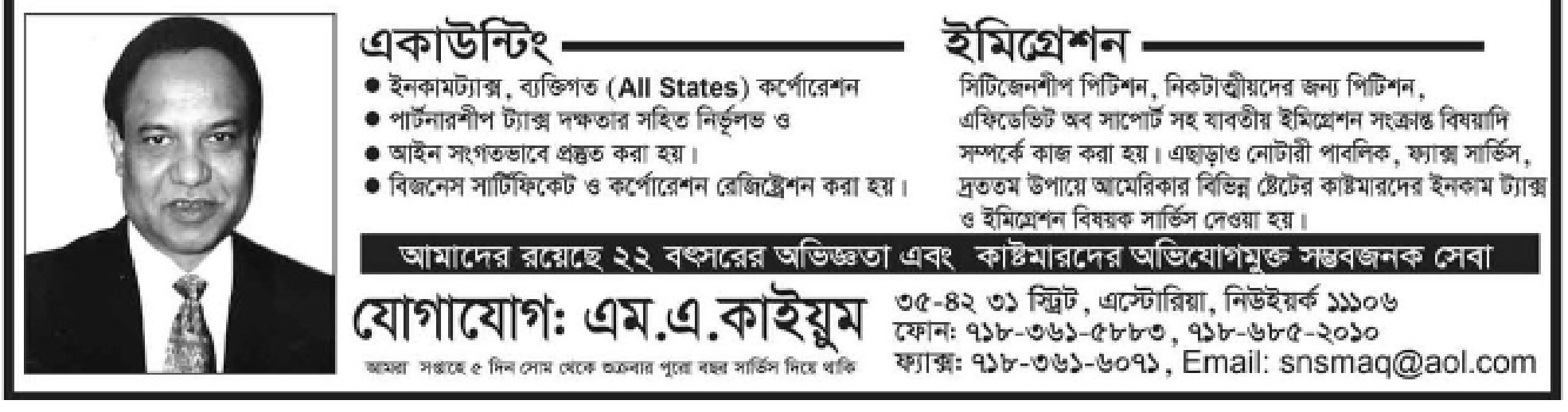

মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত রাশিয়ার জাহাজকে ঢুকতে দেয়নি বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

জাহাজ ব্যবহার করা করা হলে যারা করবে, তাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। এটি একটি কিছুটা ঝুঁকিরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।চ

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, যেহেতু রাশিয়ার ওই জাহাজ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছে, তাই সরকার সেটিকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে দেবে না। ওই জাহাজের পণ্য ছোট জাহাজে করে বাংলাদেশে আনতে হবে-এ কথা জাহাজটির স্থানীয় এজেন্টকে জানানোর পর থেকেই রাশিয়া এ নিয়ে দেনদরবার শুরু করেছে।

এ বিষয়ে গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটস্কিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট) মো. খুরশেদ আলমের দপ্তরে ডাকা হয়। এ সময় রুশ রাষ্ট্রদূতকে বলা হয় যে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রকল্প এলাকায় নির্বিঘ্নে পণ্য পরিবহনের দায়িত্ব এজেন্টের। এ ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি রাশিয়াকে সুরাহা করতে হবে। বাংলাদেশ ওই জাহাজকে বন্দরে ভিড়তে দেবে না।

একই দিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমানের সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে রূপপুর প্রকল্পের পণ্যবাহী জাহাজকে বাংলাদেশকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। ওই বৈঠকে রাশিয়ার প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান ঘিরে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে নতুন করে যে 'শীতল যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সম্প্রতি তার রেশ এসে পড়েছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের মানবাধিকার ও নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের বক্তব্য এবং বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিবৃতির বিষয়টি ইতিমধ্যে আলোচনায় এসেছে। এর মধ্যেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আছে, এমন একটি রুশ জাহাজের নাম পাল্টিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পণ্য নিয়ে আসার ঘটনা জানা গেল।

নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি যেভাবে জানা গেলো

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য পণ্যবাহী উরসা মেজর নামধারী জাহাজটি ভারতের কেরালা রাজ্যের কোচিন বন্দরে সেখানকার কিছু পণ্য খালাস করে। এরপর রূপপুরের পণ্য নিয়ে জাহাজটি বাংলাদেশের মোংলা বন্দর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।

২০ ডিসেম্বর ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস এক কূটনৈতিক পত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায় যে উরসা মেজর নামের ওই জাহাজ আসলে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা স্পার্টা ৩। জাহাজটির রঙ ও নাম পরিবর্তন করা হলেও এর আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা সনদ নম্বর ৯৫৩৮৮৯২, যা প্রকৃত পক্ষে 'স্পার্টা ৩-এর নম্বর। কূটনৈতিক পত্রে বলা হয়, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা ওই জাহাজে পণ্য ওঠানো-নামানো, জ্বালানি সরবরাহ, জাহাজের নাবিকদের যেকোনো ধরনের সহযোগিতায় যুক্ত হলে ওই দেশ মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া বা বড় আর্থিক দণ্ডের মুখে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।

জাহাজটির বিষয়ে মার্কিন তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে। এর ভিত্তিতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে জাহাজটি ভিড়তে পারবে না।

২০ ও ২২ ডিসেম্বর ঢাকায় রাশিয়ার দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দুটি চিঠি পাঠায়। দুই চিঠিতেই রাশিয়া পণ্যবাহী ওই জাহাজকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুরোধ জানায়। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, রাশিয়ার দেওয়া ২২ ডিসেম্বরের চিঠির ভাষা ছিল আক্রমণাত্মক, সেখানে রাশিয়া উল্লেখ করেছে যে জাহাজটিকে প্রবেশের অনুমতি না দিলে সেটা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা জাহাজটি বঙ্গোপসাগরের আশপাশের এলাকায় রয়েছে বলে জানা গেছে। - সূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশ থেকে পাচারের অর্থ ফেরত আনতে তৎপরতা নেই

৫ পৃষ্ঠার পর

আগে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে চুক্তির অনুরোধ জানিয়েও সাড়া পায়নি দুদক। এই ৭ দেশের পাশাপাশি এখন অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ও হংকং-চীনের সঙ্গেও চুক্তির পরামর্শ দিয়েছে বিএফআইইউ। দ্রুত এসব দেশের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের তথ্য দিচ্ছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এলসির তথ্য পর্যালোচনাও বাণিজ্যের আড়ালে বিপুল অর্থ পাচারের তথ্য মিলেছে। তবে পাচার অর্থ উদ্ধার হয়েছে সামান্য। এ পর্যন্ত বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর ২১ কোটি টাকা এবং ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের পাচার করা প্রায় ২১ কোটি টাকা দেশে এসেছে। এর বাইরে কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে এমন অভিযোগে কয়েকজনের অর্থ অবরুদ্ধ রয়েছে। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত এবং অবরুদ্ধ থাকা এসব আবেদন সবই পাঠানো হয় ২০১৮ সালের আগে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫৯ হাজার ৩৪১ ব্রিটিশ পাউন্ড যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এছাড়া বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ৮ লাখ ৮ হাজার ৫৩৮ ব্রিটিশ পাউন্ড, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের এক কোটি ৬০ লাখ হংকং ডলার এবং তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের ৪ লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩ ব্রিটিশ পাউন্ড, বিএনপির সাবেক এমপি মোসাদ্দেক হোসেন ফালুর দুবাইয়ে ৪৯ লাখ ৪০ হাজার টাকার শেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আবজাল হোসেনের ৯ লাখ ২৯ হাজার ৬৭০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত এবং তাঁর স্ত্রী রুবিনা খানমের ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৫২০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত অবরুদ্ধ আছে।

এছাড়া প্রয়াত বিএনপি নেতা সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের যুক্তরাজ্যে, এবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াহিদুল হকের দুবাইয়ে ১৬৫ কোটি টাকা, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমানের এক কোটি ৬৮ লাখ টাকা সিঙ্গাপুরে এবং বিএনপির মোসাদ্দেক আলীর ১৪৯ কোটি টাকা পাচারের তথ্য চেয়ে দুবাইয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে আইনি সহায়তা পেতে চিঠি দিয়েছে দুদক। ক্যাসিনোকাণ্ড ফাঁসের পর বহিস্কৃত যুবলীগ নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার ৫ কোটি ৫৮ লাখ টাকা পাচারের বিষয়ে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের কাছে আইনি সহায়তা চেয়েছে দুদক। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রিন্টিংয়ের পরিচালক সেলিম প্রধানের ১২ কোটি টাকা, অস্ট্রেলিয়াতে বিসিবির সাবেক পরিচালক লোকমান হোসেন ভূইয়ার ৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের ৩ কোটি টাকা ও মমিনুল হক সাঈদের ৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা পাচারের বিষয়ে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার কাছে আইনি সহায়তা চাওয়া হয়েছে। এসব ব্যক্তিসহ অনেকের তথ্য চেয়েও পাচ্ছে না দুদক।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এ বিষয়ে মামলার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) দায়িত্বপ্রাপ্ত। এসব সংস্থা এ পর্যন্ত দুই শতাধিক মামলা করেছে। বৈঠকের একটি সূত্র জানায়, দুদক ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৪টি মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে। তবে আজ পর্যন্ত একটিরও জবাব পাওয়া যায়নি। শুধু তিনটি দেশ থেকে দুদকের আবেদন পদ্ধতির ত্রুটিসহ তুলে ধরে ফেরত পাঠিয়েছে। বাকি ৩১টি আবেদনের বিষয়ে কোনো জবাবই মেলেনি। ৩৪টি অনুরোধের বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এসব দেশে তাগাদা পত্র দেওয়া হবে।

বৈঠকে জানানো হয়, তথ্য চেয়ে না পেলেও বিদেশে বাংলাদেশি অনেক দূতাবাস কোনো তৎপরতা দেখায় না। তারা এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডার মতো প্রভাবশালী দেশ থেকে কোনো আবেদন আসার পর দ্রুত সময়ে এসব দেশের দূতাবাস থেকে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে দফায় দফায় ফলোআপ করে তারা। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় কে কোথায় বাড়ি কিনছে- চাইলে বিদেশি মিশনের মাধ্যমে সে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। কেননা প্রতিটি দেশে সম্পদ কেনার সময় রেজিস্ট্রেশনের সময় বিস্তারিত তথ্য থাকে। এক্ষেত্রে বিদেশি মিশনগুলোর তৎপরতা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করে কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স।

বিদেশে পাচার করা সম্পদ ফেরত আনার বিষয়ে ২০১৩ সালে গঠিত টাস্কফোর্সের সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল। এর আগে গত জানুয়ারিতে হয় ষষ্ঠ সভা। এর আগে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে কমিটি ছিল। তবে এ বছরের জুনে অ্যাটর্নি জেনারেলের নেতৃত্বে কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।

মানি লন্ডারিং বিষয়ক কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভা আজ :মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও দমন জোরদার বিষয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ বুধবার। বিএফআইইউর প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আজকের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে পাচার ঠেকানোর বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। বিশেষ করে ডিজিটাল হুন্ডিতে এমএফএসের ব্যবহার এবং বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে এসে অবৈধভাবে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া কার্ব মার্কেটে ডলারের অস্থিতিশীল মূল্যমান ঠেকাতে বিএফআইইউর বিভিন্ন পদক্ষেপ বিষয়ে আজকের সভায় আলোচনা হবে। ডিজিটাল হুন্ডি প্রতিরোধে এমএফএস এজেন্টশিপ বাতিলসহ বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হবে।

জানা গেছে, এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক লাখ ২১ হাজারের মতো বিদেশি নাগরিক অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে চীনা নাগরিক অনেকে অন-অ্যারাইভাল ও বিজনেস ভিসা নিয়ে এসে অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হচ্ছে। নাইজেরিয়া ও সোমালিয়া থেকে শিক্ষার্থী ভিসায় এখানে এসে শিক্ষা কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখেই তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবসা, বিভিন্ন ক্লাবে ফুটবল খেলা ও অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের সঙ্গে বিয়েসহ নানা প্রতারণা, ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রাজস্ব না পাওয়ায় সরকার প্রতিবছর আনুমানিক সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অবৈধ উপায়ে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে, যা অর্থনীতির জন্য হুমকির।

অর্থপাচার রোধে গবেষণা সেল খুলল বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: অর্থপাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা, অর্থপাচার বন্ধের উপায় এবং পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে কী করতে হবে, তা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক গবেষণা সেল গঠন করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার গত ৫ ডিসেম্বর সেলটির কার্যক্রম শুরু করতে বিশেষ নির্দেশনা দেন। আর্থিক খাতের গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) একটি সূত্র সেল গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায়, একটি বিভাগের অধীনে গবেষণার কাজটি আগে থেকেই করা হতো। এখন থেকে একটি নিবেদিত সেল অর্থপাচার ঠেকাতে গবেষণার কাজটি করবে। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কেমন, তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

বিএফআইইউর অধীনে ৯ সদস্যের সেলটি পরিচালিত হবে। এ ছাড়া একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে গবেষণা সেলটি পরিচালিত হবে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বরফ গললে আটকেপড়া গাড়িতে বহু লাশ পাওয়ার শঙ্কা, তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত আমেরিকায় মৃত বেড়ে ৬৫

৭ পৃষ্ঠার পর

যাদের দুই হতে ছয় বছর বয়সী শিশু সন্তান আছে, তারা তুষারের মধ্যে আটকে পড়ার ১১ ঘণ্টা পর ক্রিসমাসের দিন গভীর রাতে তাদের উদ্ধার করা হয়।

জিলা সানটিয়াগো পরে সিবিএস নিউজকে বলেন, 'আমি আশা একদম ছেড়ে দিয়েছিলাম'। তিনি গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে নিজেকে উষ্ণ রেখেছিলেন। যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে তারা ছিলেন, সেটি থেকে বাচ্চাদের মন অন্যদিকে সরাতে তিনি গাড়িতে তাদের সঙ্গে গেম খেলে সময় কাটান। মেরিল্যান্ডের গেইথার্সবার্গের বাসিন্দা ডিটজাক ইলুঙ্গা সিবিএস নিউজকে জানান, তিনি মেয়েদের নিয়ে অনটারিওর হ্যামিলটনে তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে তার গাড়িটি বাফেলোর কাছে তুষারে আটকে পড়ে। গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে সেখানেই বহু ঘণ্টা তারা অপেক্ষা করেন। কিন্তু তারপর ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মধ্যেই হেঁটে তারা কাছাকাছি এক আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার মরিয়া সিদ্ধান্ত নেন।

ডিটজাক ইলুঙ্গা তার ছয় বছর বয়সী কন্যা ডেসটিনিকে পিঠে নেন, আর তার ১৬ বছর বয়সী কন্যা সিন্ডি তাদের পোষা কুকুরকে কোলে নেয়। এরপর তারা পায়ে হেঁটে আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে রওনা দেন।

'আমরা যদি গাড়ির মধ্যে থেকে যেতাম, বাচ্চাদের নিয়ে সেখানেই হয়তো আমাদের মরতে হতো' বলছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত পরিবারকে নিয়ে তিনি যখন আশ্রয় কেন্দ্রে ঢুকতে পারেন, তখন তিনি কাঁদছিলেন। 'এ ঘটনার কথা আমি জীবনে ভুলবো না'।

ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন ১৮ লাখ মার্কিন নাগরিক। প্রায় দেড় লাখ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শোচনীয় অবস্থা আমেরিকার প্রতিবেশী কানাডাতেও। এক লাখের বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। ঝড়ের পরে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়েছে আমেরিকায়। হিমাঙ্কের ৪৩ ডিগ্রি নীচে নামতে পারে দেশের তাপমাত্রা, এমনটাই অনুমান স্থানীয় আবহবিদদের।

এহেন পরিস্থিতিতে ভয় ধরাচ্ছে বিশেষজ্ঞদের অনুমানও। জানা গেছে, মেরু বলয়ের শীতল বাতাসের সঙ্গে ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ হাওয়া মিলে গিয়েই বম্ব সাইক্লোনের মতো ঝড় তৈরি হয়। ক্রমাগত বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই দুই ধরনের বাতাস মিলে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। ২০১৯ সালেও একইরকমের বম্ব সাইক্লোন তৈরি হয়েছিল, যদিও তার তীব্রতা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু আগামী দিনে একাধিক বম্ব সাইক্লোন তৈরি হবে এবং তার জেরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। সূত্র :স্কাই নিউজ ও বিবিসি বাংলা।

পানি জমে 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ছবি ভাইরাল!

৭ পৃষ্ঠার পর

সৌন্দর্য দেখতে সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন অনেক পর্যটক। বম্ব সাইক্লোনে বিপর্যস্ত গোটা আমেরিকা। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৪৮ ডিগ্রি নিচে নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তুষারঝড়ের প্রকোপে বিদ্যুৎহীন লাখ লাখ পরিবার। ইতিমধ্যেই এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা গেছেন ৬২ জন। জনজীবন বিপর্যস্ত।

নিউইয়র্কের পরিস্থিতি যে ভয়াবহ নায়াগ্রা জলপ্রপাতেই সেই দৃশ্য ধরা পড়েছে। যে বম্ব সাইক্লোনে বিপর্যস্ত নিউইয়র্কসহ গোটা আমেরিকা, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ইতিমধ্যেই 'শতাব্দীর ভয়ঙ্কর তুষারঝড়' বলে দাবি উঠতে শুরু করেছে। শুধু নিউইয়র্কেই মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের।

নিউইয়র্কের মধ্যে ইরি, বাফেলো এবং নায়াগ্রা কাউন্টির অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। ইরিতে ইতিমধ্যেই ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে এই তুষারঝড়ে। বাফেলো ডুবে গিয়েছে ৪-৫ ফুট বরফের নীচে। টানা ৫ থেকে ৬ দিন প্রবল তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত আমেরিকা। যার ফলে দেশের নানা প্রান্তে পুরু বরফের স্তর জমে গেছে। কোথাও কোথাও বরফের উচ্চতা হয়েছে ৮ থেকে ১০ ফুট।

অবশেষে জনসমসক্ষে প্রকাশ হলো ট্রাম্পের আয়কর প্রদানের তথ্য

৭ পৃষ্ঠার পর

দাবি করেছিলেন, প্রেসিডেন্টে আয়কর রিটার্নের আইন মানা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া জরুরি কংগ্রেসের।

রিপাবলিকানরা দাবি করে আসছিল, এই পদক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদানের তথ্য রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হওয়ার দিকে ধাবিত হতে পারে।

২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করা ট্রাম্প কয়েক দশকের মধ্যে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী যিনি নিজের আয়কর প্রদানের তথ্য প্রকাশ করেননি। প্রতিনিধি পরিষদের কমিটির বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিলেন তিনি যাতে করে এসব তথ্য গোপন থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত কমিটির পক্ষে রায় দেয়।

কমিটির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তার আর্থিক নীরিক্ষা না করে আইন লঙ্ঘন করেছে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস। এর আগে জানা গিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের শেষ বছর, ২০২০ সালে ট্রাম্প কোনও আয়কর প্রদান করেননি। যদিও বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য কোটি ডলার আয় করেছে।

ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদ ক্ষমতা ছাড়া আগেই একটি বিল পাস করেছে। যাতে করে প্রেসিডেন্ট শপথ নেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে তার কর প্রদানের তথ্য নিরীক্ষা করে কর সংগ্রহকারী ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস।

ন্যাটো দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি দ্বিগুণ, নেপথ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ

৭ পৃষ্ঠার পর

সেই ধারা অব্যাহত আছে। উল্টো ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে যে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, তাও যোগান দিচ্ছে ওয়াশিংটন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে নিজেদের অস্ত্রের মজুদ বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিয়েছে ইউরোপের দেশগুলো। যদিও ২০২২ সালে সম্পন্ন হওয়া চুক্তিগুলোর কয়েকটি আগে থেকেই আলোচনায় ছিল। তবে রাশিয়ার অভিযান ন্যাটো সদস্য দেশগুলোকে নতুন করে ধাক্কা দিয়েছে। এছাড়া ইউক্রেনকে দুহাত খুলে অস্ত্র পাঠাচ্ছে ন্যাটো দেশগুলো। ফলে নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডারেও টান পড়েছে। সেটি পুরনেই যুক্তরাষ্ট্রের উপরে বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে তাদের। লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়া হাইমার্স রকেট লঞ্চার সিস্টেম অর্ডার করেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পোল্যান্ডের কাছে ১১৬টি এম১এ১ আব্রাহাম ট্যাংক বিক্রি অনুমোদন করেছে। এর আগে পোল্যান্ড নিজেদের সোভিয়েত আমলের পুরোনো ট্যাংক ইউক্রেনে পাঠায়। সম্প্রতি ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের কেন্দ্রীয় বিলে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এরমধ্যে ৮৫৮ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত হয়েছে প্রতিরক্ষার পেছনে। মার্কিন সিনেট কমিটির প্রকাশ করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনকে মোট ৪৫ বিলিয়ন ডলারের জরুরি সহায়তা দেয়া হবে এই বাজেট থেকে। ২০২২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। এরপর রাশিয়াকে হারাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ ইউক্রেনকে শুধুমাত্র সামরিক সহায়তাই দিয়েছে ৪০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

শীতে সর্দি-কাশি বাড়ার কারণ খুঁজে পেলেন গবেষকরা

২৮ পৃষ্ঠার পর

কারণ, তাপমাত্রা নেমে গেলে মানুষ প্রায় অর্ধেক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তিনি আরও বলেন, 'শীতে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বেশি হয়। কারণ ঠান্ডা পড়লেই আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে আসে।'

নাকের বিভিন্ন অসুখের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বেনজামিন মনে করেন, ঠান্ডা বাতাস থেকে নাককে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরা যেতে পারে। মাস্ক ব্যবহার করলে শুকনা জীবাণু ঠেকানো যায়। সেই সঙ্গে এটি শীতে নাকের সোয়েটার হয়ে যায়।

নিউ ইয়র্কে সার্বজনীন প্রাক-বড়দিন উদ্‌যাপন

নিউইয়র্ক: বড়দিনের পূর্বে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো সার্বজনীন প্রাক-বড়দিন উৎসব। রিচ বাংলা মিশন, কাটরিন লাভ ফর বাংলাদেশ ও গ্লোবাল বাংলা মিশনের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৩ শে ডিসেম্বর, বিকাল ৬:৩০ মিনিটে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে প্রাক-বড়দিন উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে খ্রীস্টবিশ্বাসী, আমন্ত্রীত অতিথি ও কমিউনিটির সুধীজনের উপস্থিতে উচ্ছাস ও আনন্দের প্রাক-বড়দিন উদযাপন করা হয়। শুরুতে সঞ্চালক রেভাঃ যোষেফ ডি বিশ্বাস সকলকে অভ্যর্থনা জানান ।

অতিথিদের উপস্থিতিতে ক্রিসমাসের কেক কাটা হয়। বড়দিনের ধর্মিয় গান পরিবেশন করেন জর্জ পিন্টু অধিকারী ও তার দল। বাইবেল পাঠ করেন পিয়ালী বৈদ্য, প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন অল ন্যাশন চার্চ বাংলা গ্রুপের পালক রেভাঃ ড. এ্যালড্রিন পি বৈদ্য। আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান রিচ বাংলা মিশনের পরিচালক রেভা. ড. প্রদীপ দাস, ক্যাটরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা কেলভিন মন্ডল, গ্লোবাল বাংলা মিশন এর পরিচালক ও ইভ্যানজেলিক্যাল বাংলা চার্চ পালক রেভা: যোষেফ ডি বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সেন্টার রিচ বাইবেল চার্চ-এর মিশন চেয়ারপ্যারসন জন হওয়েল । বিশেষ অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন ডেমোক্রাটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, শো-টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, জেএফকে বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের ফাউন্ডার সেক্রেটারি গফুর খান, ইভ্যানজেলিক্যাল বেংগলী চার্চ-এর ওয়ারশীপ পাস্টর জর্জ পিন্টু অধিকারী প্রমুখ। বিজয়ের মাসে দেশের গান পরিবেশন করেন মনিকা দাস, বাদ্যে ছিলেন ঢোলক শফিক মিয়া। অনুষ্ঠানে আরো সংগীত পরিবেশন শেলী বড়ুয়া, তম কর। । সেন্টা ক্লস সেজে সকলের মাঝে উপহার বিতরণ করেন গ্লেন গার্থী যা উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেয়।

উল্লেখ উক্ত তিন সংগঠন বিগত ২০১৬ সাল থেকে কমিউনিটির প্রিয় মানুষদের নিয়ে বড়দিন উৎসব উদযাপন করে আসছে ধারাবাহিকভাবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে ত্রিনিয়া হাসানের জমজমাট একক সঙ্গীত সন্ধ্যা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

একটি স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ সম্পন্ন করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্লোবাল বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

বাংলাদেশে অবস্থানকালে প্রায় ১২ বছর বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিতে (বাংলালিংক, আর-প্যাক বাংলাদেশ) কাজ করেছেন ত্রিনিয়া। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত বড় একটি গার্মেন্ট এক্সেসরিজ/ব্র্যান্ডে প্রোডাকশন ও প্যাকেজিং সমাধান কোম্পানি আর-প্যাক ইন্টারন্যাশনালে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

এদিন ত্রিনিয়া প্লাংলা আধুনিক, নজরুল, রবীন্দ্র, গজল ও হিন্দী মিলিয়ে প্রায় ২৫টির মত গান গেয়ে শোনান।বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মাসুদ রহমান, লিমন চৌধুরী, সাইদুজ্জামান রীড, কামরুজ্জামান বকুল ও শাহ মাহবুবের সাথে দ্বৈতকণ্ঠের গানগুলো দর্শকরা খুব উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান ত্রিনিয়ার পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে একটি কবিতা লিখে মঞ্চে গিয়ে সবাইতে শোনান।

নিউইয়র্কের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরা সপরিবারের ত্রিনিয়ার একক সঙ্গীতসন্ধ্যা উপভোগ করেন।

ত্রিনিয়া হাসানের জমজমাট একক সঙ্গীত সন্ধ্যার শো টাইম মিউজিকের এবারের আয়োজনে টাইটেল স্পন্সর ছিলেন নুরুল আজিম (ইস্টার্ন ইনভেস্টমেন্ট), গ্র্যান্ড স্পন্সর শাহীন চৌধুরী, ফাহাদ সোলায়মান (ফাউমা ইনোভেটিভ ইঙ্ক) এবং ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। এছাড়াও সহযোগিতা করেছেন প্রিমিমাম সুপার মার্কেট ও রেস্তোরাঁর বাবু খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আহসান হাবিব, আবদুর রশিদ বাবু, রেদওয়ান হক, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের কর্ণধার গিয়াস আহমেদ, এমএস গ্লোবালের তারেক হাসান খান, প্যাসিফিক গ্রুপের এমডি খালেক, সারওয়ার (ফ্রেশ ফুড), দিলিপ (ডিপ্লোমাট ফ্যাশন) প্রমুখ ।নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিজয় দিবসে ২৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধিত করলো নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি

নিউ ইয়র্ক:মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউ ইয়র্ক মহানগর বিএনপি(উওর) এর আয়োজনে গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে এক আলোচনা সভা ,মুক্তিযাদ্ধা সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির (উত্তর)এর আহবায়ক জনাব আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান ও আহবায়ক কমিটির সদস্য শাহ্ কামাল উদ্দীনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল,বিশেষ অতিথি মুক্তিযাদ্ধা আবুল মনসুর কমান্ডার ,যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহিন, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (দক্ষিন)এর আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ,নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক ওলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক বদরুল হক আজাদ, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির (দক্ষিন) সদস্য সচিব বদিউল আলম, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সিনিয়ার সদস্য ভিপি জসীম উদ্দিন ও কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবি দলের যুগ্ম আহবায়ক সুলতান মাহমুদ উল্লাস,

বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগর উওর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এজি এম জাহাঙ্গীর হোসেন, নিউইয়র্ক মহানগর (উওর)এর যুগ্ম আহবায়ক ও বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক ইমরান শাহ রন, সিনিয়র সদস্য ডঃ নুরুল আমিন পলাশ, জাফর তালুকদার ,যুগ্ম আহবায়ক শরিফুল খালিসদার ,যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ গৌছুল হোসেন,যুগ্ম আহবায়ক মানিক আহমদ,নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির সদস্য , মোঃ আলী রেজা, ইমতিয়াজ আহমেদ বেলাল, জিয়াউল আহমদ জামিল, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিনের সদস্য মোঃ সুলায়মান যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান, বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, বিএনপি নেতা মঈন উদ্দীন নটু,মমতাজ উদ্দীন, মোঃ আলী মিলন,দুলাল রহমান,কাওসার হোসেন, তোজাম্মেল হক,ফয়েজ আহমদ,ফরিদ উদ্দীন সরকার, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোঃ এম মাসুম,মোঃ হাফিজুর রহমান, আলী আশরাফ ভূইয়া,মোঃ ফুল মিয়া, আবু বক্কর সিদ্দিক,শরিফ হোসেন নীরব, শামীম মিয়া, রেজাউল করিম, নজরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

মুক্তিযাদ্ধা সম্মাননা গ্রহন করেন মেজর মোঃ হাবিবুর রহমান,মোঃ সামছুল হক, ফজলুর রহমান চৌধুরী,আলী ইমাম শিকদার, দেলওয়ার হোসেন পাটওয়ারি, মনির হোসেন,আব্দুল হালিম মুন্সী,মোঃ নুরুল ইসলাম,মোঃ আব্দুল জলিল,মেজর মনজুর আহমেদ, আল ইমরান, মোঃ মশিউর রহমান প্রমুখ ২৭ জন মুক্তিযুদ্ধ ।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মস্তোফা কামাল পাশা বাবুল বলেন এই নিশি রাতের সরকার সারা দেশকে এখন মৃত্যু উপত্যক্ষায় পরিণত করেছে। দেশে আইনের শাসন নেই,মানবাধিকার নেই।এই অবস্থায় দেশনায়ক তারেক রহমান দেশ পুনঃগঠনের যে ডাক দিয়েছেন তাতে সকলকে জাপিয়ে পড়ে এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনগনের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্টা করতে হবে ।

বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযুদ্ধা আবুল মনসুর কমান্ডার বলেন এমন একটি বাংলাদেশকে দেখার জন্য আমরা সেদিন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করিনি । এই সরকার মানুষের স্বপ্ন সাধ ধ্বংস করে দিয়েছে এই অবস্থায় আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের সময় এসেছে।

বিশেষ অতিথি নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির আহবায়ক জনাব হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা বলেন এই সরকার জনগনের শক্তির উপর বিশ্বাসী নয় বলে জোর করে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে চায় ।কিন্তু জোর করে কেউ কেউ কিছু দিন ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হলেও এদের পরিণাম
শুভ হয়নি ।এই সরকারের পরিনামও শুভ হবে না।

অপর বিশেষ অতিথি নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান বলেন বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়, জনগনের অধিকার প্রতিষ্টার জন্য আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনে সকল মানুষের শরিক হওয়া প্রয়োজন ।

সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন তার সমাপনি বক্তব্যে বলেন কাগজ কলমে ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালিত হলেও দেশের মানুষ সত্যিকার অর্থে আজও বিজয় অর্জন করতে পারেনি ।যে বিজয় মানুষকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো সেই স্বপ্ন এই নিশীরাতের ভোট চোর সরকার গুম, খুন করেছে।

অনুষ্টানে শেষার্ধে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।এতে দেশাত্ববোধক সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত শিল্পী তানিয়া রহমান, আফজাল হোসেন ও আমানত হোসন আমান ।নৈশ্যভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুর্বে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল রাজবন্ধিদের মুক্তি সুস্হতা ও দীর্গায়ূ কামনা করে এবং নিউইয়র্ক মহানগর(উওর)বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আব্দুর রহিম,সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, সদস্য মোঃ লিয়াকত আলী ও নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইফুর রহমান সাইদের সুস্হতা কামনায় দোয়া করা হয় ।দোয়া পরিচালনা করেন প্রবীণ বিএনপির নেতা মমতাজ উদ্দীন।

নিউইয়র্কে বৈরাগীবাজার এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক ও উপদেষ্টাদের সংবর্ধনা

নিউ ইয়র্ক : বর্ণাঢ্য আয়োজনে গত ২৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জামাইকার স্টার কাবাব এন্ড চায়নিজ রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈরাগীবাজার এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক ও উপদেষ্টাদের সংবর্ধনা।

সংগঠনের সভাপতি ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে এবং মুস্তাফা রাজ অনিক ও তামিম ইকবাল টিপুর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ফয়ছল কবির। বিগত কমিটির সাধারণ তামিম ইকবাল টিপু স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাওঃ হাফিজ মোঃ আব্দুর নূর, বৈরাগীবাজার নিউজ ডটকমের উপদেষ্টা ইমদাদুল হক ইকবাল, বৈরাগীবাজার সিনিয়র মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওঃ আব্দুল লতিফ, উপদেষ্টা সদস্য নুরুল হক, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির ইউএসএ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান লবি, সংবর্ধিত অতিথি হাজী সামছুল ইসলাম, উপদেষ্টা সদস্য এনাম আহমদ, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক (মাহবুব), গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার প্রেসিডেন্ট সিইও, জেবিবিএ উপদেষ্টা শাহ নেওয়াজ, সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি ফারুক আহমদ, নব গঠিত কমিটির সভাপতি মাসুক আহমদ ওহিদ আহমদ ও সম্পাদক শামীম আহমদ, সাবেক কোষাধ্যক্ষ সুহেল আহমদ।নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন : সভাপতি মাসুক আহমদ ওহিদ, সহ সভাপতি

জমির হোসেন, সহ সভাপতি দুলাল হোসেন, সাধারন সম্পাদক শামিম আহমদ, সহ সাধারন সম্পাদক কামরুল হাসান মুন্না, কোষাধক্ষ ফয়ছল কবির, সহ কোষাধক্ষ জাকারিয়া আহমদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আলী আহমদ, প্রচার সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ, সহ প্রচার সম্পাদক- হারুন রশিদ, ক্রীড়া সম্পাদক খালেদ আহমদ, সহ ক্রীড়া সম্পাদক আল মুস্তাজাব, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক নূরুজ্জামান, অফিস সম্পাদক কামরুল ইসলাম (ফয়ছল), সাংস্কৃতিক সম্পাদক আফজাল হোসেন, ইভেন্ট কো অর্ডিনেটর জাবেদ আহমদ, সহ ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর রেজাউল আহমেদ। নবগঠিত কমিটির সকল সদস্যকে ফুল দিয়ে বরণ করেন বিদায়ী সভাপতি ফারুক আহমদ।

সংবর্ধিত উপদেষ্টা মন্ডলী : মোহাম্মদ সফিকুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, এনাম আহমদ, মোঃ নুরুল ইসলাম, মোঃ নুরুল হক, ইমদাদুল হক ইকবাল, নুর মোহাম্মদ, মুজিবুর রহমান, আব্দুল কদ্দুস।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বুরহান উদ্দিন কফিল, আহমদ এ হেকিম, সফিকুর রহমান, হাজী শামসুল হক, সিরাজুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম দেলওয়ার, আব্দুস সক্কুর, জুবেল আহমদ, বৈরাগীবাজার নিউজ ডটকমের বার্তা সম্পাদক হোসেন আহমদ, জুবেল আহমদ, ছাদিকুর রহমান, সুলতান আহমদ, সফিক আহমদ প্রমুখ।

বিদায়ী সভাপতি ফারুক আহমদ বলেন, বিগত দুই বছর আমরা সবার সহযোগিতায় আমাদের সংগঠন থেকে দেশে নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করেছি বিশেষ করে করোনা কালীন অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সহযোগীতা করেছি। নবগঠিত কমিটির প্রতি শুভ কামনা।

সভাপতি ওহিদ আহমদ বলেন, সবার সহযোগিতায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে চাই। উপদেষ্টা মন্ডলীর পরামর্শনুযায়ী সংগঠনের মাধ্যমে নিউইয়র্কে কবর, বাড়ী কিনবো ইনশাল্লাহ।

আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোসের সন্মানে কাউন্সিলম্যান হোসাইন মোর্শেদের নৈশভোজ

আটলান্টিক সিটি: নিউজারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোসের সন্মানে আটলান্টিক সিটির চতুর্থ ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান মোঃ হোসাইন মোর্শেদ নৈশভোজের আয়োজন করেন। গত ২৭ ডিসেম্বর, মংগলবার রাতে অভিজাত রেঁস্তোরা রুথস ক্রিস স্টিক হাউসে নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

নৈশভোজের শুরুতে জেমস সারকোসকে শুভেচছা উপহার দিয়ে বরন করেন আটলান্টিক সিটির প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান কাউন্সিলম্যান মোঃ হোসাইন মোর্শেদ । এরপর আটলান্টিক সিটির অগ্নি নির্বাপণ বিভাগের প্রধান স্কট ইভানস, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, ,বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সিটি হলের মার্কেনটাইল বিভাগের পরিচালক ডেল ফিন্স, ভিয়েতনামী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ডেভিড এনগুয়েন , পাকিস্তানী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আমজাদ রহমান, ভেনিস পার্ক সিভিল সোসাইটির সহসভাপতি ফ্রেড গ্রানেজ পুলিশ প্রধান জেমস সারকোসকে শুভেচছায় সিক্ত করেন।

নৈশভোজে বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন। আটলান্টিক সিটির পুলিশ প্রধান জেমস সারকোস তাঁর সন্মানে নৈশভোজ আয়োজন করায় কাউন্সিলম্যান মোঃ হোসাইন মোর্শেদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার লক্ষ্যে কমিউনিটির সবার সহযোগিতা কামনা করেন।- সুব্রত চৌধুরী

নিউইয়র্কে অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমির বিজয় দিবস উদযাপন, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

নিউ ইয়র্ক : অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমি-আড্ডা উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে ব্রুক্সের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রামাণ্যচিত্র, প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, আলোচনা সভা, বিজয় দিবসের কেক কাটা সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

শুরুতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর বিজয় দিবসের কেক কাটা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের পতাকা ও উত্তরীয় দিয়ে সন্মান জানানো হয়। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের কাউন্সিলর মিনিস্টার আয়েশা হক। কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনজুর আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ নাসের, আব্দুর রহিম বাদশা, সাংবাদিক শামীম আল আমিন, সাগর লোহানী। মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে লাল গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর মুক্তিযুদ্ধের ওপর সাগর লোহানীর একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। পুরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি সাজানো হয় কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং স্কুলের ছাত্রীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান দিয়ে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শুরুর পূর্বে আড্ডা'র পরিচালক আলপনা গুহ বলেন, ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির গৌরবের দিন। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে লাল-সবুজ পতাকার বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের হাজারো বীরগাঁথা তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে অনুপ দাশ ড্যান্স একাডেমী-আড্ডা প্রতিবছর বিজয় দিবস উদযাপন করে থাকে। অনুষ্ঠানে আড্ডার ছাত্রীদের অনবদ্য নৃত্য পরিবেশনা সবার প্রশংসা কুড়ায়। এতে দেশের গানের সাথে সাথে ৮টি নাচ পরিবেশিত হয়। ছোটদের মধ্যে অংশ নেয় অমৃতা, পারমিতা, রুচি, ত্রিপর্ণা, সংহিতা, সৃষ্টি, জয়িতা, প্রান্তি, আদ্রিকা, শর্বানী, ও সংযুক্তা। অংশগ্রহণে ছিল আড্ডার শিক্ষকা মিথান দেব, নির্মা গোলদার, ঈশানী চৌধুরী, কৃষ্ণা দেব, ঈশা রায়, তিশা রায়, ও অর্পিতা পাল। পুরো নৃত্যানুষ্ঠানের কোরিয়গ্রাফি ও পরিচালনায় ছিলেন আড্ডা'র শিক্ষকা মিথান দেব। আবৃত্তিতে অংশ নেয়, সংহিতা, সৃষ্টি, আদ্রিকা, সর্বানী, সংযুক্তা; পরিচালনায় ছিলেন, সুমিত্রা সেন এবং সুদেষ্ণা সিনহা। দরাজ কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন ছিলেন শিল্পী কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, চন্দন চৌধুরী, তাহমিনা শহীদ ও ভারতী রায়। আবৃত্তি করেন শুক্লা রায়, পারভীন সুলতানা, ক্লারা রোজারিও, রওশন হাসান, ছন্দা সুলতানা, জুলি রহমান, সুমিত্রা সেন। তবলায় সহযোগিতায় ছিলেন, তপন মোদক; মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন। শব্দ নিয়ন্ত্রণে অর্জুন সাহা। সঞ্চালনায় ছিলেন সুরাইয়া আলম ও পল্লব সরকার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিলাল ইসলাম ও আলপনা গুহ। সহযোগিতায় মৃদুলা আলম, কিশলয় রায়।

অনুষ্ঠানে আড্ডার শিক্ষিকা ড. সারিকা প্রসাদ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। 'ইউএসএনিউজঅনলাইন.কম' এর ফেইসবুকে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।-ইউএসএনিউজ

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন'র কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা

নিউ ইয়র্ক: ব্যাপক আনন্দঘন ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৭শে ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা। নিউইয়র্কের পাঁচ বরোর বিভিন্ন স্কুলে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী ও সংগঠনের স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক সালমা সুমীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া পাঁচ বছর বয়েসী আদিল উদ্দিনের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সুচনা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ও আয়োজন কমিটির সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও আয়োজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার ইনকের সভাপতি আবু জাফর মাহমুদ। গেষ্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মামুন টিউটোরিয়াল এর সিইও শেখ আল মামুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক ও সাবেক ডীন ডক্টর মহসিন পাটোয়ারী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, ভিভিড মর্গেজ ইনকের সিইও টিকভা হোপ সেকেজি, প্রয়াত কামাল আহমেদের কন্যা কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রোমানা আহমেদ। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমেদ, শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম, মাহবুবুর জুহেল ।। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ , কুষ্টিয়া সমিতির সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মখন মিয়া, সিপিএ জাকির চৌধুরী, কাজনীতিবিদ জাফর তালুকদার, ডক্টর নেওয়াজ হোসেন, জাবেদ উদ্দিন, সায়েম রহমান, মোহাম্মদ আলী, আজাদুল ইসলাম আলমগীর, শরীফ খান, লোকমান হোসেন, অসীম সরকার প্রমুখ। নতুন প্রজন্মের মধ্যে বক্তব্য রাখে এলহাম বিন মামুন, জামান মাহমুদ, সৈয়দা নাবিদা খসরু, লাবিবা চৌধুরী, শাহরোজ চৌধুরী, মায়া এনেজলিনা।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ২১জন কমিউনিটি এক্টিভিষ্টকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মান সূচক এওয়ার্ড প্রদান করা হয় ।এওয়ার্ড প্রাপ্তরা হচ্ছেন আবু জাফর মাহমুদ, আবু তাহের, ফারমিস আক্তার, এমডি জাবেদ উদ্দিন, শেফ খলিলুর রহমান, শাহাব উদ্দিন সাগর, এমডি নাঈম খান, এম
বি হোসাইন (তুষার), এডভোকেট আব্দুর রকিব, ডক্টর মহসিন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুল হাসিম হাসনু, আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, মোহাম্মদ আলী, মামুন রহমান, সালমা বেগম, টিকভা হোপ সেকেজি, সালেহ উদ্দিন, শেখ ফয়েজ আহমদম ।এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মরহুম কামাল আহমদ, বাংলা বাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্টাতা সভাপতি মরহুম গিয়াস উদ্দিন ও নিউইয়র্কের এক সময়ের খ্যাত নামা রিয়েলেটর জাকির খানকে মরনোত্তর পদক প্রদান করে সংগঠনের পওতি গভীর সম্মান জানানো হয় ।-আহবাব চৌধুরী খোকন প্রেরিত

কেন দরকার ভিটামিন ডি?

২৮ পৃষ্ঠার পর

হয়।
১ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সেই চাহিদা ৬০০ ইউনিট হয়ে যায়। বয়স ৫০-এর পর হাড় ভঙ্গুর হতে থাকে। তাই এ বয়সে ভিটামিন 'ডি'র চাহিদা বেড়ে ৮০০ ইউনিট হয়।
শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ করতে সাহায্য করে ভিটামিন 'ডি', যা হাড় ও দাঁতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি টাইপ ২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। বিষণ্নতার ঝুঁকি হ্রাস করে এবং শরীরকে উদ্দমী করে তোলে। সাম্প্রতিক কভিড মহামারিতে দেখা গেছে, যাদের শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'ডি' আছে তাদের করোনাভাইরাস খুব কম ক্ষতিগ্রস্ত করতে পেরেছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, ভিটামিন 'ডি' হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের যে কোনো রোগ থেকে রক্ষা করে এবং অন্য যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে মৃত্যুঝুঁকি কমাতে পারে। এমনকি শরীরের ক্যান্সারকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ২০১৯ সালের মেটা-বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ক্যান্সার সারাতে না পারলেও ভিটামিন 'ডি' ক্যান্সারের মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্যভাবে ১৩ শতাংশ কমিয়েছে।
অন্যসব ভিটামিন এবং পুষ্টি উপাদান আমরা খাবার থেকে পেলেও ভিটামিন 'ডি' খাবার থেকে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। সূর্যের আলো বিশেষ করে সকালের সূর্যের আলো ভিটামিন 'ডি'র অন্যতম উৎস। সকাল ৮-১০টার মধ্যে মাত্র ১৫-২০ মিনিট রোদে দাঁড়ালে ৬০০ ইউনিট ভিটামিন 'ডি'র বেশিরভাগই আমাদের শরীর
শোষণ করতে পারে সূর্যের আলো থেকে। দুপুরের রোদে ভিটামিন 'ডি' থাকলেও সেই সময় অতি বেগুনি রশ্মিরপ্রভাবে ত্বকের ক্যান্সারসহ নানা সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সকালের রোদের কোনো বিকল্প নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, ঠান্ডা দেশে বসবাসকারীদের তুলনায় গরম ও বেশি রৌদ্জ্জ্ব দেশে বসবাসকারীরা কম শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগেন।
ভিটামিন 'ডি'র সর্বোত্তম খাবারের উৎস হলো সামুদ্রিক মাছের তেল। যেমন স্যামন, ম্যাকেরেল মাছ এবং মাছের লিভার অয়েল। এ তেল ওষুধের দোকানে কড লিভার অয়েল নামে কিনতে পাওয়া
যায়। নিয়মিত একটি করে কড লিভার অয়েল খেলে ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হবে। এ ছাড়া দুধ, ডিম ও দুগ্ধজাত খাবার যেমন দই, পনির থেকে খানিকটা ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।-ইসরাত জেবিন

৮০তম জন্মদিনে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত সাংবাদিক মনজুর আহমদ

নিউইয়র্ক: ঝিনাইদহের সন্তান বরেণ্য সাংবাদিক মনজুর আহমদ। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক। ঢাকার অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা'য় দীর্ঘদিন গুরুত্বপুর্ণ বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। ছিলেন বিএফইউজে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি। গত ২২ ডিসেম্বর ছিলো তাঁর ৮০তম জন্মদিন। এদিন তিনি প্রবাসের গুণীজনদের ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হলেন। এ উপলক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে ৮০তম জন্মদিনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন মনজুর আহমদ। সংক্ষেপে তাঁর জীবনের স্মৃতি তুলে ধরেন সহধর্মীনি, বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বিশিষ্ট কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌস, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রানু ফেরদৌস, মিসেস দিলরুবা উল্লাহ নিউজ প্রেজেন্টার সাদিয়া খন্দকার, সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক মনজুর আহমদ-এর 'জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খুব কাছ থেকে দেখা, একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সবকিছু মিলিয়ে তিনি ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী। সাংবাদিকতার বাইরেও তিনি একজন কবি, সাহিত্যিক ও গবেষক। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশের পানি ও পরিবেশ নিয়ে ঢাকা ও ভার্জেনিয়ায় কনফারেন্স ৪-৬ জানুয়ারী

প্রেসপেক্টিভস অন ওয়াটার রিসোর্সেস এন্ড দ্যা এনভারমেন্ট' শীর্ষক এই কনফারেন্সের যৌথভাবে আয়োজক হচ্ছে এনভার্মেন্টাল এন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট অব আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স (এএসসিই ইব্লিউআরআই) ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বুয়েট)। কনফারেন্সের চেয়ারপার্সন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পানি বিশেষজ্ঞ ড. সুফিয়ান খন্দকার গত সোমবার (২৬ ডিসেম্বর) এক সংবাদ সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে বলেন, ঢাকায় কনফারেন্সের প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকতে পারেন বলে আয়োজকরা আশা করছেন । এছাড়াও বাংলাদেশের একাধিক মন্ত্রী সহ বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট পানি ও পরিবেশন বিশেষজ্ঞরা কনফারেন্সে কী নোট স্পীকার হিসেবে অংশ নেবেন। এই কনফারেন্স দুটির মাধ্যমে বাংলাদেশ, দেশের পানি ও পরিবেশ সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনার ভিত্তিতে পরবর্তীতে কর্মপন্থা নেয়া হবে। পাশাপাশি নবনির্মিত পদ্মা সেতু'র বিষয়ে বিশ্বের পানি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষনের পাশাপাশি এই পদ্মা সেতুর জন্য আন্তর্জাতিক মহলে সম্মানসূচক সাইটেশন প্রদান করা হচ্ছে ইন্সটিটিউট অব আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এর পক্ষ থেকে ।
জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্মার্ট ক্যাফেতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেকনফারেন্সের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরে ড. সুফিয়ান খন্দকার আরো বলেন, ইতিপূর্বে এ ধরনের ১০টি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিটি কনফারেন্সে তাঁর যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছে। এবারের কনফারেন্স হচ্ছে ১১তম। ঢাকায় কনফারেন্সের ভেন্যু হিসেবে থাকছে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল আর যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জেনিয়ায় ভেনু হচ্ছে এএসসিই হেডকোয়ার্টার্স ইন রেসটন।
ঢাকার কনফারেন্স হবে তিনদিন ব্যাপী আর ভার্জেনিয়ায় হবে একদিন। এতে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩০০ পানি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বিষয় ভিত্তিক প্রেজেন্টেশন উত্থাপন করবেন।
ড. সুফিয়ান খন্দকার জানান, সম্মেলনের প্লেনারি সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি এমপি এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন কনফারেন্সের চেয়ারপার্সন ড. সুফিয়ান খন্দকার। আলোচনায় অংশ নেবেন আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞ ও ইব্লিউআরআই প্রেসিডেন্ট (ইলেক্ট) প্রফেসর ড. শার্লি ক্লার্ক, বুয়েট-এর ভিসি প্রফেসর ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার, এএসসিই'র প্রেসিডেন্ট মারিয়া লেহম্যান প্রমুখ। এক প্রশ্নের উত্তরে ড. সুফিয়ান খন্দকার জানান, সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন একটি সেশনে চেয়ার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
এছাড়াও অন্যান্য সেশনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রফেসর ড, রেজানুর রহমান, ড. শিবলী সাদিক, প্রফেসর ড. মনসুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম, ড. শামীম বসুনিয়া, মেজর জেনারেল (অব) আবু মাসুদ মোহাম্মদ সাঈদ, প্রফেসর ড. মিজান আর খান, পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিক সরাফ আহমেদ, ফজলে আজিম সহ যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, জার্মানী, হংকং থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, উল্লেখিত সম্মেলনে ব্যয় হবে এক লাখ ১০ হাজার ইউএস ডলার। এই অর্থ আয় হবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর স্পন্সর থেকে। বিশেষ করে আমেরিকান কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে স্পন্সর করছে।
অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ঢাকায় সম্মেলনে অংশগ্রহন করতে আগ্রহীদের ৫০০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।
কনফারেন্সের শেষ পর্বে থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে। এই পর্বে নৃত্য পরিবেশন করবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ত্রপী আর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন 'মাইলস' ব্যান্ডদল।

বাফেলোতে তুষারঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শত শত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জরিমানার মুখে বাংলাদেশিরা

৫৮ পৃষ্ঠার পর

স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দলের সাথে মিলে বাংলাদেশিদের বিতরণ করা খাদ্য পৌঁছে দিচ্ছেন যাতে বিপর্যস্ত মানুষগুলো এই দুঃসময়ে কিছু ভালো জিনিস খেতে পারেন। এদিকে জরিমানার বিরুদ্ধে আপিল করার পরিকল্পনা করছেন শিমুল। তিনি বলছেন, ৪৫০০ ডলার যদি কোনো ভালো কাজের জন্য দিতে হয়, তাহলে আমার অসুবিধা নেই, কারণ আমরা এই সম্প্রদায়কে ভালবাসি। সূত্র : buffalonews.com

পরীমণির জীবন অনেকটা আমার জীবনের মতো - তসলিমা নাসরিন

৫৮ পৃষ্ঠার পর

আমার জীবনের মতো।

তিনি আরও লিখেন, মানুষকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, আঘাত পায়, কাঁদে, সরে আসে, আবার বিশ্বাস করে, আবার আঘাত পায়, আবার কাঁদে, আবার সরে আসে, আবার বিশ্বাস করে। এ যেন একটা চক্রের মতো। সৎ, সরল এবং সংবেদনশীল মানুষই এই চক্রের মধ্যে পড়ে যায়। পরীমণি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, ও যদি মাথা উঁচু করে, মেরুদণ্ড সোজা করে একা বাঁচতে না পারে, তবে আর পারবে কে? আমি পেরেছি। আরও অনেকেই পেরেছে।

নিজেকে ভালোবাসলে পারা যায় উল্লেখ করে তিনি আরও লেখেন, আমাদের তো এই দোষ, আমরা নিজেকে ভালোবাসি না। জগতের আর কোনো প্রাণী নয়, এই আমরা মেয়েরাই আমাদের আততায়ীকে ভালোবেসে তার সঙ্গে এক ঘরে, এক ছাদের তলায় বাস করি!

এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর পরীমণি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দুটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে পরীকে হাতের আঙুলে ব্যথা পাওয়ার মতো অবস্থায় দেখা যায়। পরী সেই ছবির ক্যাপশন দিয়েছিলেন গিফট। বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনো কথা না বললেও গুঞ্জন আছে, পরীর আঙুলে সেই আঘাত রাজের কারণেই।

২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর বিয়ে করেন শরিফুল রাজ ও পরীমণি। দীর্ঘদিন গোপনেই ছিল তাদের বিয়ের খবর। চলতি বছরের ১০ জানুয়ারি তাদের বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে।

সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজের বাসা থেকে বেরিয়ে গেছেন পরী

ঢাকা: ঢাকাই সিনেমার আলোচিত দম্পতি রাজ-পরীমণির সংসার ভাঙল। গত ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন পরীমণি নিজেই।

নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে পরীমণি লেখেন, 'হ্যাপি থার্টিফার্স্ট এভরিওয়ান! আমি আজ রাজকে আমার জীবন থেকে ছুটি দিয়ে দিলাম এবং নিজেকেও মুক্ত করলাম একটা অসুস্থ সম্পর্ক থেকে। জীবনে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার থেকে জরুরি আর কিছুই নেই।'

জানা যায়, ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার আগে রাত সাড়ে ৮টার দিকে সন্তান রাজ্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজের বাসা থেকে বের হয়ে যান পরীমণি।

বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকেও জানিয়েছেন পরীমণি। তিনি বলেন, এখনো বিচ্ছেদ হয়নি। তবে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজের বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছি। আজ থেকে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। শিগগিরই বিচ্ছেদের চিঠি পাঠিয়ে দেব।

আলাদা থাকার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পরীমণি বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই সমস্যা হচ্ছিল। সমস্যা কাটিয়ে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে এক সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছি, পারলাম না। তার আচার-আচরণ এক সঙ্গে থাকার পরিস্থিতি নেই। তাই বাধ্য হয়ে বাসা ছেড়ে আলাদা হয়ে গেলাম। আমার মনমানসিকতা এখন ভালো নাই, এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না।

টেলিভিশনে নারী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বারবারা ওয়াল্টারস আর নেই

৫৮ পৃষ্ঠার পর

এ তাঁর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে। তাঁর মাধ্যমেই টিভি সাংবাদিকতায় নারীর পদার্পণ ঘটে। তাঁকে টেলিভিশনে নারী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদভিত্তিক টিভি নেটওয়ার্ক এবিসি নিউজে দীর্ঘদিন সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেন তিনি। প্রাইমটাইম শো ২০/২০ উপস্থাপনাও করেন তিনি।

এ ছাড়া ১৯৯৭ সালে তিনি নারীদের নিয়ে 'দ্য ভিউ' নামে একটি শো শুরু করেন। এটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাংবাদিকতা ক্যারিয়ারে ১২ বার অ্যামি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিলেন বারবারা ওয়াল্টারস।

দক্ষিণ সীমান্তে অভিবাসী সংকট, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চান টেক্সাসের এল পাসো শহরের মেয়র

৫৮ পৃষ্ঠার পর

সরকার, রেড ক্রস এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ভঙ্গুর আখ্যা দিয়ে এটি মেরামতের আহ্বান জানিয়েছেন ডেমোক্রেট মেয়র অস্কার লিজার।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতাআ গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীদের সীমান্ত ক্রসিং-এর সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এরই মধ্যে সীমান্তে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

বাংলাদেশে দুটি অ্যাওয়ার্ড নিলেন বাংলাদেশী আমেরিকান উদ্যোক্তা আজিজ আহমদ, প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ

ঢাকা: বাংলাদেশে পরপর দুটি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন যুক্তরাষ্ট্রে আইসিটি খাতে অন্যতম বাংলাদেশী আমেরিকান উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক আজিজ আহমদ। ঢাকায় দুটি পৃথক কর্মসূচিতে বিজনেস অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও এনআরবি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয় তার হাতে।

গত ২২ ডিসেম্বর ঢাকার শেরাটন হোটেলে এনআরবি প্রফেশনালস সামিটে অংশ নিলে সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের কাছ থেকে এনআরবি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন আজিজ আহমদ।

তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতে ডিজিটাল দক্ষতা সৃষ্টিতে অব্যহত অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এই পুরস্কার দেয়া হয়। তার প্রতিষ্ঠিত আইটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোডার্স্ট্রাস্টের গ্রাজুয়েটরা বৈশ্বিক কর্মবাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে, এমনটাই উল্লেখ করা হয় পুরস্কারের সাইটেশনে।

এরপর গত ২৫ ডিসেম্বর আজিজ আহমদ গ্রহণ করেন বিজনেস অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অর্থকণ্ঠের পক্ষ থেকে এই পুরস্কারটি তার হাতে তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি। অর্থকণ্ঠের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ঢাকার হোটেল ওয়েস্টিনে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইসিটি খাতে নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কারে ভূষিত হলেন আজিজ আহমদ।

নতুন প্রজন্মের জন্য আইসিটিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি ও আইসিটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনতে আজিজ আহমদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান কোডার্স্ট্রাস্ট ও ইউটিসি অ্যাসোসিয়েটস দীর্ঘ সময় ধরে অবদান রেখে চলেছে।

পুরস্কার তুলে দেয়ার পর ডা: দীপু মনি তার বক্তৃতায় বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে এবং দেশে ও বিদেশে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে কোডার্স্ট্রাস্টের মাধ্যমে আজিজ আহমদ অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। তার এই অবদান জাতি গঠনেও ভূমিকা রাখছে।

পরে আজিজ আহমদসহ এনআরবি প্রফেশনালদের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সাথে তার গুলশান কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, আইট্রিপলই প্রেসিডেন্ট ড. সাইফুর রহমান ও কাজি জামান।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এমনকি আইসিটি গ্রাজুয়েট হওয়া সত্বেও কর্মসংস্থান না হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইসিটিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন আজিজ আহমদ। এই গ্রাজুয়েটদের প্রতিযোগিতামূলক, কার্যকর দক্ষতা দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মবাজারের জন্য প্রস্তুত করে তোলা জরুরি বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার কাছে কোডার্স্ট্রাস্ট চেয়ারম্যান আজিজ আহমদ জানান, তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৬০ হাজার বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে আইটি দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রয়েছে এর কার্যক্রম। কোডার্স্ট্রাস্ট এখন সরকারের আইসিটি ডিভিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইউল্যাব ও ইউএনডিপির সাথে সম্ভাব্য পার্টনারশীপের বিষয়ে কাজ করছে। এই অংশীদারীত্বের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীদের আইসিআর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, মেটাভার্স, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজির কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে এরা সকলে যাতে যোগ্য হয়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যেই কাজ করছে কোডার্স্ট্রাস্ট।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী কোডার্স্ট্রাস্টের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা দেয়া হবে বলে জানান।

সব দোষ এই শেখ হাসিনার!

৫৮ পৃষ্ঠার পর

শুধু চক্ষু দুইখানা খোলা থাকলেই পর্দা হবে। তারপরও শেষ নয়! পর্দাই যদি করবে, নারী ঘরের বাহির হবে কেন? মহর্রম ছাড়া তো নারী ঘরের বাহির হওয়ার কথা নয়! এই যে নারী ট্রেন চালাবে, তার পাশে কি প্রত্যেক দিন তার স্বামী বা বাপ, ভাই বসে থাকবে? ফিতনা ফিতনা ফিতনা ... কেয়ামত আসতে আর বাকী নেই। এখন ঈমান নিয়েইতো টানাটানি শুরু হয়েছে। ঈমানী মানুষেরা কী করে একজন নারীর পিছনে পিছনে সারা শহরময় ভ্রমণ করবে? নারী আবার একলা, আবার সামনে বসা তাও সবার সামনে! লা হওলা ওয়ালা কুউয়াতা ....

আর স্যেকুলারগন! আহা! একজীবনে প্রমাণ করতে চাইলো ইসলাম নারীদের বন্দী করে রাখে। ইসলাম নারীদের প্রতি বর্বর। হিজাবী নারীদের চেয়ে হেন কোনো নির্যাতিত প্রাণী দুনিয়ায় নেই। হিজাব মানেই অশিক্ষিত, মূর্খ, নির্যাতিত।

এই হাসিনা আর কোন মানুষ পেল না কেবল এক হিজাবী নারী ছাড়া! যাদেরকে সারাজীবন মূর্খ, পরজীবী, দুর্বল প্রমাণ করতে এত জীবন এত শ্রম ব্যয় হয়েছে- আজ থেকে তাদের পিছন পিছন ভ্রমণ করতে হবে!!

সব দোষ এই শেখ হাসিনার!

যুক্তরাষ্ট্রে চলছে বর্ষবরণের মহড়া

৫৮ পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার (৩০ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে সুসজ্জিত বল ফেলে বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা অনুশীলনে অংশ নেন কয়েকশ মানুষ।

এ সময় চোখ ধাঁধানো বর্ণিল আতশবাজি ও জমকালো আয়োজনে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আগতরা। হরেক রঙের আলোকসজ্জা প্রদর্শনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উদযাপন আগের বারের আয়োজনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা মার্কিন নাগরিকদের। এক মার্কিন বলেন, ৩১ ডিসেম্বর রাতে ঘড়ির কাঁটায় ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে টাইমস স্কয়ারে বল ড্রপের মাধ্যমে নতুন বছর বরণের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

১৯০৪ সাল থেকে টাইমস স্কয়ারে বর্ষবিদায় ও নতুন বর্ষবরণের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। এর তিন বছর পর প্রথমবারের মতো বিশ্ববিখ্যাত বলটি নামানো হয়েছিল। তখন থেকেই এটি নববর্ষে বাজছে। শুক্রবার সকালে বলটি বড় মুহূর্তের প্রস্তুত কিনা তা নিশ্চিত হতে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবছর এসব অনুষ্ঠানে অর্ধলাখ দর্শনার্থী উপস্থিত থাকলেও করোনার কারণে গত ২ বছর যোগ দেন ১৫ হাজার মানুষ

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার উদ্দোগে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন

নিউ ইয়র্ক: গত ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭ টায় চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর উদ্দোগে বাংলাদেশেরমহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুস্টান সংগঠনের ব্রুকলীনস্থ' কার্যালয়চট্টগ্রাম ভবনে অনুস্টিত হয় । নবগঠিত অন্তর্বর্তী কালীন কমিটির সদস্য জনাব মাকসুদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং অন্তর্বর্তী কালীনকমিটির আরকে অন্যতম সদস্য আহ্সান হাবীবের পরিচালনায় উক্ত অনুস্টানে অতিথি হিসেবে উপস্থি'ত ছিলেনসাবেক ট্রাস্টী বোর্ড চেয়ারম্যানও সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, সাবেক সভাপতি কাজী আজম, বীর মুক্তিযোদ্ধাও ট্রাস্টী বোর্ডের সাবেক কো

চেয়ারম্যান মো শাহজাহান সিরাজী, সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টী বোর্ড চেয়ারম্যান মনিরআহমেদ, সাবেক সভাপতি সরোয়ার জামান সিপিএ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইন্জি জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুলআমিন হোসেন, বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও আজীবন সদস্য আবুল কাসেম ভুঁইয়া প্রমুখ। অন্তর্বর্তী কালীন কমিটির সদস্য মোঃ নুরুল আনোয়ারের কোরান তেলোয়াতের মধ্যে শুরু হওয়া এই অনুস্টানেআরো বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও অন্তর্বর্তী কালীন কমিটির অন্যতম সদস্যমেহবুবর রহমান বাদল, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারন সম্পাদক ও অন্তর্বর্তী কালীন কমিটির অন্যতম সদস্য মোআবু তাহের, বিশিস্ট রাজনীতিবিদ খোরশেদ খন্দকার প্রমুখ। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেকসভাপতি ও ট্রাস্টী বোর্ড চেয়ারম্যান মনির আহমেদ। উক্ত অনুস্টানে আরো উপস্থি'ত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইসহাক, অন্তর্বর্তী কালীন কমিটির সদস্য - যথাক্রমে মীর তাদের রাসেল মোহাম্মদ সুমন উদ্দীন, মোহাম্মদ জয়নালআবেদিন আতিক, ইকবাল হোসেন ভুঁইয়া, ও মোহাম্মদ হারুন, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক কর্মকর্তা, মোহাম্মদআরিফুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, মেজবাহ উদ্দীন , মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আক্তার, আরো উপস্থি'ত ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব মোহাম্মদ সেলিম, নাজিম উদ্দীন, বিশিস্টব্যবসায়ী জসিম উদ্দীন, মো শওকত হোসেন, মোহাম্মদ আজম, বদিউল আলম, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদইউসুফ, নিখিল বড়ুয়া সহ অসংখ্য চট্টগ্রামবাসী। সভায় বক্তারা বলেন, বিজয়ের ৫১ বছর পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুল লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। ২২ পরিবারেরবিরুদ্ধে সেদিন যুদ্ধ করলেও আজ বাংলাদেশে ২২ হাজার লুটেরা পরিবারের জন্ম নিয়েছে। জাতীর সামনে আজওপর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়নি, মুক্তিযোদ্ধারা আরো বলেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গরিবমেহনতি মানুষের সন্তানরাই মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছিল কিন্তু' ধনিক শ্রেনীর কোন সন্তান যুদ্ধে অংশ নানিলেও আজ তারাই স্বাধীনতার ধারক বাহক হিসেবে নিজেরদেরকে বুঝাতে চাই এবং বাংলাদেশকে আজ তারাইলুট করছে।

সভাপতি মাকসুদুল হর চৌধুরী তার বক্তব্যে নবগঠিত অন্তর্বর্তী কালীন কমিটির কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেনএবং উপস্থি'ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী আলী মাহমুদের সংগীত পরিবেশনাও নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুস্টানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

Wishing everyone
A HAPPY NEW YEAR
2023
347-993-4683
718-775-7852
GOLDENAGEHOMECARE.COM
INFO@GOLDENAGEHOMECARE.COM
GOLDEN AGE
HOME CARE

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

বাফেলোতে তুষারঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শত শত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে জরিমানার মুখে বাংলাদেশিরা

সব দোষ এই শেখ হাসিনার!

মেরী জোবায়দা: প্রথমে নারী, তাও আবার হিজাবী নারী রেল চালক নিয়ে প্রান্তিক দুই মৌলবাদী গোষ্ঠী, তথাকথিত"ধার্মিক" এবং তথাকথিত "সেক্যুলার" দুই দলেরই মেজাজ চরম খারাপ শেখ হাসিনার উপর।

ধার্মিকরা নানান কিসিমের উসিলা বের করছে। কেবল হিজাবে পর্দা হয় না, নেকাব করে *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

পরীমণির জীবন অনেকটা আমার জীবনের মতো - তসলিমা নাসরিন

পরিচয় ডেস্ক: 'আমি রাজকে আমার জীবন থেকে ছুটি দিয়ে দিলাম' শুক্রবার রাত ১২টা ৫০ মিনিটে পরীমণির দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তাদের সংসার ভাঙার সুর। এবার সেই সুরে নিজেকে মিলালেন তসলিমা নাসরিন। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, পরীমণির জীবনটা অনেকটা *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে চলছে বর্ষবরণের মহড়া

নিউ ইয়র্ক: বর্ণিল আয়োজনে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২৩ কে স্বাগত জানাতে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে যুক্তরাষ্ট্রে। নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার উৎসবের মহড়ায় ব্যস্ত মার্কিন নাগরিকরা। নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে সুসজ্জিত বলড্রপের মাধ্যমে বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা অনুশীলনে অংশ নেন কয়েকশ মানুষ। খবর রয়টার্সের।

সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। খ্রিষ্টীয় নববর্ষ ২০২৩ কে স্বাগত জানাতে সাজসাজ রব যুক্তরাষ্ট্রে। *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ত্রিনিয়া হাসানের জমজমাট একক সঙ্গীত সন্ধ্যা

নিউ ইয়র্ক : গত ২৪ ডিসেম্বর শনিবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ত্রিনিয়া হাসানের জমজমাট একক সঙ্গীত সন্ধ্যা। প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে হলভর্তি দর্শক দর্শকশ্রোতা প্রাণভরে উপভোগ করেন নতুন প্রজন্মের বহুল আলোচিত কণ্ঠশিল্পী ত্রিনিয়া হাসানের সঙ্গীতে মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা।

কম্যুনিটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানের আয়োজক শো টাইম মিউজিক এর আয়োজেনে আলমগীর খান আলমের স্বাগত বক্তব্যের পর দুই জনপ্রিয় উপস্থাপিকা সাদিয়া খর্দকার ও সোনিয়া সিরাজের উপস্থাপনায় মাঝখানে কিছুক্ষণের বিরতিসহ রাত প্রায় সোয়া ৮টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গান শোনান ত্রিনিয়া হাসান ।

শুরুতে উপস্থাপকরা ত্রিনিয়ার জীবনের সংক্ষিপ্ত দিক তুলে ধরে বলেন, ত্রিনিয়া হাসান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে বড় হয়েছেন। তাদের পরিবারের প্রায় সবাই গান গেয়ে থাকেন এবং গানের প্রতি তাদের রয়েছে আলাদা একটি অনুরাগ। ত্রিনিয়ার সঙ্গীতের হাতেখড়ি তার বাবা জিয়াউল হাসানের কাছ থেকে। জিয়াউল হাসান বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এবং বাংলাদেশ বেতারের একজন সঙ্গীত পরিচালক। ত্রিনিয়া বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সদস্যরা সম্প্রতি তুষারঝড়ের সময় যা করেছেন তা প্রথমবার নয়, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারা আজ বাফেলো হোমটাউনে 'সিটি অফ গুড নেবারস' নামে পরিচিত। কিন্তু এই প্রথম তাদের জরিমানা করা হলো। বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক তুষারঝড়ের সময় শত শত লোককে সরিয়ে নিয়েছিল, বিপজ্জনক অবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের আশ্রয় ও খাবার সরবরাহ করেছিল। কিন্তু ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গাড়ি চালানোর জন্য তাদের জরিমানার মুখে পড়তে হয়। বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি রেসকিউ টিম গাড়ি চালানোর জন্য ৪,৫০০ ডলারের টিকিট কেটেছে যখন ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। বাংলাদেশি গ্রুপের একজন সদস্য মোহাম্মদ ওসমান শিমুল বলেছেন, 'আমরা জানতাম যে সেখানে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু আমরা পাত্তা দিইনি কারণ লোকেদের আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। 'আমাদের লোক' বলতে তিনি সহকর্মী বাংলাদেশিদের বোঝাননি। তিনি বাফেলোর বাসিন্দাদের কথা বলতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশি সদস্যরা বাসিন্দাদের চেক করার জন্য দরজায় দরজায় কড়া নাড়তেন এবং হাউস কলের অনুরোধও করেছিলেন।

তুষারঝড়ের মধ্যেও তারা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে প্রধান সড়কে সাতটি ভ্যান চালিয়েছেন। কখনো রাস্তা ধরে হেঁটে গেছেন। বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবকরা ওয়েস্ট সাইড এবং চিকটোওয়াগাতেও লোকেদেরও সাহায্য করেছিলেন । 'যেখানেই মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, সেখানেই আমাদের দল ছিল,' বলছেন শিমুল। সামগ্রিকভাবে তারা প্রায় ৫০০ জনকে তাদের বাড়ি থেকে একটি উষ্ণ জায়গায় স্থানান্তর করেছেন। জায়গাগুলির মধ্যে রয়েছে বেইলি অ্যাভিনিউতে বাংলাদেশ প্লাজা, ফুগেরন স্ট্রিটের দেশি সেন্টার এবং ফিলমোর অ্যাভিনিউতে আল আকসা সুপারমার্কেট।

তিনি বলেন, 'মানুষকে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। আমাদের সকলেরই নিজস্ব কর্তব্য আছে।' বাড়িগুলিতে বিদ্যুত এবং রুম হিটার চালু হয়ে গেলে গ্রুপটি আবার উদ্ধারকৃত মানুষগুলিকে তাদের পুরোনো আস্তানায় ফেরত নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু খালি হাতে নয়। যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের হাতে গরম খাবার, মুদির দোকানের একাধিক সামগ্রী এবং কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিলো বলে জানাচ্ছেন শিমুল। এমনকি এখনও, গ্রুপটি গ্রিডার স্ট্রিটের লাভবার্ডস রেস্তোরাঁ থেকে গরম খাবার সরবরাহ করছে এবং বিনামূল্যে পিকআপের জন্য অফার করছে।

কারলান্ডা মেডরস হলেন একজন শান্তিপ্রিয় এবং যুব এনগেজমেন্ট গ্রুপ মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্যারেন্টস এর একজন মুখপাত্র। যিনি কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশি অভিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতে বাংলাদেশি গ্রুপের সাথে কাজ করে। কারলান্ডা বলছেন, 'তাদের সাহায্য করতে কোনো সমস্যা নেই। তারা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করে, এবং সেই কারণে আমি তাদের ভালবাসি।'

কারলান্ডা নিজেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'বাঙালি সম্প্রদায়ের এখানে প্রচুর রেস্তোরাঁ রয়েছে, তাই তারা খাবার রান্না করা শুরু করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা বিনামূল্যে যে কারো কাছে পৌঁছে দেবে। তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করতো কাদের খাবার দরকার? আমি তাদের ঠিকানা বলে দিতাম।'

মেডরস গত বৃহস্পতিবার (২৯ ডিসেম্বর) এণর্জি মন্ত্রণালয়ের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

টেলিভিশনে নারী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বারবারা ওয়াল্টারস আর নেই

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত টিভি সাংবাদিক ও উপস্থাপক বারবারা ওয়াল্টারস (৯৩) মারা গেছেন শুক্রবার ৩০ ডিসেম্বর। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজ *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের পানি ও পরিবেশ নিয়ে ঢাকা ও ভার্জেনিয়ায় কনফারেন্স ৪-৬ জানুয়ারী

নিউ ইয়র্ক: আগামি ৪ থেকে ৬ জানুয়ারী বাংলাদেশের পানি ও পরিবেশ নিয়ে ঢাকা ও ভার্জেনিয়ায় দুটি কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ সীমান্তে অভিবাসী সংকট, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চান টেক্সাসের এল পাসো শহরের মেয়র

এল পাসো, টেক্সাস: যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড অবৈধ অভিবাসী প্রবেশের ফলে দেশটির সীমান্ত অঞ্চলে মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট সমাধানে সহায়তার জন্য অন্যান্য দেশ, এমনকি জাতিসংঘের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন সীমান্ত সংলগ্ন এক শহরের মেয়র।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের এল পাসো শহরের মেয়র অস্কার লিজার অভিবাসী সংকটের বিষয়ে বলেছেন, 'আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এটি এল পাসোর সমস্যা নয়, এটি এর চেয়েও বড়। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি, এটি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বড়। আমাদের জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করতে হবে। অন্য দেশের সঙ্গে কাজ করতে হবে, এমন একটি প্রোগ্রাম নিয়ে আসতে হবে, যাতে পরিস্থিতি মানবিক হয়ে উঠে।'

এল পাসো শহরের অবস্থান টেক্সাসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, মেক্সিকোর জুয়ারেজ থেকে রিও গ্র্যান্ড নদীর ওপারে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ছোট্ট শহর যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সমস্যার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। চলতি মাসেই হাজার হাজার অভিবাসী মেক্সিকো সীমান্ত পেরিয়ে এই শহরে প্রবেশ করেছে। গত সপ্তাহে এক রাতেই ১ হাজার শরণার্থীর একটি দল এল পাসোতে প্রবেশ করে।

সাংবাদিক কেটি ডেভিসকোর্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ফুটেজ প্রকাশ করেছেন। যেখানে দেখা গেছে এল পাসোর বিমানবন্দরে অনেক অভিবাসী রেড ক্রসের কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এ ছাড়া শহরটি দুইটিক খালি স্কুলও অভিবাসীদের আশ্রয় দিতে বরাদ্দ করেছে।

এল পাসোর কর্মকর্তারা সংকট মোকাবিলাত সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*